মাসিক

আত-তাহরীক

৬ষ্ঠ বর্ষ ১০ম সংখ্যা
জুলাই ২০০৩

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

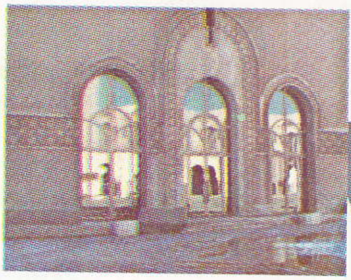

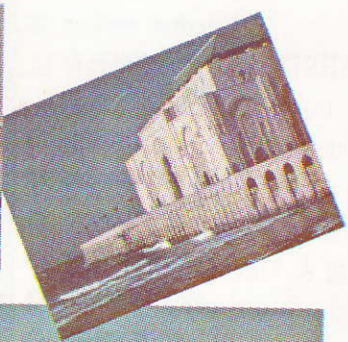

Contents

প্রকাশক ঃ

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

কাজলা, রাজশাহী।

ফোন ও ফ্যাক্সঃ (অনুঃ) ০৭২১-৭৬০৫২৫, ফোনঃ (অনুঃ) ৭৬১৩৭৮, ৭৬১৭৪১

মুদ্রণে ঃ দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী, ফোনঃ ৭৭৪৬১২।

رب زدني علما

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية و دينية

جلد:٦ عدد: ١٠، جمادى الأولى و جمادى الثانية ١٤٢٤هـ/يوليو ٢٠٠٣م

رئيس مجلس الإدارة: د. محمد أسد الله الغالب

تصدرها حديث فاؤنديشن بنغلاديش

প্রচ্ছদ পরিচিতি ঃ আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূলে মরক্কোর কাসাব্লাংকায় অবস্থিত 'বায়তুল্লাহ' ও 'মসজিদে নববী'র পরে পৃথিবীর বৃহত্তম 'মরক্কোর ভাসমান মসজিদ'। মসজিদটির ভিত্তির এক তৃতীয়াংশ আটলান্টিক মহাসাগরের পানির উপরে নির্মিত। মসজিদের ভিতরে ২৫ হাযার ও বাইরে চারদিকে পাথর দিয়ে তৈরী বিস্তীর্ণ এলাকায় আরো ৭৫ হাযার সর্বমোট এক লক্ষ মুছল্লী একসঙ্গে ছালাত আদায় করতে পারেন। আড়াই হাযার পিলারের উপরে বিশেষ পদ্ধতিতে বসানো ছাদটি প্রতি তিন মিনিট অন্তর যান্ত্রিকভাবে খুলে যায়। প্রায় ৫২ কোটি ৮০ লক্ষ ডলার ব্যয়ে ১৯৯৩ সালে নির্মিত উক্ত মসজিদের মিনারটির উচ্চতা ৬শ' ৫৬ ফুট। ইনসেটে মসজিদের প্রধান ফটকের ছবি।

Monthly **AT-TAHREEK** an extra-Ordinary Islamic research Journal of Bangladesh directed to Salafi Path based on real Tawheed and Sahih Sunnah. Enriched with valuable writings of renowned scholars and Columnists of home and abroad, aiming to establishing a pure islamic society in Bangladesh. Some of regular columns of the Journal are: 1. Dars-i- Quran 2. Dars-i- Hadees 3. Research Articles. 4. Lives of Sahaba & Pioneers of Islam 5. Wonder of Science 6. Health, Medicine & Agriculture 7. News : Home & Abroad & Muslim world. 8. Pages for Women 9. Children 10. Poetry 11. Fatawa etc.

Monthly **AT-TAHREEK**

Cheif Editor : Dr. Muhammad Asadullah Al- Ghalib.

Editor : Muhammad Sakhawat Hossain.

Published by : Hadees Foundation Bangladesh.

Kajla, Rajshahi, Bangladesh.

Yearly subscription at home Regd. Post. Tk. 170/00 & Tk. 90/00 for six months.

Mailing Address : Editor, Monthly AT-TAHREEK

NAWDAPARA MADRASAH (Air port Road) P.O. SAPURA, RAJSHAHI.

Ph & Fax : (0721) 760525, Ph : (0721) 761378, 761741.

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

মাসিক

আত-তাহ্‌রীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

৬ষ্ঠ বর্ষঃ	১০ম সংখ্যা
জুমাঃ উলা-জুমাঃ ছানিয়া	১৪২৪ হিঃ
আষাঢ়-শ্রাবণ	১৪১০ বাং
জুলাই	২০০৩ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সার্কুলেশন ম্যানেজার
আবুল কালাম মুহাম্মাদ সাইফুর রহমান

বিজ্ঞাপন ম্যানেজার
শামসুল আলম

কম্পোজঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স

যোগাযোগঃ

নির্বাহী সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া মাদরাসা (বিমান বন্দর রোড),
পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
মাদরাসা ও 'আত-তাহরীক' অফিস ফোনঃ (০৭২১) ৭৬১৩৭৮
সার্কুঃ ম্যানেজার মোবাইলঃ ০১৭১-৯৪৪৯১১
কেন্দ্রীয় 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৭৬১৭৪১

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (বাসা) ৭৬০৫২৫।
ই-মেইলঃ **tahreek@librabd.net**

ঢাকাঃ
তাওহীদ ট্রাস্ট অফিস ফোন ও ফ্যাক্সঃ ৮৯১৬৭৯২।
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৯৫৬৮২৮৯।

হাদিয়াঃ ১২ টাকা মাত্র।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত এবং
দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- সম্পাদকীয় ০২
- দরসে কুরআনঃ
  - দ্বীন কায়েমের সঠিক পদ্ধতি ০৩
    - *মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব*
- প্রবন্ধঃ
  - ঐ সকল হারাম যেগুলিকে জনগণ হালকা মনে করে অথচ তা থেকে বেঁচে থাকা ওয়াজিব ১৪
    - *অনুবাদঃ মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক*
  - আধুনিক সংস্কৃতিঃ একটি সমীক্ষা ১৯
    - *মাসউদ আহমাদ*
- ছাহাবা চরিতঃ ২৪
  - আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রাঃ)
    - *নূরুল ইসলাম*
- চিকিৎসা জগৎঃ ৩০
  - কুরআনের ওষুধ
    - *ডাঃ এহসানুল কবীর*
- কবিতা ৩১
- সোনামণিদের পাতা ৩২
- স্বদেশ-বিদেশ ৩৩
- মুসলিম জাহান ৪০
- বিজ্ঞান ও বিস্ময় ৪১
- জনমত কলাম ৪২
- সংগঠন সংবাদ ৪৫
- প্রশ্নোত্তর ৪৭

আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি।

Contents

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

সম্পাদকীয়

আন্দোলনই মুখ্য

ইসলামের প্রথম যুগে সৃষ্ট বিভিন্ন ভ্রান্ত মতবাদ ও ফের্কাবন্দীর বিরুদ্ধে ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈনে এযামের মাধ্যমে আহলেহাদীছ আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। মূলতঃ ৩য় খলীফা হযরত ওছমান (রাঃ)-এর মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করেই উম্মত বিভক্ত হয়। তাদের মধ্যকার রাজনৈতিক বিভক্তি ও পারস্পরিক দ্বন্দ্ব জন্ম দেয় উছূলী বিতর্কের ও ফিক্বহী মতপার্থক্যের। যা পরবর্তীতে বিভিন্ন মাযহাবী নামে স্থায়ী সামাজিক রূপ ধারণ করে আজও বেঁচে আছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, আমার উম্মত ৭৩ ফের্কায় বিভক্ত হবে। তার মধ্যে ৭২ ফের্কাই জাহান্নামে যাবে একটি ফের্কা ব্যতীত। তারা হ'ল ঐ সকল ব্যক্তি, যারা আমার ও আমার ছাহাবীগণের আজকের দিনে অনুসৃত নীতি ও আদর্শের উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকবে (তিরমিযী, হাকেম, সনদ হাসান)। তাবেঈ বিদ্বান ইবনুল মুবারক বলেন, প্রথমেই সৃষ্ট চারটি ভ্রান্ত ফের্কা থেকেই ৭২টি ফের্কার সূচনা হয়েছে। সেগুলি হ'লঃ (১) খারেজীঃ কিতাবুল্লাহকে বাদ দিয়ে তৃতীয় পক্ষকে শালিশ মানার কারণে আলী (রাঃ) ও মু'আবিয়া (রাঃ) উভয়ে কাফির। এতদ্ব্যতীত কবীরা গোনাহগার সকল মুসলমান কাফের ও চিরস্থায়ী জাহান্নামী এবং তাদের রক্ত হালাল। তারা বিশ্বাস, স্বীকৃতি ও কর্ম তিনটি বিষয়কেই ঈমানের মূল হিসাবে গণ্য করেন (২) শী'আঃ আলীই একমাত্র আইনসম্মত খলীফা। পূর্বের তিন খলীফাই ছিলেন যালিম ও কাফির। বরং মিক্বদাদ, আবু যর গিফারী ও সালমান ফারেসী ব্যতীত বাকী সকল ছাহাবী কাফির (৩) মুর্জিয়াঃ আলী ও মু'আবিয়া (রাঃ) উভয়ে মুমিন। কবীরা গোনাহগার ব্যক্তির আমলের হিসাব ক্বিয়ামত পর্যন্ত প্রলম্বিত। আমল ঈমানের অংশ নয়। আমল ঈমানের উপরে কোন প্রভাব ফেলে না। ঈমানের কোন হ্রাস-বৃদ্ধি নেই। আবুবকর (রাঃ) ও আমাদের ঈমান সমান (৪) ক্বাদারিয়াঃ তাক্বদীর বলে কিছু নেই। মানুষ নিজেই তার অদৃষ্টের স্রষ্টা। বলা বাহুল্য বাংলাদেশে উপরোক্ত ভ্রান্ত আক্বীদাসমূহ কমবেশী চালু রয়েছে। তন্মধ্যে শৈথিল্যবাদী মুর্জিয়া আক্বীদার লোক, যারা লাগামহীনভাবে গোনাহ করে ও ভাবে যে, আমাদের ঈমান ঠিক আছে, আমরা জান্নাত পাব, এই দল এবং চরমপন্থী খারেজী আক্বীদার লোক যারা কবীরা গোনাহগার মুসলমানদের কাফির বলে ও তাদের রক্ত হালাল মনে করে এবং সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ করাকে প্রকৃত জিহাদ মনে করে- এদের সংখ্যা দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৩৭ হিজরী থেকে শুরু হওয়া আক্বীদা ভাঙ্গনের এই স্রোত প্রতিরোধের জন্য ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈনে এযাম সর্বাত্মক আন্দোলন শুরু করেন। তাঁরা ঈমানের সঠিক ব্যাখ্যা এবং ঈমান ও আমলের পারস্পরিক সম্পর্ক পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দেন। তাঁদের ব্যাখ্যার সার-সংক্ষেপ নিম্নরূপঃ হৃদয়ে বিশ্বাস, মুখে স্বীকৃতি ও কর্মে বাস্তবায়নের সমন্বিত নাম হ'ল ঈমান, যা নেকীতে বৃদ্ধি পায় ও গোনাহে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। বিশ্বাস ও স্বীকৃতিই হ'ল মূল এবং কর্ম হ'ল শাখা। কোন কবীরা গোনাহগার মুমিন ঈমান হ'তে খারিজ নয়। সে তওবা না করে মারা গেলেও স্থায়ীভাবে জাহান্নামী নয়। অতএব গোনাহের কারণে ঐ ব্যক্তি পাপী বা 'ফাসিক্ব' হ'তে পারে, কিন্তু ঈমানহীন কাফির নয়। তারা বলেন, চার খলীফা নিঃসন্দেহে মুমিন ও উম্মতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা জায়েয নয়; বরং তাদের হেদায়াতের জন্য দো'আ করতে হবে এবং ভাল-মন্দ প্রত্যেক মুসলমানের পিছনে ছালাত আদায় করা জায়েয। তারা বলেন, মানুষের ভাল-মন্দ ভাগ্যলিপি আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত। তবে যেহেতু মানুষ তা জানে না, সেহেতু তাকে তাক্বদীরে বিশ্বাস রেখে সঠিক পথে তাদবীর চালিয়ে যেতে হবে। তাদের এই ছহীহ আক্বীদা প্রচারের ফলে খারেজী ও শী'আদের চরমপন্থী আক্বীদার হামলা থেকে যেমন মানুষ রেহাই পায়, তেমনি মুর্জিয়াদের শৈথিল্যবাদী ঈমান-এর স্বেচ্ছাচারিতা থেকে মানুষ সজাগ হয়। অনুরূপভাবে ক্বাদারিয়াদের ভুল ব্যাখ্যার ফলে জীবনে চলার পথে ব্যর্থতার গ্লানিতে হতাশাগ্রস্ত মানুষগুলি পুনরায় নতুন আশায় বুক বাঁধতে শুরু করে। এভাবে বিদ'আতী আলেমদের থেকে উক্ত ছহীহ আক্বীদার অনুসারীদের নামীয় ও দলীয় স্বাতন্ত্র্য স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। ইতিহাসে এঁরাই আহলুল হাদীছ, আহলুস সুন্নাহ, আহলুল আছার, আহলুল হক্ব ইত্যাদি নামে পরিচিত। তবে ছাহাবী আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) ও তাবেঈ বিদ্বান ইমাম শা'বী প্রমুখের বর্ণনা অনুযায়ী ছাহাবায়ে কেরামের জামা'আতকে ও তাঁদের উত্তরসুরীদেরকে 'আহলুল হাদীছ' বলা হয়। এই নামকরণের মাধ্যমে একটি বিষয় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যে, মুসলমানদের জন্য মূল অনুসরণীয় হ'ল কুরআন-হাদীছ, অন্য কিছু নয়। ছাহাবায়ে কেরামের পরে যুগে যুগে যারা তাঁদেরই বুঝ অনুযায়ী কুরআন-হাদীছ বুঝবেন ও স্ব স্ব জীবনের সকল দিক ও বিভাগ গড়ে তুলতে সদা সচেষ্ট থাকবেন, কেবল তাঁরাই হবেন 'আহলেহাদীছ' এবং জাহান্নাম হ'তে মুক্তিপ্রাপ্ত দল। এখানে রক্ত, বর্ণ, ভাষা ও দুনিয়াবী পদমর্যাদার কোন মূল্য নেই।

বর্তমানে বাংলাদেশে পৃথিবীর সর্বাধিক সংখ্যক অন্যূন দু'কোটি আহলেহাদীছের বসবাস। *ফালিল্লাহিল হাম্দ!* কিন্তু এই বিশাল সম্ভাবনাময় মানবসম্পদকে আমরা দেশে তাওহীদ ও সুন্নাহর পক্ষে সত্যিকারের জনশক্তি হিসাবে ব্যবহার করতে পেরেছি কি? নিশ্চিতভাবেই পারিনি। ফলে আহলেহাদীছ-এর অনেকে এখন নির্দ্বিধায় বস্তুবাদী আন্দোলন করেন। এমনকি ইসলামের নামে শিরকী ও বিদ'আতী দলসমূহে যোগ দিতেও দ্বিধা করেন না। এই দুঃখজনক পরিস্থিতি ক্রমেই ঘোরতর পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে। আমরা দাওয়াত -এর চাইতে যেন দলাদলিকেই বেশী অগ্রাধিকার দিচ্ছি। এদেশের রাজনৈতিক ময়দান যেমন পরলোকগত নেতার ইমেজকে পুঁজি করে চলছে, বিভিন্ন মাযহাব ও তরীকা যেভাবে ব্যক্তির চিন্তাধারাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে, আহলেহাদীছ আন্দোলন নিঃসন্দেহে তার বিপরীত। এখানে ছহীহ আক্বীদা ও আমলের প্রচার ও প্রসার এবং সমাজ জীবনে তার বাস্তবায়ন প্রচেষ্টাই হ'ল মূল বিষয়। লক্ষ্য থাকে স্রেফ আল্লাহ্র সন্তুষ্টি। কিন্তু আমরা কি সে লক্ষ্যে পরিচালিত হচ্ছি? ১৯৪৯ সালের ১২ই মার্চ তারিখে রাজশাহীর নওদাপাড়াতে অনুষ্ঠিত 'নিখিল বঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহলেহাদীছ' কনফারেন্সে সভাপতির ভাষণে মাওলানা আব্দুল্লাহেল কাফী (রহঃ) দুঃখ করে বলেছিলেন, বর্তমানে আহলেহাদীছ আন্দোলন, আন্দোলনের পরিবর্তে একটি ফের্কায় পরিণত হয়েছে..'। কিন্তু ১৯৬০ সালের পর তাঁর রেখে যাওয়া সংগঠন এ যাবত তাঁর এই দুঃখের কোন সান্ত্বনা হ'তে পেরেছে কি? ১৯৮৯ সালের ১৯শে অক্টোবরে রাজশাহীর রাণীবাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে বাদ মাগরিব আয়োজিত এক সম্মেলনে (সদ্যপ্রয়াত) জমঈয়ত সভাপতিকে সরাসরি প্রশ্ন করা হয়েছিল, 'আহলেহাদীছ আন্দোলনের জন্য জমঈয়ত? না জমঈয়তের জন্য আন্দোলন? সেদিন তিনি কোন জবাব দেননি। এ প্রশ্ন আজও জ্বলজ্বল করছে যেকোন সচেতন আহলেহাদীছের মধ্যে। এমনকি গত ১০.২.২০০৩ইং তারিখে ঢাকায় জমঈয়ত সভাপতির বাসায় ও অফিসে ফ্যাক্স ও রেজিষ্ট্রি ডাকে প্রেরিত চিঠিতেও আমরা তাঁর নিকটে আকুল আবেদন জানিয়ে পত্র দিয়েছিলাম এই মর্মে যে, 'আসুন! মৃত্যু আসার আগেই আমরা খালেছ অন্তরে তওবা করি। আহলেহাদীছ জামা'আতকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করি এবং এদেশে আহলেহাদীছ আন্দোলনের অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করি'। কিন্তু তিনি এখন সবকিছুর উর্ধ্বে। আমরা প্রাণভরে ও খালেছ অন্তরে পরলোকগত জমঈয়ত সভাপতির রূহের মাগফেরাত কামনা করছি। আল্লাহ যেন তাঁকে জান্নাতুল ফেরদৌসে স্থান দান করেন- আমীন!

এক্ষণে আমরা যারা বেঁচে আছি, তাদের সিদ্ধান্তে আসতে হবে যে, আমরা আন্দোলনের জন্য সংগঠন করব, নাকি সংগঠনের জন্য আন্দোলন করব? যদি সিদ্ধান্ত দ্বিতীয়টি হয়, তবে সেটা হবে স্রেফ ফের্কা মাত্র। আমরা মনে করি ফের্কা নয়, আন্দোলনই মুখ্য। আমরা আহলেহাদীছকে একটি আপোষহীন জিহাদী আন্দোলন বলে বিশ্বাস করি। শিরক ও বিদ'আতের মূলোৎপাটনে এবং সঠিক ইসলামের পথপ্রদর্শনে, ছাহাবায়ে কেরামের রেখে যাওয়া এই পবিত্র আন্দোলনকেই আমরা আমাদের পরকালীন মুক্তির অসীলা হিসাবে বেছে নিয়েছি। এই লক্ষ্যে যারা একমত হবেন, আমরা তাঁদেরকে স্বাগত জানাই। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন! (স. স.)।

দ্বীন কায়েমের সঠিক পদ্ধতি

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

إِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ط يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِى التَّوْرٰةِ وَالْإِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ ط وَمَنْ أَوْفٰى بِعَهْدِهِ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِىْ بَايَعْتُمْ بِهِ، وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ –

অনুবাদঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্রয় করে নিয়েছেন মুমিনদের জান ও মাল জান্নাতের বিনিময়ে। তারা যুদ্ধ করে আল্লাহ্র রাহে; অতঃপর তারা মারে ও মরে। উপরোক্ত সত্য ওয়াদা মওজুদ রয়েছে তাওরাত, ইঞ্জীল ও কুরআনে। আল্লাহ্র চেয়ে ওয়াদা পূর্ণকারী আর কে আছে? অতএব তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর তোমাদের ক্রয়-বিক্রয়ের উপরে, যা তোমরা সম্পাদন করেছ তাঁর সাথে। আর সেটিই হ'ল মহান সফলতা' *(তাওবাহ ১১১)*।

শানে নুযূলঃ

অত্র আয়াতটি বায়'আতে আক্বাবায়ে কুবরায় অংশগ্রহণকারী আনছারদের উদ্দেশ্যে নাযিল হয়। নবুওয়াতের ত্রয়োদশ বর্ষে হজ্জের মওসুমে ইয়াছরিব থেকে মক্কায় আগত হাজীদের নিকট থেকে 'মিনা'র 'আক্বাবাহ' নামক পাহাড়ী সুড়ঙ্গ পথে গভীর রাত্রিতে এই বায়'আত গ্রহণ করা হয়। পরপর তিন বছরের মধ্যে এটিই ছিল সর্ববৃহৎ ও মক্কার সর্বশেষ বায়'আত। সেকারণ 'বায়'আতে আক্বাবাহ' বলতে মূলতঃ এই সর্বশেষ বায়'আতকেই বুঝায়। হাজীদের সংখ্যাধিক্যের কারণে বর্তমানে 'মিনা'-র উক্ত পর্বতাংশকে জামরায়ে আক্বাবাটুকু বাদ দিয়ে বাকীটা সমান করে দেওয়া হয়েছে। এই বায়'আতেই তাওহীদ ভিত্তিক আক্বীদা ও আমল, বিরোধী পক্ষের সাথে জিহাদ এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় হিজরত করে গেলে তাঁর নিরাপত্তা ও সহযোগিতার বিষয়ে অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয়। বায়'আত গ্রহণ কালে আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা আনছারী বলেন, اِشْتَرِطْ لِرَبِّكَ وَلِنَفْسِكَ مَاشِئْتَ 'আপনি আপনার প্রভুর জন্য ও আপনার নিজের জন্য যা খুশী শর্তারোপ করুন'! তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, أَشْتَرِطُ لِرَبِّي أَنْ تَعْبُدُوْهُ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا، وَاَشْتَرِطُ لِنَفْسِى أَنْ تَمْنَعُوْنِى مِمَّا تَمْنَعُوْنَ مِنْهُ أَنْفُسَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ، 'আমি আমার প্রতিপালকের জন্য এই শর্ত আরোপ করছি যে, তোমরা তাঁর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না। অতঃপর আমার নিজের ব্যাপারে শর্ত হ'ল এই যে, তোমরা আমার হেফাযত করবে, যেমন তোমরা নিজেদের জান ও মালের হেফাযত করে থাক'।

জবাবে তারা বললঃ فَمَا لَنَا إِذَا فَعَلْنَا ذٰلِكَ 'এসব করলে বিনিময়ে আমরা কি পাব'? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'জান্নাত' (اَلْجَنَّةُ)। তখন তারা খুশীতে উদ্বেলিত হয়ে বলে উঠ্ল, رَبِحَ الْبَيْعُ لَانُقِيْلُ وَلَانَسْتَقِيْلُ 'ব্যবসায়িক লাভের এই চুক্তি আমরা কখনোই ভঙ্গ করব না এবং ভঙ্গ করার আবেদনও করব না'। তখন অত্র আয়াত নাযিল হয়।[১] সেকারণ সূরা তাওবাহ 'মাদানী' সূরা হ'লেও এ আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ হওয়ার কারণে 'মাক্কী'।

আয়াতের ব্যাখ্যাঃ

যেকোন আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য তার প্রচারের সাথে সাথে চাই নিবেদিতপ্রাণ একদল মানুষ। দুনিয়াবী স্বার্থ থাকলে কখনোই নিবেদিতপ্রাণ হওয়া যায় না। আল্লাহ প্রেরিত অহি-র বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য উৎসর্গীতপ্রাণ একদল মানুষ তৈরীর লক্ষ্যেই উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয়।

'ইসলাম' এসেছে দাওয়াতের মাধ্যমে এবং 'ইমারত' এসেছে বায়'আতের মাধ্যমে (اَلْإِسْلَامُ دَعْوَةٌ وَالْإِمَارَةُ بَيْعَةٌ)। বায়'আত অর্থঃ ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি। আমীরের নিকটে ইসলামী আনুগত্যের চুক্তিকে বায়'আত বলা হয়। কারণ এর বিনিময়ে জান্নাত লাভ হয়, যেমন মাল বিক্রয়ের বিনিময়ে অর্থ লাভ হয়। তিন বৎসর যাবত মক্কায় গোপন দাওয়াত দেওয়ার পর ৪র্থ নববী বর্ষে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হজ্জের মওসুমে আগত বিভিন্ন গোত্রের নিকটে দাওয়াত দেওয়া শুরু করেন। উল্লেখ্য যে, যুলক্বা'দাহ, যুলহিজ্জাহ, মুহাররম ও রজব পরপর এই চার মাস আরবদের মধ্যে লড়াই-ঝগড়া ও মারামারি নিষিদ্ধ ছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এই সুযোগটি কাজে লাগান এবং নবুওয়াতের ৪র্থ বর্ষ থেকে ১০ম বর্ষ পর্যন্ত ৭ বছর সময়ের মধ্যে মোট ১৫টি গোত্রের নিকটে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছাতে সক্ষম হন। কিন্তু কেউই তাঁর দাওয়াত কবুল করেনি। এসময় ১০ম নববী বর্ষের মধ্যভাগে রজব মাসে তিন দিন বা অনুরূপ নিকটতম ব্যবধানে স্নেহময় চাচা আবু ত্বালিব ও প্রাণপ্রিয়া স্ত্রী খাদীজা (রাঃ)-এর মৃত্যু হয়। সাথে সাথে কুরায়েশদের অত্যাচার বেড়ে যায়। এমতাবস্থায় তিনি কুরায়েশের শাখা গোত্র বনু জামাহ-এর সাথে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ

১. *তাফসীর ইবনে কাছীর ২/৪০৬; কুরতুবী ৮/২৬৭।*

শক্তিশালী বনু ছাক্বীফ গোত্রের সমর্থন লাভের আশায় মক্কা থেকে ত্বায়েফ গমন করেন।

১০ম নববী বর্ষের শাওয়াল মাসে মোতাবেক ৬১৯ খৃষ্টাব্দের মে মাসের শেষ কিংবা জুন মাসের শুরুতে প্রচণ্ড দাবদাহের মধ্যে বিশ্বস্ত গোলাম যায়েদ বিন হারেছাহ (রাঃ)-কে সাথে নিয়ে স্রেফ পায়ে হেঁটে তিনি ৬০ মাইল দূরে ত্বায়েফ রওয়ানা হন। রাস্তায় যেখানে যে গোত্রকে পেয়েছেন, তিনি তাদের নিকটে গিয়ে দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছেন। কিন্তু কারু কাছ থেকেই তিনি সাড়া পাননি। অতঃপর ত্বায়েফ পৌঁছে তিনি বনু ছাক্বীফ গোত্রের তিন নেতা তিন ভাই আব্দ ইয়ালাইল, মাসঊদ ও হাবীব বিন 'আমরের নিকটে দাওয়াত দেন ও অত্যাচারী কুরায়েশদের বিরুদ্ধে তাদের সাহায্য কামনা করেন। কিন্তু তারা তাঁকে চরমভাবে নিরাশ করে। এমনকি তাঁর পিছনে তরুণ ছেলেদের লেলিয়ে দেয়। যারা তাঁকে মেরে-পিটিয়ে রক্তাক্ত করে তাড়িয়ে দেয় এবং তিন মাইল দূরে এক আঙ্গুর বাগানে এসে তিনি আশ্রয় নেন। এখানে বসেই তিনি ত্বায়েফবাসীর হেদায়াতের জন্য প্রসিদ্ধ দো'আটি করেন।[২]

অতঃপর মক্কার পথে রওয়ানা হয়ে 'ক্বারনুল মানাযিল' নামক স্থানে পৌঁছলে জিব্রীল (আঃ) পাহাড় সমূহের নিয়ন্ত্রক ফেরেশতাকে নিয়ে অবতরণ করেন এবং কা'বা শরীফের উত্তর ও দক্ষিণ পার্শ্বের দু'পাহাড়কে এনে একত্রিত করে তার মধ্যবর্তী মক্কার অধিবাসীদেরকে পিষে মেরে ফেলার অনুমতি প্রার্থনা করেন (إِنْ شِئْتَ أَنْ أُطْبِقَ عَلَيْهِمُ الْأَخْشَبَيْنِ لَفَعَلْتُ)। কিন্তু দয়াশীল রাসূল (ছাঃ) তাতে রাযী না হয়ে বলেন, بَلْ أَرْجُوْ أَنْ يُّخْرِجَ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَّعْبُدُ اللّٰهَ وَحْدَهُ وَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا 'আশা করি আল্লাহ এদের পৃষ্ঠদেশ থেকে এমন বংশধর সৃষ্টি করবেন, যারা কেবলমাত্র তাঁরই ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না'।[৩] অতঃপর মক্কাভিমুখে রওয়ানা হয়ে নাখলা উপত্যকায় কয়দিনের জন্য অবস্থান করেন। সেখানে আল্লাহ একদল জিনকে প্রেরণ করেন ও তারা কুরআন শুনে ঈমান আনয়ন করে। যাদের ঘটনা আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে পরে জানিয়ে দেন *(আহক্বাফ ২৯-৩১ ও জিন ১-১৫)*।

উপরোক্ত গায়েবী মদদের আশ্বাস ও জিনদের ইসলাম গ্রহণের ঘটনায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উদ্বুদ্ধ ও আশ্বস্ত হন এবং ইতিপূর্বেকার সমস্ত দুঃখ-কষ্ট ভুলে গিয়ে পুনরায় মক্কায় প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত নেন। তখন যায়েদ বিন হারেছাহ তাঁকে বলেন, হে রাসূল! যারা আপনাকে বের করে দিয়েছে, সেখানে আপনি কিভাবে প্রবেশ করবেন? রাসূল (ছাঃ) বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ একটা পথ বের করে দেবেন এবং তিনি তাঁর দ্বীনকে সাহায্য ও বিজয়ী করবেন'। অতঃপর তিনি হেরা গুহাতে আশ্রয় নিয়ে মক্কার বিভিন্ন নেতার নিকটে আশ্রয় চেয়ে সংবাদ পাঠাতে থাকেন। সবাই তাঁকে নিরাশ করে। একমাত্র মুত্ব'ইম বিন 'আদী সম্মত হন এবং তার সহায়তায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও যায়েদ বিন হারেছাহ (রাঃ) সরাসরি কা'বা গৃহে এসে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করেন। তখন মুত্ব'ইম ও তার ছেলেরা সশস্ত্র অবস্থায় তাঁকে পাহারা দিতে থাকে। অতঃপর তারা তাঁকে বাড়িতে পৌঁছে দেন। আবু জাহ্‌ল প্রমুখ নেতাগণ যখন জানতে পারল যে, মুত্ব'ইম ইসলাম গ্রহণ করেননি, কেবলমাত্র বংশীয় কারণেই মুহাম্মাদকে আশ্রয় দিয়েছেন, তখন তারাও বিষয়টি মেনে নেয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অতঃপর পরবর্তী হজ্জ মওসুমে বিপুল উৎসাহে দাওয়াত দিতে শুরু করেন। এই সময় ইয়াছরিবের বিখ্যাত কবি সুওয়াইদ বিন ছামিত, খ্যাতনামা ছাহাবী আবু যার গিফারী, ইয়ামনের কবি ও গোত্রনেতা তুফায়েল বিন আমর, অন্যতম ইয়ামনী নেতা যিমাদ আল-আযদী ইসলাম গ্রহণ করেন।

আক্বাবার ১ম বায়'আত

১১ নববী বর্ষে ৬২০ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে ইয়াছরিবের খাযরাজ গোত্রের ৬ জন সৌভাগ্যবান যুবক হজ্জে আগমন করেন, যাদের নেতা ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ তরুণ আস'আদ বিন যুরারাহ। বাকী পাঁচ জন হলেন, 'আওফ ইবনুল হারিছ, রাফে' বিন মালেক, কুৎবা বিন 'আমের, 'উক্ববাহ বিন 'আমের ও জাবের বিন 'আবদুল্লাহ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আবুবকর ও আলী (রাঃ)-কে সাথে নিয়ে মিনায় তাঁবুতে তাঁবুতে দাওয়াত দেওয়ার এক পর্যায়ে তাদের নিকটে পৌঁছেন। তারা ইতিপূর্বে ইয়াছরিবের ইহুদীদের নিকটে আখেরী নবীর আগমন বার্তা শুনেছিল। ফলে রাসূলের দাওয়াত তারা দ্রুত কবুল করে নেন। তারা তাঁর আগমনের মাধ্যমে গৃহযুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত ইয়াছরিবে শান্তি স্থাপিত হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন এবং তাঁকে ইয়াছরিবে হিজরতের আমন্ত্রণ জানান।

বলা বাহুল্য, হজ্জ থেকে ফিরে গিয়ে উক্ত ছয় জনের ক্ষুদ্র দলটি ইয়াছরিবের ঘরে ঘরে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেন এবং পরবর্তী বছরে ১২ নববী বর্ষের হজ্জ মওসুমে জাবের বিন আবদুল্লাহ ব্যতিরেকে পুরানো ৫ জন ও নতুন ৭ জন মোট ১২ জন এসে মিনাতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে বায়'আত করেন। এঁদের সবাই ছিলেন খাযরাজী ও ২ জন ছিলেন আউস গোত্রের। এটাই ছিল 'আক্বাবার প্রথম বায়'আত' (بيعة العقبة الأولي)।

'আক্বাবাহ' অর্থ পাহাড়ী সুড়ঙ্গ পথ। এই পথেই মক্কা থেকে মিনায় আসতে হয়। এরই মাথায় মিনার পশ্চিম পার্শ্বে এই স্থানটি ছিল নির্জন। এখানে পাথর মেরে হাজী ছাহেবগণ পূর্ব প্রান্তে মিনার মসজিদে খায়েফের আশ-পাশে আশ্রয় নিয়ে রাত্রি যাপন করে থাকেন। এখানে 'জামরায়ে কুবরা' অবস্থিত। এখানেই ইসমাঈল (আঃ) ইবলীসকে প্রথম

২. আর-রাহীকুল মাখতূম পৃঃ ১২৬।

৩. মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ; আর-রাহীক্ব পৃঃ ১২৭।

পাথর মেরেছিলেন। আর এখানেই ইসমাঈল বংশের শ্রেষ্ঠ সন্তান শেষনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মানবরূপী শয়তানদের বিরুদ্ধে অহি-র বিধান কায়েমের জন্য ঐতিহাসিক 'বায়'আত' গ্রহণ করেন। ঐদিনের ঐ আক্বীদার বিপ্লব পরবর্তীতে শুধু মক্কা-মদীনা নয়, বরং বিশ্ব রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি সবকিছুতে ব্যাপক পরিবর্তনের সূচনা করে ও অবশেষে তা সার্বিক সমাজ বিপ্লব সাধন করে। ১২ নববী বর্ষের হজ্জের মওসুমে ঐদিনকার বায়'আতকারীদের মধ্যে নতুন আগত খ্যাতনামা ছাহাবী 'উবাদাহ বিন ছামিত আনছারী (রাঃ) উক্ত বায়'আতের বর্ণনা দিয়ে বলেন,

أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: تَعَالَوْا، بَايِعُوْنِىْ عَلَى أن لاَّ تُشْرِكُوْا بِاللّٰه شَيْئًا وَّلاَ تَسْرِقُوْا وَلاَ تَزْنُوْا وَلاَ تَقْتُلُوْا أَوْلاَدَكُمْ ، وَلاَ تَأْتُوْا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُوْنَهُ بَيْنَ أَيْدِيْكُمْ وَ أَرْجُلِكُمْ وَلاَ تَعْصَوْا فِىْ مَعْرُوْفٍ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ، وَ مَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوْقِبَ بِهِ فِى الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ، وَ مَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا فَهُوَ إِلَى اللّٰهِ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ، وَ إِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ، فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ –

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে ডেকে বলেন, এসো! আমার নিকটে তোমরা একথার উপরে বায়'আত করো যে, (১) আল্লাহ্‌র সাথে কোনকিছুকে শরীক করবে না, (২) চুরি করবে না, (৩) যেনা করবে না, (৪) তোমাদের সন্তানদের হত্যা করবে না, (৫) কারু প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিবে না, (৬) শরী'আত সম্মত কোন বিষয়ে অবাধ্যতা করবে না। যে ব্যক্তি উক্ত অঙ্গীকার পূর্ণ করবে, তার জন্য পুরস্কার রয়েছে আল্লাহ্‌র নিকটে। কিন্তু যে ব্যক্তি এসবের মধ্যে কোন একটি করবে, অতঃপর দুনিয়াতে তার (আইন সংগত) শাস্তি হয়ে যাবে, সেটি তার জন্য কাফফারা হবে (এ জন্য আখেরাতে তার সাজা হবে না)। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এসবের কোন একটি করে, অতঃপর আল্লাহ তা গোপন রাখেন (যে কারণে তার শাস্তি হ'তে পারেনি) তাহ'লে উক্ত শাস্তির বিষয়টি আল্লাহ্‌র মর্জির উপরে নির্ভর করে। তিনি ইচ্ছা করলে তাকে পরকালে শাস্তি দিতে পারেন, ইচ্ছা করলে মাফও করে দিতে পারেন'। রাবী 'উবাদাহ বিন ছামেত বলেন, আমরা একথাগুলির উপরে তাঁর নিকটে বায়'আত করলাম'।[৪] বলা বাহুল্য যে, বায়'আতের উক্ত ৬টি বিষয় তৎকালীন আরবীয় সমাজে প্রকটভাবে বিরাজ করছিল। আজও বাংলাদেশে উক্ত বিষয়গুলি প্রকটভাবে বিরাজ করছে।

বায়'আতের অর্থ

ছাহেবে মির'আত বলেন, سُمِّيَتِ الْمُعَاهَدَةُ عَلَى الإسلام بِالْمُبَايَعَةِ تَشْبِيهًا لِنَيْلِ الثواب فِي مُقَابَلَةِ الطَّاعَةِ بِعَقْدِ الْبَيْعِ الذى هو مُقَابلةُ مَال، كَأَنَّهُ بَاعَ ما عِنْدَهُ مِنْ صاحِبِهِ وأعطاهُ خَالِصَةَ نفسِهِ و طاعتِه كَمَا فى قَوْلِهِ تَعَالَى " إِنَّ اللّٰهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الآية–

'ইসলামের উপরে কৃত অঙ্গীকারকে বায়'আত এজন্য বলা হয়েছে যে, ব্যবসায়িক চুক্তির বিপরীতে যেমন সম্পদ লাভ হয়, অনুরূপভাবে আমীরের নিকটে আনুগত্যের বিপরীতে পুণ্য লাভ হয়। সে যেন আমীরের নিকটে তার খালেছ হৃদয় ও খালেছ আনুগত্য বিক্রয় করে দেয়'। যেমন আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের জান-মাল খরিদ করে নিয়েছেন জান্নাতের বিনিময়ে...' *(তাওবাহ ১১১)*।[৫]

'আক্বাবায়ে উলা'-র এই প্রথম বায়'আতের ধরণ ছিল মহিলাদের বায়'আতের ন্যায় হাতে হাত না রেখে মৌখিকভাবে শপথ গ্রহণের মাধ্যমে।[৬]

বায়'আতে কুবরাঃ

অতঃপর উক্ত বায়'আতকারীদের দাবীর প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুছ'আব বিন 'উমায়ের নামক একজন তরুণ দাঈকে তাদের সাথে ইয়াছরিবে প্রেরণ করেন। তিনিই ছিলেন ইসলামের ইতিহাসে মদীনায় প্রেরিত প্রথম দাঈ। সেখানে গিয়ে তিনি ও তাঁর মেযবান তরুণ ধর্মীয় নেতা আস'আদ বিন যুরারাহ বিপুল উৎসাহে ইয়াছরিবের ঘরে ঘরে তাওহীদের দাওয়াত পৌঁছাতে শুরু করেন। যার ফলশ্রুতিতে পরের বছর ১৩ নববী বর্ষের হজ্জ মওসুমে ৬২২ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে আইয়ামে তাশরীক্বের মধ্যভাগের এক গভীর রাতে পূর্বোক্ত পাহাড়ী সুড়ঙ্গ পথে ৭৩ জন পুরুষ ও ২ জন মহিলার একটি বিরাট দলের আগমন ঘটে। চাচা আব্বাস-কে সাথে নিয়ে যিনি তখনও ইসলাম কবুল করেননি, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের নিকটে গমন করেন ও রাত্রির প্রথম প্রহর শেষে নিঃশব্দ রজনীতে বায়'আতের পূর্বে চাচা আব্বাস তাদেরকে এই বায়'আতের পরকালীন গুরুত্ব এবং দুনিয়াতে সম্ভাব্য কষ্ট-দুঃখের কথা স্মরণ করিয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। এতে তারা স্বীকৃত হ'লে বিগত দু'বছরে ইসলাম গ্রহণকারীদেরকে পরপর দাঁড় করানো হয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের নিকটে কুরআন তেলাওয়াত অন্তে তাওহীদের দাওয়াত দিয়ে কিছু বক্তব্য রাখেন। তখন তারা সকলে বলেন, আমরা আমাদের জান-মালের ক্ষয়-ক্ষতির বিনিময়ে অত্র অঙ্গীকার করছি।

---

৪. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৮ 'ঈমান' অধ্যায়, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৭।

৫. মির'আত হা/১৮-এর ব্যাখ্যা ১/৭৫।

৬. আর-রাহীকুল মাখতূম পৃঃ ১৪৩; তাফসীরে ইবনে কাছীর ৪/৩৭৮।

কিন্তু এর বিনিময়ে আমরা কি পাব? রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'জান্নাত' (الْجَنَّةُ)। তখন তারা বললেন, أَبْسُطْ يَدَكَ 'আপনার হাত বাড়িয়ে দিন'। অতঃপর আস'আদ বিন যুরারাহ নেতা হিসাবে প্রথম তাঁর হাতে বায়'আত করেন ও তারপর একে একে সকলে রাসূলের হাতে বায়'আত করেন।[৭] মহিলা দু'জন মুখে বলার মাধ্যমে বায়'আত করেন। সৌভাগ্যবতী ঐ দু'জন মহিলা ছিলেন বনু মাঝেন গোত্রের নুসাইবাহ বিনতে কা'ব উম্মে 'উমারাহ এবং বনু সালামাহ্ গোত্রের আসমা বিনতে 'আমর উম্মে মুনী'। উক্ত বায়'আতের বক্তব্য ছিল নিম্নরূপঃ

قَالَ جَابِرٌ: قُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ عَلَى مَا نُبَايِعُكَ؟ قَالَ: عَلَي السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي النَّشَاطِ وَالْكَسْلِ، وَعَلَي النَّفْقَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، وَعَلَى الْأَمْرِبِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَعَلَي أَنْ تَقُوْمُوْا فِي اللّٰهِ وَلاَ تَأْخُذُكُمْ فِي اللّٰهِ لَوْمَةُ لاَئِمٍ، وَعَلَى أَنْ تَنْصُرُوْنِى إِذَا قَدِمْتُ إِلَيْكُمْ وَ تَمْنَعُوْنِى مِمَّا تَمْنَعُوْنَ مِنْهُ أَنْفُسَكُمْ وَأَزْوَاجَكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ، وَلَكُمُ الْجَنَّةُ، رواه أحمد بإسناد حسن و صححه الحاكم وابن حبان، وروى ابن إسحاق مايشبه هذا عن عبادة بن الصامت و فيه بند زائد و هو " وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ" كما فى سيرة ابن هشام-

জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, 'হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা আপনার নিকটে কি বিষয়ে বায়'আত করব? জবাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, (১) আনন্দে ও অলসতায় সর্বাবস্থায় আমার কথা শুনবে ও মেনে চলবে (২) কষ্টে ও স্বচ্ছলতায় (আল্লাহ্র রাস্তায়) খরচ করবে (৩) ভাল কাজের নির্দেশ দিবে ও অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করবে (৪) আল্লাহ্র পথে সর্বদা দণ্ডায়মান থাকবে এবং উক্ত বিষয়ে কোন নিন্দুকের নিন্দাবাদকে পরোয়া করবে না (৫) যখন আমি তোমাদের নিকটে হিজরত করে যাব, তখন তোমরা আমাকে সাহায্য করবে এবং যেভাবে তোমরা তোমাদের জান-মাল ও স্ত্রী-সন্তানদের হেফাযত করে থাক, অনুরূপভাবে আমাকে হেফাযত করবে। বিনিময়ে তোমাদের জান্নাত লাভ হবে'।[৮] এর সাথে সামঞ্জস্যশীল ইবনু ইসহাক্ব কর্তৃক 'উবাদাহ বিন ছামিত (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হাদীছে আরেকটি ধারা উল্লেখিত হয়েছে যে, 'আমরা নেতৃত্বের জন্য ঝগড়া করব না'।[৯] এভাবেই বায়'আত সমাপ্ত হয়।

৭. আর-রাহীকুল মাখতূম পৃঃ ১৫০-১৫১।
৮. আহমাদ 'হাসান' সনদে এটি বর্ণনা করেছেন এবং হাকেম ও ইবনু হিব্বান একে 'ছহীহ' বলেছেন।
৯. আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃঃ ১৪৯ টীকা-১।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উক্ত ৭৫ জনকে ১২ জন নেতার অধীনে ন্যস্ত করেন। যার মধ্যে ৯ জন ছিলেন খাযরাজ গোত্রের ও ৩ জন ছিলেন আউস গোত্রের। ঐ ১২ জন 'নাক্বীব' বা নেতার মধ্যে 'খাযরাজ' গোত্রের ৯ জন হ'লেনঃ (১) আস'আদ বিন যুরারাহ (২) সা'দ বিন রাবী' (৩) আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহাহ (৪) রাফে' বিন মালেক (৫) বারা বিন মা'রূর (৬) আবদুল্লাহ বিন 'আমর বিন হারাম, খ্যাতনামা ছাহাবী জাবের (রাঃ)-এর পিতা (৭) 'উবাদাহ বিন ছামিত (৮) সা'দ বিন 'উবাদাহ (৯) মুনযির বিন 'আমর। অতঃপর আউস গোত্রের তিন জন হ'লেনঃ (১) উসায়েদ বিন হুযায়ের (২) সা'দ বিন খায়ছামাহ (৩) রেফা'আহ বিন আবদুল মুনযির।[১০] অতঃপর নেতা ও দায়িত্বশীল হিসাবে তাদের নিকট থেকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পুনরায় অঙ্গীকার (مِيْثَاقُ) নেন ও বলেন যে, أَنْتُمْ عَلَى قَوْمِكُمْ بِمَا فِيْهِمْ كُفَلاَءُ كَكَفَالَةِ الْحَوَارِيِيْنَ لِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ، وَأَنَا كَفِيْلٌ عَلَى قَوْمِي يَعْنِي الْمُسْلِمِيْنَ، 'তোমরা তোমাদের কওমের উপরে দায়িত্বশীল, যেমন হাওয়ারীগণ ঈসা ইবনে মারিয়ামের পক্ষ থেকে দায়িত্বশীল ছিলেন এবং আমি আমার কওমের উপরে (অর্থাৎ মুসলমানদের উপরে) দায়িত্বশীল'।[১১]

এভাবে বিশ্ব ইতিহাসে ইসলামী সমাজ বিপ্লবের সূচনা হয় ইমারত ও বায়'আতের মাধ্যমে। এর ফলাফল সবারই জানা আছে। এই বায়'আত 'দ্বিতীয় আক্বাবার বায়'আত' বা 'বায়'আতে কুবরা' (বৃহত্তম বায়'আত) নামে খ্যাত। নিঃসন্দেহে এই বায়'আতের মূল শিকড় প্রোথিত ছিল ঈমানের উপরে। যে ঈমান কোন দুনিয়াবী প্রলোভন, লোভ-লালসা ও ভয়-ভীতির কাছে মাথা নত করে না। যে ঈমানের সুবাতাস সমাজে প্রবাহিত হ'লে মানুষের আক্বীদা ও আমলে সূচিত হয় বৈপ্লবিক পরিবর্তন। যে ঈমানের বলেই মুসলমানগণ যুগে যুগে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের আসন অলংকৃত করতে সক্ষম হয়েছে। আজও তা মোটেই অসম্ভব নয়, যদি সেই ঈমান ফিরিয়ে আনা যায়।

দা'ওয়াত ও বায়'আত

'দাওয়াত'-এর মাধ্যমে সাধারণভাবে জনগণকে দ্বীনের পথে আহ্বান করা হয়। এই আহ্বানে যবান, কলম ও আধুনিক সকল প্রকার প্রচার মাধ্যম ব্যবহৃত হ'তে পারে। এর জন্য কখনো একক ব্যক্তিই যথেষ্ট হন। যেমনভাবে বহু নবী একাকী দাওয়াত দিয়ে গেছেন। কিন্তু কোন সাথী জোটেনি। হাদীছে এসেছে যে, ক্বিয়ামতের দিন কোন কোন নবী এমনভাবে উঠবেন যে, মাত্র একজন উম্মত তাঁকে বিশ্বাস করেছে'।[১২] বর্তমান যুগে সভা-সমিতিতে বা

১০. ইবনুল ক্বাইয়িম, যাদুল মা'আদ ১/৪৩।
১১. আর-রাহীক্ব পৃঃ ১৫২।
১২. মুসলিম, মিশকাত হা/৫৭৪৪ 'ফাযায়েল' অধ্যায়।

রেডিও-টিভিতে একাকী বক্তৃতা করে, বই লিখে, ইন্টারনেট-ওয়েবসাইট ইত্যাদি চালু করে এধরনের দাওয়াতের দায়িত্ব পালন করা যেতে পারে। যদিও তার প্রভাব পড়ে খুবই সামান্য।

পক্ষান্তরে 'বায়'আত' হয়ে থাকে ইসলামী বিধিবিধান মেনে চলার আন্তরিক ও স্বতঃস্ফূর্ত অঙ্গীকারের উপরে। একাকী হৌক বা সম্মিলিতভাবে হৌক ইসলামী বিধানকে নিজ জীবনে ও সমাজে প্রতিষ্ঠিত ও বাস্তবায়িত করাই হ'ল বায়'আতের মূল উদ্দেশ্য। যার চূড়ান্ত লক্ষ্য থাকে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন ও জান্নাত লাভ।

ইসলামী আন্দোলনে দা'ওয়াত ও বায়'আত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। কেননা ইসলাম নিঃসন্দেহে প্রচারধর্মী হ'লেও এর মূল উদ্দেশ্য হ'ল মানব সমাজে দ্বীনের বিধান সমূহের বাস্তবায়ন। সেজন্য ব্যক্তিগত উদ্যোগের সাথে সাথে সম্মিলিত প্রচেষ্টার গুরুত্ব অত্যধিক। সম্মিলিত প্রচেষ্টাকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পরিচালিত করার জন্য নির্দিষ্ট নেতৃত্বের অধীনে একদল নিবেদিতপ্রাণ কর্মীবাহিনী প্রয়োজন। আর সে উদ্দেশ্যেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দা'ওয়াত কবুলকারী ব্যক্তিদের বায়'আত ও অঙ্গীকার গ্রহণ করেন। অথচ বিশ্ব-ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিত্ব হিসাবে তিনি একাই যথেষ্ট ছিলেন তাঁর আনীত দাওয়াতকে তথা আল্লাহ প্রেরিত দ্বীনকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। প্রয়োজনে তিনি স্বীয় নবুঅতী শক্তিবলে ফেরেশতা মণ্ডলীকে দিয়ে আবু জাহ্‌ল, আবু লাহাবের শক্তিকে নিশ্চিহ্ন করে রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে সহজে দ্বীন প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন। কিন্তু তা না করে তিনি মানুষের কাছ থেকে গাল-মন্দ খেয়ে মানুষের গীবত-তোহমত এমনকি দৈহিক নির্যাতন সহ্য করে মানুষের দুয়ারেই গিয়েছেন ও তাদের নিকট থেকে স্ব স্ব জীবনে দ্বীন প্রতিষ্ঠার বায়'আত ও অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন। কেউ উক্ত অঙ্গীকার পূর্ণ করে জান্নাতের অধিকারী হয়েছেন। কেউ গোপনে বিরোধিতা করে 'মুনাফিক্ব' হয়েছে। কেউ অলসতা করে 'ফাসিক্ব' হয়েছে। কেউ প্রত্যাখ্যান করে 'কাফির' হয়েছে। শেষোক্ত তিনটি দল জাহান্নামী। যদিও তাদের জাহান্নামে অবস্থানের মেয়াদ কমবেশী হবে।

দুর্ভাগ্য এই যে, সমাজে দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় 'ইমারত ও বায়'আতের এই সুন্নাতী ধারা এখন ছিনতাই হয়ে গেছে কিছু ভণ্ড মা'রেফতী ছূফীদের হাতে। বিভিন্ন বিদ'আতী তরীকায় তারা লোকদেরকে তাদের মোহজালে আবদ্ধ করছে ও ভক্তির চোরাগালি দিয়ে মুরীদদের দ্বীন-ঈমান ধ্বংস করছে। সাথে সাথে তাদের পকেটও ছাফ করছে। হকপন্থী বলে দাবীদারগণ এগুলির বিরোধিতা করতে গিয়ে রাসূলের এই চিরন্তন সুন্নাতকেই প্রত্যাখ্যান করে বসেছেন। তাদের কেউ কেউ ইমারত ও বায়'আতকে তাচ্ছিল্য করে বলেন, 'এটি ছূফীদের তরীকা'। অথচ জামা'আতবিহীন বিচ্ছিন্ন জীবন যাপনের সুযোগে শয়তান তাদেরকে অনেক সময় প্রবৃত্তির গোলামে পরিণত করে। তারা সমাজ থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করে নিজেদের ভালমানুষী যাহির করেন। অথচ সামাজিক প্রয়োজনেই তারা বিভিন্ন ধর্মনিরপেক্ষ সংগঠনের আনুগত্য করে থাকেন। অথচ মুসলিম উম্মাহ ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাস করুক আর অনৈসলামী রাষ্ট্রে বসবাস করুক, রাষ্ট্রীয় আনুগত্য করার সাথে সাথে তাকে শরী'আত অভিজ্ঞ আমীরের অধীনে জামা'আতবদ্ধভাবে সামাজিক জীবন যাপন করতে হবে। তবেই তার জীবনে শৃংখলা ফিরে আসবে এবং বিভক্ত আনুগত্যের বিশৃংখল জীবনের অভিশাপ থেকে তিনি মুক্তি পাবেন। সেই সাথে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ শক্তিশালী হবে।

দ্বীন কায়েমের সঠিক পদ্ধতি

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপরে বর্ণিত যিন্দেগীতেই দ্বীন কায়েমের সঠিক পদ্ধতি বিধৃত হয়েছে। এর বাইরে দ্বীন কায়েমের কোন শর্ট-কার্ট রাস্তা নেই। বুলেট ও ব্যালটের মাধ্যমে হয়তবা সহজে রাজনৈতিক ক্ষমতা হাছিল করা যায়। কিন্তু দ্বীন কায়েম করা যায় না। 'দ্বীন' অর্থ 'তাওহীদ' যার দিকে নূহ (আঃ) থেকে মুহাম্মাদ (ছাঃ) পর্যন্ত সকল নবী মানব জাতিকে আহ্বান জানিয়েছেন' *(শূরা১৩)*। যা প্রথমে স্ব স্ব আক্বীদা ও বিশ্বাসের জগতে প্রতিষ্ঠা করতে হয়। অতঃপর কর্মজগতে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, সাইয়িদ আবুল আ'লা মওদূদী (১৯০৩-১৯৭৯ খৃঃ) ও তাঁর অনুসারী রাজনৈতিক দলটি উক্ত আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা করে 'দ্বীন' অর্থ 'হুকুমত' বলেন। যেমন তাঁরা বলেন, دین در اصل حکومت کا نام ہے - شریعت اس حکومت کا قانون ہے اور عبادت اس قانون و ضابطہ کی پابندی ہے - 'দ্বীন আসলে হুকুমতের নাম। শরী'আত হ'ল ঐ হুকুমতের কানূন। আর ইবাদত হ'ল ঐ আইন ও বিধানের আনুগত্য করার নাম'।[১৩]

অর্থাৎ নূহ (আঃ) থেকে মুহাম্মাদ (ছাঃ) পর্যন্ত সকল নবী প্রেরিত হয়েছিলেন 'ইসলামী রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠা করার জন্য। আর তাঁদের দৃষ্টিতে হুকুমত প্রতিষ্ঠাই হ'ল সবচেয়ে 'বড় ইবাদত'। যেমন তাঁরা বলেন, اس عبادت کی حقیقت جس کے متعلق لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ وہ محض نماز روزہ اور تسبیح تہلیل کا نام ہے اور دنیا کے معاملات سے اس کو کچھ سروکار نہیں، حالانکہ در اصل صوم وصلاۃ اور حج و زکاۃ اور ذکر و تسبیح انسان کو اس بڑی عبادت کے لئے مستعد کرنیوالی تمرینات (Training courses) ہیں-

১৩. *আবুল আ'লা মওদূদী, খুত্ববাত (দিল্লীঃ মারকাযী মাকতাবা ইসলামী ১৯৮৭) পৃঃ ৩২০।*

'লোকেরা যে ছালাত-ছিয়াম ইত্যাদি পালন করেন, এগুলি ছোট-খাট বিষয় এবং এগুলি হ'ল উক্ত 'বড় ইবাদত' অর্থাৎ 'ইসলামী হুকুমত' প্রতিষ্ঠার জন্য 'ট্রেনিং কোর্স' মাত্র'।[১৪] সেকারণ তারা প্রায়ই বলেন, দ্বীনের খেদমত তো অনেক করলেন, এবার ইক্বামতে দ্বীন-এর জন্য কিছু করুন। অর্থাৎ তার দলের রাজনীতিতে যোগ দিন। পবিত্র কুরআনের এই ধরনের ব্যাখ্যা একটি মারাত্মক ভ্রান্তি এবং সালাফে ছালেহীনের পথ হ'তে স্পষ্ট বিচ্যুতি।[১৫]

মক্কার মুশরিকগণ আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাসী ছিল। সে কারণ এক হিসাবে তারাও তাওহীদবাদী ছিল। কিন্তু ঐ তাওহীদ ছিল তাওহীদে রবূবিয়াত অর্থাৎ 'রব' বা প্রভু হিসাবে আল্লাহকে স্বীকার করার মধ্যে সীমাবদ্ধ। এই তাওহীদের স্বীকৃতির মাধ্যমে একজন মানুষ ইসলামের গণ্ডীর মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না। আর সেকারণেই মক্কার লোকদের কাছে শেষনবীর আগমন ঘটলো। বস্তুতঃ তাওহীদের মূল দাবীই হ'ল 'তাওহীদে ইবাদত' অর্থাৎ সার্বিক জীবনে আল্লাহ্র একক দাসত্ব কবুল করা। মক্কার মুশরিকরা জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রবৃত্তির দাসত্ব করে আখেরাতে মুক্তির জন্য সহজ রাস্তা মনে করে তাদের দৃষ্টিতে বিভিন্ন নেককার মৃত ব্যক্তির 'অসীলা' কামনা করত। তাদের ধর্মনেতা ও সমাজনেতাদের মনগড়া বিধানের অন্ধ অনুসরণ করত। একেই বলে 'শিরক' যা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। নবীগণ যুগে যুগে প্রেরিত হয়েছেন আত্মভোলা মানুষকে এইসব শিরকী চিন্তাধারা থেকে মুক্ত করে সার্বিক জীবনে আল্লাহ্র একক দাসত্বের প্রতি আহ্বান জানাতে। কিতাব ও সুন্নাতের মাধ্যমে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) আমাদেরকে তাওহীদের বিশ্বাসগত দিক-নির্দেশনা ও কর্মগত বাস্তবতার সর্বোত্তম নমুনা দেখিয়ে গেছেন। মানুষের আক্বীদা ও আমলের সংশোধনের মাধ্যমে তিনি প্রকৃত অর্থে ইসলামী সমাজ বিপ্লবের পথ প্রদর্শন করে গেছেন।

মক্কার নেতারা যখন আবু ত্বালিবের নিকটে 'তাওহীদ'-এর প্রচার বন্ধের শর্তে রাসূলকে নেতৃত্ব সমর্পণ সহ কতগুলি লোভনীয় সন্ধিপ্রস্তাব নিয়ে এসেছিল, তখন রাসূল (ছাঃ) তাদের বলেছিলেন, আপনারা কেবল একটি কালেমার স্বীকৃতি দিন, তাহ'লেই আপনারা আরব ও আজমের নেতৃত্ব লাভ করবেন। এতে বিস্মিত হয়ে আবু জাহ্ল বলল, তোমার পিতার কসম! যদি কথা সঠিক হয়, তবে একটি কেন দশটি কালেমা বলতেও আমরা প্রস্তুত আছি'। রাসূল (ছাঃ) তখন বললেন, আপনারা বলুনঃ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং বাকী সমস্ত উপাস্য পরিত্যাগ করুন'। এতে তারা হাততালি দিয়ে বলে উঠলো, 'সব ইলাহ বাদ দিয়ে কেবল এক আল্লাহ্র দাসত্ব করব, এটা বড় আশ্চর্য ব্যাপার' *(ছোয়াদ ৬)*।[১৬] এখানে রাসূল (ছাঃ) নিজে ক্ষমতা অর্জনের চাইতে প্রকৃত তাওহীদ কবুলের বিনিময়ে তাদেরকে আরব-আজমের নেতৃত্ব লাভের ওয়াদা করেছিলেন। পক্ষান্তরে আরব নেতারা তাদের শিরকী আক্বীদার সাথে আপোষ করার বিনিময়ে রাসূলকে নেতৃত্ব সমর্পণ করার প্রস্তাব দিয়েছিল। আবু জাহ্ল ক্ষণস্থায়ী দুনিয়াবী স্বার্থ দেখেছিল। রাসূল (ছাঃ) চিরস্থায়ী আখেরাতের স্বার্থ দেখেছিলেন। সমাজের স্থায়ী শান্তি ও অগ্রগতির জন্য যেটা একমাত্র রাস্তা বা ছিরাতে মুস্তাক্বীম। বস্তুতঃ ক্ষমতার হাত বদল সমাজ বদলে অতি সামান্যই প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়। তারপরেও তা যদি সংক্ষিপ্ত ও নির্দিষ্ট মেয়াদ ভিত্তিক হয়। যেমন বর্তমান যুগে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় হয়ে থাকে।

ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য অবশ্যই রাসূলের তরীকার অনুসারী হ'তে হবে। নিরন্তর দাওয়াতের মাধ্যমে আগে জনগণের আক্বীদা ও আমলের সংস্কার সাধন করতে হবে। অতঃপর তাদের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত সরকার ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রকৃত অর্থে দ্বীন ও জনগণের কল্যাণে আসবে। নইলে শিরকী আক্বীদা ও বিদ'আতী আমলের অধিকারী নামধারী ইসলামপন্থী একদল লোককে রাষ্ট্র ক্ষমতায় বসালে ইসলামের কল্যাণের চাইতে বরং ক্ষতিই হবে বেশী। তখন জনগণ ইসলাম থেকে হয়তবা চিরতরে মুখ ফিরিয়ে নেবে।

জানা আবশ্যক যে, আমাদের নবীকে আল্লাহ পাক সশস্ত্র 'দারোগা' রূপে প্রেরণ করেননি। বরং তিনি এসেছিলেন জগদ্বাসীর জন্য 'রহমত' হিসাবে। তাই 'জিহাদ'-এর অপব্যাখ্যা করে শান্ত একটি দেশে বুলেটের মাধ্যমে রক্তগঙ্গা বইয়ে রাতারাতি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার রঙিন স্বপ্ন দেখানো জিহাদের নামে স্রেফ প্রতারণা বৈ কিছুই নয়। অনুরূপভাবে দ্বীন কায়েমের জন্য জিহাদের প্রস্তুতির ধোকা দিয়ে রাতের অন্ধকারে কোন নিরাপদ পরিবেশে অস্ত্র চালনা ও বোমা তৈরীর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা জিহাদী জোশে উদ্বুদ্ধ সরলমনা তরুণদেরকে ইসলামের শত্রুদের পাতানো ফাঁদে আটকিয়ে ধ্বংস করার চক্রান্ত মাত্র।

প্রস্তুতির অর্থঃ নৈতিক ও বৈষয়িক উভয় প্রকার প্রস্তুতি। দেশের তরুণ সমাজকে উন্নত নৈতিক চরিত্রে বলীয়ান করে গড়ে তুলতে হবে। সাথে সাথে আইনের সীমারোখার মধ্যে তাদেরকে দৈহিক সামর্থ্যে ও প্রয়োজনে প্রাথমিক সামরিক প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রস্তুত রাখতে হবে। অবশ্য রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ নিরাপত্তার স্বার্থে সশস্ত্র প্রস্তুতি হিসাবে জনগণের পয়সায় দেশে সুশিক্ষিত সশস্ত্র বাহিনী সার্বক্ষণিকভাবে প্রস্তুত রাখা হয়েছে। এরপরেও কারো জন্য বেআইনীভাবে সশস্ত্র প্রস্তুতি গ্রহণের অনুমতি ইসলামে নেই। তবে দ্বীন ও রাষ্ট্রের হেফাযতের জন্য শহীদ বা গাযী হবার জিহাদী জাযবা সর্বদা হৃদয়ে লালন করা প্রত্যেক মুমিনের জন্য অপরিহার্য।

---

১৪. আবুল আ'লা মওদূদী, তাফহীমাত (উর্দূ) ১ম খণ্ড পৃঃ ৬৯ প্রকাশকঃ মারকাযী মাকতাবা ইসলামী, দিল্লী, জানুয়ারী ১৯৭৯।

১৫. বিস্তারিত জানার জন্য মাননীয় লেখকের 'তিনটি মতবাদ' বইটি পাঠ করুন। -সম্পাদক।

১৬. আর-রাহীক্ব পৃঃ ১১৪।

তাওহীদ বিরোধী আক্বীদা ও আমলের সংস্কার সাধনই হ'ল সবচেয়ে বড় 'জিহাদ'। নবীগণ সেই লক্ষ্যেই তাঁদের সমস্ত জীবনের সার্বিক প্রচেষ্টা নিয়োজিত রেখেছিলেন। আর সেটা করতে গিয়েই তাঁদের উপর নেমে এসেছিল বাধা ও বিপদের হিমালয় সদৃশ মুছীবত সমূহ। জ্বলন্ত হুতাশনে জীবন্ত ইবরাহীমকে নিক্ষেপ করা হয়েছে। তরতাজা নবী যাকারিয়াকে সর্বসমক্ষে জীবন্ত করাতে চিরে দ্বিখণ্ডিত করা হয়েছে। মূসাকে নিজ দেশ থেকে বিতাড়িত হতে হয়েছে। ঈসাকে পৃথিবী ছেড়ে আসমানে আশ্রয় নিতে হয়েছে। আমাদের নবীকে জন্মভূমি মক্কা ছেড়ে মদীনায় অবস্থান নিতে হয়েছে। কারণ তাঁরা স্ব স্ব যুগের লোকদের প্রতিষ্ঠিত শিরকী আক্বীদার সংস্কার ও সার্বিক জীবনে এক আল্লাহ্‌র দাসত্বের আহ্বান জানিয়েছিলেন। তাঁরা কেউই অস্ত্র হাতে নিয়ে জনগণের সামনে উপস্থিত হননি। বরং যখনই শিরকের শিখণ্ডীরা অস্ত্র হাতে তাদেরকে উৎখাতের জন্য উদ্যত হয়েছে, তখনই তাওহীদের অনুসারীগণ হয় তাদের জীবন দিয়েছেন, নয় আত্মরক্ষা করেছেন, নয় অস্ত্র হাতে তাদের মুকাবিলা করেছেন এবং শহীদ অথবা গাযী হয়েছেন। বদর, ওহোদ, খন্দক সকল যুদ্ধই হয়েছে মদীনায় আত্মরক্ষামূলক। যদি আক্রমণমূলক হ'ত, তাহ'লে এসব যুদ্ধ মক্কায় সংঘটিত হতো এবং তখন রাসূল (ছাঃ) স্বয়ং আক্রমণকারী হিসাবে চিহ্নিত হতেন। কিন্তু ইতিহাস সেকথা বলেনি।

বাস্তব কথা এই যে, যবরদস্তির মাধ্যমে একজনকে সাময়িকভাবে পদানত করা যায়। কিন্তু স্থায়ীভাবে অনুগত করা যায় না। ইসলাম আল্লাহ্‌র সর্বশেষ নাযিলকৃত ও পূর্ণাঙ্গ দ্বীন। এ দ্বীন মানবজীবনকে তার মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহ্‌র অনুগত বান্দায় পরিণত করতে চায়। অতএব দ্বীন কায়েমের নামে কিংবা জিহাদের নামে আমরা যেন অতি উৎসাহে এমন কিছু না করি, যা ইসলামের মূল রূহকে ধ্বংস করে দেয়। এর বিপরীতে জিহাদী জাযবাকে ধ্বংসকারী অদৃষ্টবাদী আক্বীদা নিঃসন্দেহে আরেকটি ভ্রান্ত আক্বীদা। এটি পানির নীচে ডুবন্ত মাইনের মত। যা মুসলমানের জিহাদী রূহকে সংগোপনে ধ্বংস করে দেয় *(ইলিয়াসী তাবলীগের লোকেরা যে ফাঁদে পা দিয়েছে)*।

বিশ্বে সর্বদা আদর্শের সংগ্রাম চলছে। উক্ত সংগ্রামে ইসলামকে বিজয়ী করা এবং দ্বীনকে শিরক ও বিদ'আত মুক্ত করে তাকে তার নির্ভেজাল ও আদি রূপে প্রতিষ্ঠা করাই হ'ল দ্বীনদার মুমিনের সবচেয়ে বড় কর্তব্য। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা জিহাদ কর মুশরিকদের বিরুদ্ধে তোমাদের মাল দ্বারা, জান দ্বারা ও যবান দ্বারা'।[১৭]

অতএব আসুন! আল্লাহ্‌র দেওয়া মাল, আল্লাহ্‌র দেওয়া জান ও আল্লাহ্‌র দেওয়া যবান ও কলম আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করি এবং আল্লাহ্ বিরোধী মুশরিক শক্তির বিরুদ্ধে তথা আধুনিক জাহেলিয়াতের বিভিন্নমুখী চক্রান্তের বিরুদ্ধে আমরা সর্বমুখী প্রস্তুতি গ্রহণ করি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'আমার পূর্বে এমন কোন নবী আল্লাহ প্রেরণ করেননি, যার উম্মতের মধ্যে কিছু লোক তাঁর সহযোগী ছিল না। কিছু লোক ছিল যারা তাঁর সুন্নাত সমূহের অনুসরণ করত ও নির্দেশ সমূহ মেনে চলত। অতঃপর তাদের পরবর্তী যুগে তাদের উত্তরসুরীগণ এমনসব কথা বলত, যা তারা করত না। আবার এমন সব কাজ করত, যা করতে তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়নি। এইসব লোকদের বিরুদ্ধে যারা হাত দ্বারা জিহাদ করবে, তারা মুমিন। যারা তাদের বিরুদ্ধে যবান দ্বারা জিহাদ করবে, তারা মুমিন। যারা হৃদয় দিয়ে জিহাদ করবে, তারাও মুমিন। এর বাইরে তার মধ্যে সরিষা দানা পরিমাণ ঈমান নেই'।[১৮]

অতএব শিরক ও বিদ'আতের বিরুদ্ধে আপোষহীনভাবে রুখে দাঁড়ানোই হ'ল প্রকৃত জিহাদ। আর তাওহীদের মর্মবাণীকে জনগণের নিকটে পৌঁছে দেওয়া ও তাদের মর্মমূলে প্রোথিত করাই হ'ল প্রকৃত দাওয়াত। তাই একই সাথে তাওহীদের 'দাওয়াত' ও তাওহীদ বিরোধী জাহেলিয়াতের বিরুদ্ধে সর্বমুখী 'জিহাদ'-ই হল দ্বীন কায়েমের সঠিক পদ্ধতি।

উপরোক্ত আলোচনায় কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে যায় যেমন-

(১) দ্বীন কায়েম হয় মূলতঃ ব্যক্তির আক্বীদা ও আমলে। সমাজে ও রাষ্ট্রে দ্বীন কায়েম হওয়ার সাথে এটি শর্তযুক্ত নয়, তবে তা নিঃসন্দেহে সহায়ক ও পরিপূরক এবং রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির উপরে ইসলামী বিধান প্রতিষ্ঠা করা তার ঈমানী দায়িত্ব।

(২) দ্বীন কায়েমের একমাত্র লক্ষ্য হবে 'জান্নাত'। অন্য কিছু নয়। ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হ'লেও তার লক্ষ্য হবে 'জান্নাত'। অন্য কিছু নয়। এটি হবে তার দাওয়াতের দুনিয়াবী পুরস্কার অথবা পরীক্ষা।

(৩) দ্বীন কায়েমের জন্য একক প্রচেষ্টা যথেষ্ট নয়। বরং সমবেত প্রচেষ্টা যরূরী। যাকে 'সংগঠন' বলা হয়।

(৪) ইসলামী সংগঠন বা জামা'আত-এর জন্য প্রয়োজন হ'ল আমীর, মামূর, বায়'আত ও এত্বা'আত' অর্থাৎ নেতা, কর্মী, অঙ্গীকার ও আনুগত্য। এবং উক্ত জামা'আতে পুরুষ ও নারী সকলেই শামিল হবেন।

(৫) জান্নাত পাওয়ার লক্ষ্যে শক্তিশালী ও আমানতদার আমীরের অধীনে গঠিত জামা'আতের নিবেদিতপ্রাণ কর্মীদের নিরন্তর দাওয়াত ও আপোষহীন জিহাদী তৎপরতাই হ'ল সমাজে দ্বীন কায়েমের সঠিক পদ্ধতি।

---

১৭. আবুদাঊদ, নাসাঈ, দারেমী, মিশকাত হা/৩৮২১ 'জিহাদ' অধ্যায়।

১৮. মুসলিম, মিশকাত হা/১৫৭ 'ঈমান' অধ্যায়, 'কিতাব ও সুন্নাহকে আকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ।

(৬) শান্তির সময়ে কথা, কলম ও সংগঠনের মাধ্যমে দ্বীন কায়েমের প্রচেষ্টা চালাতে হবে। কিন্তু সশস্ত্র মুকাবিলার সম্মুখীন হ'লে সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে রাষ্ট্রীয়ভাবে কিংবা চূড়ান্ত অবস্থায় ব্যক্তিগত ও সাংগঠনিক ভাবে (যেমন ফিলিস্তীন, কাশ্মীর, আফগানিস্তান ও ইরাকে এখন হচ্ছে)।

ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, আয়াতে বর্ণিত বায়'আত বা চুক্তিনামার উদ্দেশ্য হাছিলে যারা দণ্ডায়মান হবে এবং চুক্তি পূর্ণ করবে, তাদের জন্য থাকবে মহান সফলতা ও চিরস্থায়ী নে'মত অর্থাৎ জান্নাত।[১৯] কুরতুবী বলেন, ক্বিয়ামত পর্যন্ত উম্মতে মুহাম্মাদীর মধ্যে আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদকারী প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য জান্নাতের উক্ত সুসংবাদ অবশ্যই রয়েছে'।[২০]

বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

বাংলাদেশে সম্প্রতি ক্রমেই রাষ্ট্রঘাতি চক্রের চরমপন্থী রাজনৈতিক তৎপরতার পক্ষে ইসলামকে ব্যবহার করার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে 'শান্তি বাহিনী'-র নামে সন্ত্রাসী বাহিনী সৃষ্টির ন্যায় এটি প্রতিবেশী রাষ্ট্রের বাংলাদেশ বিরোধী ষড়যন্ত্রের অংশ হিসাবে তথ্যাভিজ্ঞ মহল দৃঢ়তার সাথে মত প্রকাশ করে থাকেন। যাই হোক তারা এদেশীয় কিছু লোককে দিয়ে 'দ্বীন কায়েমের' অপব্যাখ্যা সম্বলিত লেখনী যেমন জনগণের নিকটে সরবরাহ করছে, তেমনি অল্পশিক্ষিত ও অশিক্ষিত তরুণদেরকে 'জিহাদের' অপব্যাখ্যা দিয়ে সশস্ত্র বিদ্রোহে উস্কানি দিচ্ছে। পত্রিকান্তরে একই উদ্দেশ্যে তৎপর অন্যূন ১০টি ইসলামী জঙ্গী সংগঠনের নাম এসেছে। এমনকি কোন কোন স্থানে এদের দেওয়াল লিখনও নযরে পড়ছে। বলা যায়, এদের সকলেরই উদ্দেশ্য সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে দ্রুত দেশের রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করা ও ইসলামী হুকুমত কায়েম করা। এজন্য তারা তাদের বইপত্র ও লিফলেটে কুরআনের বিকৃত ব্যাখ্যা দিয়ে যেসব বক্তব্য জনগণের নিকটে উপস্থাপন করেছে, তার সার-সংক্ষেপ নিম্নরূপঃ

(১) তাওহীদ প্রতিষ্ঠার একমাত্র পথ হ'ল জিহাদ ও কিতাল তথা সশস্ত্র সংগ্রাম।

(২) ঈমানদারের আল্লাহ প্রদত্ত সংজ্ঞা *(হুজুরাত ১৫)* অনুযায়ী বর্তমান মুসলিম জাতি, বিশেষ করে আলেম সমাজ অবশ্যই মুমিন নয়; অতএব হয় তারা মুশরিক নয় কাফের।

(৩) আল্লাহ স্বয়ং মুমিনদের অভিভাবক *(বাক্বারাহ ২৫৭)*। অথচ মুসলমানরা সর্বত্র মার খাচ্ছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ মুসলিম জাতির অভিভাবক নন এবং এ জাতি মুমিন নয়। অতএব যার ঈমান নেই, সে কাফির।

১৯. তাফসীর ইবনে কাছীর ২/৪০৬।
২০. তাফসীরে কুরতুবী ৮/২৬৭।

খারেজী আক্বীদা

উপরের বক্তব্যগুলি পরখ করলে চতুর্থ খলীফা হযরত আলীকে হত্যাকারী খারেজীদের চরমপন্থী জঙ্গীবাদী আক্বীদা স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। এরা 'আল্লাহ ব্যতীত কারু শাসন নেই' *(ইউসুফ ৪০);* এই আয়াতের অপব্যাখ্যা করে হযরত আলী (রাঃ) ও মু'আবিয়া (রাঃ) উভয়কে 'কাফির' গণ্য করেছিল এবং হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। আলী (রাঃ) তাদের উপরোক্ত বক্তব্যের জবাবে বলেছিলেন,

كَلِمَةُ حَقٍّ يُرَادُ بِهَا جُوْرٌ، إِنَّمَا يَقُوْلُوْنَ أَنْ لاَ إِمَارَةَ، وَلاَبُدَّ مِنْ إِمَارَةٍ بِرَّةٍ أَوْ فَاجِرَةٍ، 'কথা ঠিক কিন্তু বাতিল অর্থ নেওয়া হয়েছে। এরা বলতে চায় যে, (আল্লাহ ব্যতীত কারু) শাসন নেই। অথচ অবশ্যই শাসন ক্ষমতায় ভাল ও মন্দ সব ধরনের লোকই আসতে পারে'।[২১] মনে রাখা আবশ্যক যে, শরী'আতের কোন বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম বিশেষ করে খুলাফায়ে রাশেদীনের প্রদত্ত ব্যাখ্যাই চূড়ান্ত। পরবর্তীকালে দেওয়া তার বিপরীত কোন ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়। আলী (রাঃ)-এর দেওয়া ব্যাখ্যা গ্রহণ না করে তাঁর দল থেকে বহু লোক বেরিয়ে যায়। ইতিহাসে এরাই 'খারেজী' নামে পরিচিত। ছাহাবায়ে কেরাম নিজেদের মধ্যকার রাজনৈতিক বা বৈষয়িক মতবিরোধ এমনকি পারস্পরিক যুদ্ধ-বিগ্রহের কারণে কখনোই পরস্পরকে 'কাফির' বলতেন না। পরস্পরকে মেরে বা মরে গাযী বা শহীদ হবার গৌরব করতেন না। খারেজী ও শী'আরাই প্রথম এই চরমপন্থী ধুয়া তুলে মুসলিম উম্মাহ্র মধ্যে ফিৎনার সূচনা করে। রাসূলের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী মুসলিম উম্মাহ্র মধ্যে সৃষ্ট ৭৩ ফেরকার মধ্যে ৭২ ফেরকাই হবে জাহান্নামী।[২২] উপরোক্ত দু'টি ফেরকা উক্ত ৭২টি ভ্রান্ত ফেরকার অন্তর্ভুক্ত। শী'আদের আক্বীদামতে আলী (রাঃ) ব্যতীত বাকী তিন খলীফা ছিলেন কাফির ও জাহান্নামী। খারেজীদের আক্বীদা মতে কবীরা গোনাহগার ব্যক্তি কাফির ও চিরস্থায়ী জাহান্নামী এবং তার রক্ত হালাল। আহলেসুন্নাত আহলেহাদীছের নিকটে কবীরা গোনাহগার মুমিন কখনোই কাফির নয় ও তার রক্ত হালাল নয়। একজন ঘুমন্ত ব্যক্তি মৃতের ন্যায় হলেও তাকে যেমন প্রাণহীন মৃত বলা যায় না, তেমনি গুনাহে লিপ্ত হওয়ার কারণে সাময়িকভাবে ঈমানের দীপ্তি স্তিমিত হয়ে গেলেও কোন মুমিনকে ঈমানশূন্য 'কাফির' বলা যায় না। 'ক্বিয়ামতের দিন রাসূলের শাফা'আত তো মূলতঃ কবীরা গোনাহগার মুমিনদের জন্যই হবে'।[২৩]

২১. দ্রঃ মাননীয় লেখক প্রণীত 'তিনটি মতবাদ' পৃঃ ২৮।
২২. ছহীহ তিরমিযী হা/২১২৯; মিশকাত হা/১৭১ 'কিতাব ও সুন্নাহকে আকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ।
২৩. তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৫৫৯৮, ৫৬০০ 'ক্বিয়ামতের অবস্থা' অধ্যায়।

ছহীহ হাদীছ ও ছাহাবায়ে কেরামের ব্যাখ্যা মতে আহলেহাদীছগণের আক্বীদাই সঠিক এবং সেকারণ বাংলাদেশের মুসলমানরা তাদের দৃষ্টিতে কাফির নয়, যতক্ষণ না তারা আল্লাহ্‌র কোন বিধানকে বিশ্বাসগত ভাবে ও মৌখিকভাবে অস্বীকার করে। একই ভাবে তাদের জান মাল ও ইযযত অন্যদের জন্য হালাল নয়। অথচ এইসব চরমপন্থীরা কুরআন-হাদীছের বিকৃত ব্যাখ্যা করে পৃথিবীর এক পঞ্চমাংশ মানুষ অর্থাৎ মুসলিম উম্মাহকে ও তাদের সম্মানিত আলেম-ওলামাকে কাফির-মুশরিক বলে অভিহিত করছে ও তাদেরকে হত্যা করার পক্ষে জনমত সৃষ্টির জন্য ক্রমেই পরিবেশ ঘোলাটে করছে। অথচ ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সমাজসেবার মুখোশে এদেশের হাযার হাযার নাগরিককে অহরহ 'খৃষ্টান' বানাচ্ছে, হিন্দু নেতারা এদেশকে ভারতের দখলীভুক্ত করার জন্য প্রকাশ্যে হুমকি দিচ্ছে, মুসলিম নামধারী ভারতপন্থী রাজনীতিক-বুদ্ধিজীবীরা প্রকাশ্যে রাজনৈতিক সেমিনারে বাংলাদেশের পৃথক রাষ্ট্রীয় অস্তিত্ব ও পৃথক সেনাবাহিনীর অস্তিত্ব বিলীন করার পক্ষে যুক্তি (?) পেশ করছে, কিন্তু এসব ব্যাপারে এইসব নামধারী মুজাহিদদের(?) কোন মাথাব্যথা নেই। মূলতঃ তারা ইসলাম ও মুসলমানের শত্রুদের পাতানো ফাঁদে পা দিয়েছে এবং নেতৃবৃন্দকে হত্যা করার মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহকে নেতৃত্বশূন্য করার বিদেশী নীল-নকশা বাস্তবায়নে মাঠে নেমেছে।

খারেজীদের সম্পর্কে রাসূলের ভবিষ্যদ্বাণী

চরমপন্থী খারেজী আক্বীদার অনুসারী লোকদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেন, يَخْرُجُ فِىْ هَذِهِ الْأُمَّةِ (وَلَمْ يَقُلْ : مِنْهَا) قَوْمٌ تَحْقِرُوْنَ صَلاَتَكُمْ مَعَ صَلاَتِهِمْ، وَ فِىْ رِوَايَةٍ: يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلاَتَهُ مَعَ صَلاَتِهِمْ وَ صِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ، يَقْرَءُوْنَ الْقُرْآنَ لاَيُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُوْنَ مِنَ الْإِسْلاَمِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، .. فَيَقْتُلُوْنَ أَهْلَ الْإِسْلاَمِ وَيَدْعُوْنَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ ، لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ– 'এই উম্মতের মধ্যে (তিনি বলেননি, মধ্য হ'তে। অর্থাৎ তারা মুসলিম নামেই থাকবে) এমন এক দল লোক বের হবে, তাদের ছালাতের সাথে তোমরা নিজেদের ছালাতকে হীন মনে করবে'। অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'তোমাদের কেউ নিজেদের ছালাতকে তাদের ছালাতের সঙ্গে এবং তোমাদের ছিয়ামকে তাদের ছিয়ামের সঙ্গে তুলনা করলে তোমাদের নিজেদের ছিয়াম ও ছালাতকে তুচ্ছ মনে করবে। তারা সুন্দরভাবে কুরআন তেলাওয়াত করবে। কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারা ইসলাম থেকে এমন তীব্রবেগে খারিজ হয়ে যাবে, যেমন ধনুক হ'তে তীর বের হয়ে যায়। ...তারা মুসলমানদের হত্যা করবে ও মূর্তিপূজারীদের আপন অবস্থায় ছেড়ে দেবে (অর্থাৎ তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে না)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আমি যদি তাদের পেতাম, তাহ'লে 'আদ জাতির ন্যায় তাদের হত্যা করে সমূলে নিশ্চিহ্ন করে দিতাম'।[২৪] ছহীহ মুসলিম-এর অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, سَيَخْرُجُ فِىْ آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ أَحْدَاثُ الْأَسْنَانِ سُفَهَاءُ الْأَحْلاَمِ، يَقُوْلُوْنَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ، يَقْرَءُوْنَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ... فَإِذَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ، فَإِنَّ فِىْ قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِّمَنْ قَتَلَهُمْ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ– 'আখেরী যামানায় একদল তরুণ বয়সী বোকা লোক বের হবে, যারা পৃথিবীর সবচাইতে সুন্দর কথা বলবে এবং কুরআন তেলাওয়াত করবে, কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না...। তোমরা তাদের পেলে হত্যা করবে। কেননা এদের হত্যাকারীর জন্য আল্লাহ্‌র নিকটে ক্বিয়ামতের দিন অশেষ নেকী রয়েছে'।[২৫]

উল্লেখ্য যে, খারেজীদের বিরুদ্ধে বর্ণিত হাদীছের আধিক্য 'মুতাওয়াতির' পর্যায়ে উপনীত হয়েছে।[২৬]

বলা আবশ্যক যে, এদের প্রথম যুগের নেতা বনু তামীম গোত্রের যুল-খুওয়াইছেরাহ নামক জনৈক ন্যাড়ামুণ্ড ঘন শ্মশ্রুধারী মুসলিম(?) ব্যক্তি ইয়ামন থেকে আলী (রাঃ) প্রেরিত গণীমতের মাল বন্টনের সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে 'ইনছাফ কর' এবং 'আল্লাহকে ভয় কর'- বলে উপদেশ দিয়েছিল। এদেরই বিরাট একটি দলকে হযরত আলী (রাঃ) হত্যা করে নিশ্চিহ্ন করেছিলেন। এদের লোকেরাই হযরত আলী ও মু'আবিয়া (রাঃ)-কে 'কাফির' অভিহিত করে আলী (রাঃ)-কে হত্যা করেছিল এবং মু'আবিয়া (রাঃ) ভাগ্যক্রমে বেঁচে গিয়েছিলেন। 'জিহাদের' নামে এদের চরমপন্থী আক্বীদাকে উস্কে দিয়ে বর্তমানে দেশদ্রোহী কায়েমী স্বার্থবাদীরা তাদের হীন স্বার্থ উদ্ধারের নেশায় অন্ধ হয়ে গেছে। এদের থেকে সাবধান থাকা যরূরী।

সরকারের বিরুদ্ধে অপতৎপরতা

দেশের ন্যায়সঙ্গতভাবে প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র হৌক বা নিরস্ত্র হৌক যেকোন ধরনের অপতৎপতা, ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহ ইসলামে নিষিদ্ধ। বরং সরকারের জনকল্যাণমূলক যেকোন ন্যায়সঙ্গত নির্দেশ মেনে চলতে যেকোন মুসলিম নাগরিক বাধ্য। কিন্তু কোনরূপ গুনাহের

২৪. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে, মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৫৮৯৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৬৪২ 'ফাযায়েল' অধ্যায়, 'মু'জেযার বর্ণনা' অনুচ্ছেদ; মুসলিম 'যাকাত' অধ্যায় হা/১৪৭।

২৫. 'আলী (রাঃ) হ'তে, ছহীহ মুসলিম হা/১০৬৬ 'যাকাত' অধ্যায় হা/১৫৪ 'খারেজীদের হত্যা করায় উৎসাহ প্রদান' অনুচ্ছেদ ৪৮।

২৬. শাত্বেবী, আল-ই'তিছাম, তাহক্বীক্বঃ সালীম বিন ঈদ আল-হেলালী ১/২৮ পৃঃ টীকা-৩।

মাসিক আত-তাহরীক ৬ষ্ঠ বর্ষ ১০ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৬ষ্ঠ বর্ষ ১০ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৬ষ্ঠ বর্ষ ১০ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৬ষ্ঠ বর্ষ ১০ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৬ষ্ঠ বর্ষ ১০ম সংখ্যা

নির্দেশ মান্য করতে কোন মুসলমান বাধ্য নয়। কেননা 'স্রষ্টার অবাধ্যতায় সৃষ্টির প্রতি কোনরূপ আনুগত্য নেই'।[২৭] তবে অনুরূপ অবস্থায় সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাবে না। বরং তাকে সঠিক পথের সন্ধান দিতে হবে, উপদেশ দিতে হবে, প্রতিবাদ করতে হবে এবং সংশোধনের সম্ভাব্য সকল পন্থা অবলম্বন করতে হবে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُوْنَ وَتُنْكِرُوْنَ، فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ وَ مَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَ تَابَعَ ، قَالُوْا: يَارَسُوْلَ اللهِ ! أَلاَ نُقَاتِلُهُمْ؟ قَالَ: لاَ، مَا صَلُّوْا– 'তোমাদের উপরে বিভিন্ন শাসক নিযুক্ত হবেন। যাদের তোমরা পসন্দ করবে কিংবা অপসন্দ করবে। অতঃপর যে ব্যক্তি তাদের অন্যায় কাজকে অপসন্দ করবে, সে ব্যক্তি দায়িত্বমুক্ত হবে। যে ব্যক্তি ইনকার বা প্রতিবাদ করবে, সে ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে নিরাপত্তা পাবে। কিন্তু যে ব্যক্তি উক্ত অন্যায় কাজে সন্তুষ্ট থাকবে ও তার অনুসরণ করবে...। ছাহাবীগণ বললেন, হে রাসূল! আমরা কি ঐসব শাসকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, না। যতক্ষণ তারা ছালাত আদায় করে'।[২৮]

'আউফ বিন মালিক-এর বর্ণনায় এসেছে, مَا أَقَامُوْا فِيْكُمُ الصَّلاَةَ ، وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وُلاَتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُوْنَهُ فَاكْرَهُوْا عَمَلَهُ وَلاَتَنْزِعُوْا يَدًا مِّنْ طَاعَةٍ– 'যতক্ষণ তারা তোমাদের মধ্যে ছালাত কায়েম করে। অতঃপর তোমরা যখন তোমাদের শাসকদের নিকট থেকে এমন কিছু দেখবে, যা তোমরা অপসন্দ কর, তখন তোমরা তার কার্যকে অপসন্দ কর; কিন্তু তাদের থেকে আনুগত্যের হাত ছিনিয়ে নিয়োনা'।[২৯]

এক্ষণে যদি সরকার প্রকাশ্যে কুফরী করে, তাহ'লে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাবে কি-না, এ বিষয়ে দু'টি পথ রয়েছে। ১- যদি শাসক পরিবর্তনের ক্ষমতা আছে বলে দৃঢ় বিশ্বাস ও নিশ্চিত বাস্তবতা থাকে, তাহ'লে সেটা করা যাবে। ২- যদি এর ফলে সমাজে অধিক অশান্তি ও বিশৃংখলা সৃষ্টির আশংকা থাকে, তাহ'লে ছবর করতে হবে ও যাবতীয় ন্যায়সঙ্গত পন্থায় সরকারকে সঠিক পথে পরিচালিত করার চেষ্টা করতে হবে, যতদিন না তার চাইতে উত্তম কোন বিকল্প সামনে আসে। এর দ্বারাই একজন মুমিন আল্লাহ্র নিকট থেকে দায়মুক্ত হতে পারবেন। কিন্তু যদি তিনি অন্যায়ের প্রতিবাদ না করেন, সরকারকে উপদেশ না দেন, বরং অন্যায়ে খুশী হন ও তা মেনে নেন, তাহ'লে তিনি গোনাহগার হবেন ও আল্লাহ্র নিকটে নিশ্চিতভাবে দায়বদ্ধ থাকবেন। মূলতঃ এটাই হ'ল 'নেহী 'আনিল মুনকার'-এর দায়িত্ব পালন। যদি কেউ ঝামেলা ও ঝগড়ার অজুহাত দেখিয়ে একাজ থেকে দূরে থাকেন, তবে তিনি কুরআনী নির্দেশের বিরোধিতা করার দায়ে আল্লাহ্র নিকটে ধরা পড়বেন।

শাসক বা সরকারকে সঠিক পরামর্শ দেওয়ার সাথে সাথে তার কল্যাণের জন্য সর্বদা আল্লাহ্র নিকটে দো'আ করতে হবে। কেননা শাসকের জন্য হেদায়াতের দো'আ করা সর্বোত্তম ইবাদত ও নেকীর কাজ সমূহের অন্তর্ভুক্ত। দাউস গোত্রের শাসক হাবীব বিন 'আমর যখন বললেন যে, 'আমি জানি একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন। কিন্তু তিনি কে আমি জানি না'। তখন উক্ত গোত্রে রাসূলের নিযুক্ত দাঈ তুফায়েল বিন আমর দাউসী (রাঃ) এসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বললেন, إِنَّ دَوْسًا قَدْ هَلَكَتْ وَ عَصَتْ وَأَبَتْ فَادْعُ اللهَ عَلَيْهِمْ– 'হে রাসূল! দাউস গোত্র ধ্বংস হয়ে গেছে। তারা নাফরমান হয়েছে ও আল্লাহকে অস্বীকার করেছে। অতএব আপনি তাদের উপরে বদ দো'আ করুন'। জবাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের জন্য কল্যাণের দো'আ করে বললেন, أَللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَائْتِ بِهِمْ– 'হে আল্লাহ! তুমি দাউস গোত্রকে হেদায়াত কর এবং তাদেরকে ফিরিয়ে আনো'। পরে দেখা গেল যে, ৭ম হিজরীতে খায়বার বিজয়ের সময় তুফায়েল বিন আমর (রাঃ) স্বীয় গোত্রের ৭০/৮০টি পরিবার নিয়ে রাসূলের দরবারে হাযির হ'লেন। যাদের মধ্যে সর্বাধিক হাদীছজ্ঞ খ্যাতনামা ছাহাবী আবু হুরায়রা দাউসী (রাঃ) ছিলেন অন্যতম।[৩০]

ইসলাম একটি বিশ্বজনীন দ্বীন। পৃথিবীর প্রতিটি জনবসতিতে ইসলাম প্রবেশ করবে। ধনীর সুউচ্চ প্রাসাদে ও বস্তীবাসীর পর্ণকুটিরে ইসলামের প্রবেশাধিকার থাকবে বাধাহীন গতিতে। ক্বিয়ামত পর্যন্ত একদল হকপন্থী লোক চিরকাল খালেছ তাওহীদের দাওয়াত দিয়ে যাবেন। যদিও তাদের সংখ্যা কম হবে। অবশেষে ইমাম মাহদীর আগমনের ফলে ও ঈসা (আঃ)-এর অবতরণকালে পৃথিবীর কোথাও 'ইসলাম' ব্যতীত আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। ইসলামের এই অগ্রযাত্রা তার রাষ্ট্রীয় শক্তির বলে হবে না, বরং এটা হবে তার তাওহীদী দাওয়াতের কারণে, মানবরচিত বিধানসমূহের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় জর্জরিত ও নিষ্পিষ্ট মানবতার ক্ষুব্ধ উত্থানের কারণে এবং আল্লাহ্র বিধানের প্রতি বান্দার চিরন্তন আনুগত্যশীল হৃদয়ের চৌম্বিক আকর্ষণের কারণে। যতদিন পৃথিবীতে একজন তাওহীদবাদী হকপন্থী মুমিন ব্যক্তি থাকবেন, ততদিন ক্বিয়ামত হবে না। পৃথিবীর সকল ক্ষমতাধর ব্যক্তি ও শক্তিবলয়ের চাইতে একজন তাওহীদবাদী মুমিনের মর্যাদা আল্লাহ্র নিকটে অনেক বেশী। যার সম্মানে আল্লাহ পৃথিবীকে টিকিয়ে রাখবেন *(সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী)*।

২৭. *শারহুস সুন্নাহ, মিশকাত হা/৩৬৯৬; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/৩৬ 'নেতৃত্ব ও পদমর্যাদা' অধ্যায় ৭/২৫১ পৃঃ।*
২৮. *মুসলিম, উম্মে সালামাহ (রাঃ) হ'তে; হা/১৮৫৪ 'ইমারত' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ১৬।*
২৯. *ছহীহ মুসলিম, হা/১৮৫৫।*
৩০. *ছহীহ বুখারী ২/৬৩০ পৃঃ টীকা-১১; ফাৎহুল বারী 'যুদ্ধ-বিগ্রহ' অধ্যায়, ৭৫ অনুচ্ছেদ ৭/৭০৫ পৃঃ।*

অতএব যে ধরনের রাষ্ট্রে বসবাস করি না কেন, প্রত্যেক মুসলমানের দায়িত্ব হ'ল জনগণের নিকটে তাওহীদের দা'ওয়াত পৌছানো। একজন পথভোলা মানুষের আক্বীদা ও আমলের পরিবর্তন রাষ্ট্রশক্তি পরিবর্তনের চাইতে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, فَوَاللهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلاً وَّاحِداً خَيْرٌ لَّكَ مِنْ أَنْ يَكُوْنَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ 'আল্লাহ্‌র কসম! যদি তোমার দ্বারা আল্লাহ একজন লোককেও হেদায়াত দান করেন, তবে সেটা তোমার জন্য সর্বোত্তম উট কুরবানী করার চেয়েও উত্তম হবে'।[৩১] ভারতে মুসলমানেরা সাড়ে ছয়শো বছর রাজত্ব করেছে। বাংলাদেশে ইংরেজরা ১৯০ বছর রাজত্ব করেছে। কিন্তু আক্বীদা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে তা খুব সামান্যই প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছে। অতএব রাষ্ট্রশক্তির জোরে নয়, ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হবে তার অন্তর্নিহিত আদর্শিক শক্তির জোরে। তবে আল্লাহ্‌র বিধান সমূহের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন ও মানবতার সার্বিক কল্যাণ সাধনের জন্য রাষ্ট্রশক্তি অর্জনের যেকোন বৈধ প্রচেষ্টা প্রত্যেক মুসলমানের উপরে অবশ্য কর্তব্য। তখন সেই ইসলামী সরকারের প্রধান দায়িত্ব হবে তাওহীদের প্রচার-প্রসার ও তার যথার্থ বাস্তবায়ন। মূলতঃ তাওহীদের উপকারিতা ও শিরকের অপকারিতা তুলে ধরাই ইসলামী সরকার ও মুসলিম উম্মাহ্‌র প্রধান কর্তব্য। এই দায়িত্ব জামা'আতবদ্ধভাবে পালন করার প্রতিই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়ে গেছেন।

বর্তমান যুগে যারা চরমপন্থী ও দলীয় রাজনীতিতে বিশ্বাসী, তারা বুলেট হৌক কিংবা ব্যালট হৌক যেনতেন প্রকারেণ ক্ষমতা দখলের স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকেন। আদর্শের বা নীতি-নৈতিকতার কথা এখন আর তেমন শোনা যায় না। পরস্পরের বিরুদ্ধে নোংরা গালাগালি, গীবত-তোহমত, ক্যাডারবাজি, অস্ত্রবাজি, চাঁদাবাজি, টেণ্ডারবাজি, বোমাবাজি, হরতাল-ধর্মঘট, গাড়ী ভাংচুর ও সম্পদের লুটতরাজ, সর্বত্র নেতৃত্ব দখল ও দলীয়করণ এগুলিই এখন রাজনীতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হয়েছে। যেকোন মূল্যে ক্ষমতা পেতেই হবে। এমনকি 'ক্ষমতা হাতে না পেলে দ্বীন কায়েম হবে না' এমন একটা উন্মত্ত চেতনা কিছু লোককে সর্বদা তাড়িয়ে ফিরছে। অথচ বাস্তবে দেখা গেছে যে, এইসব ইসলামী নেতাগণ যখনই ক্ষমতার একটু স্বাদ পেয়েছেন, সাথে সাথেই তাদের ইসলামী জোশ উবে গেছে। দেশে প্রচলিত শিরক ও বিদ'আত সমূহকে তারা 'দেশাচার'-এর নামে নির্বিবাদে হযম করে নিচ্ছেন। এমনকি হালাল-হারামের মত মৌলিক বিষয়গুলিতেও তাঁদের কোনরূপ উচ্চবাচ্য করতে দেখা যায় না। বহু কথিত দ্বীন কায়েমের অর্থ কি তাহ'লে নিজের বা নিজ দলের জন্য দু'একটা এম,পি বা মন্ত্রীত্বের চেয়ার কায়েম করা? কিংবা দলীয় লোকদের সরকারী চাকুরী ও কন্ট্রাক্টরীর ব্যবস্থা করা? বর্তমানের বাংলাদেশী বাস্তবতা আমাদের তো সেকথাই বলে দেয়।

দ্বীন কায়েমের ভুল ব্যাখ্যার গোলক ধাঁধাঁয় পড়ে এভাবে বহু লোক পথ হারিয়েছে। বর্তমানে জিহাদের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে কিছু তরুণকে সশস্ত্র বিদ্রোহে উস্কে দেওয়া হচ্ছে। বাপ-মা, ঘরবাড়ি এমনকি লেখাপড়া ছেড়ে তারা বনে-জঙ্গলে ঘুরছে। তাদের বুঝানো হচ্ছে ছাহাবীগণ লেখাপড়া না করেও যদি জিহাদের মাধ্যমে জান্নাত পেতে পারেন, তবে আমরাও লেখাপড়া না করে জিহাদের মাধ্যমে জান্নাত লাভ করব। কি চমৎকার ধোকাবাজি। ইহুদী-খৃষ্টান-ব্রাহ্মণ্যবাদী গোষ্ঠী আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে এগিয়ে যাক, আর অশিক্ষিত মুসলিম তরুণরা তাদের বোমার অসহায় খোরাক হৌক- এটাই কি শত্রুদের উদ্দেশ্য নয়? কিন্তু এই সব তরুণদের বুঝাবে কে? ওরা তো এখন জিহাদ ও জান্নাতের জন্য পাগল! কিন্তু তাদের জিহাদ কাদের বিরুদ্ধে? দেশের সরকারের বিরুদ্ধে? রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে? দেশের অমুসলিম নেতাদের বিরুদ্ধে? কই তেমন তো কিছু শোনা যায় না? তবে এটা সব সময় শোনা যায় তাদের টার্গেট হ'ল অমুক 'আহলেহাদীছ' নেতা। কারণ আহলেহাদীছ আন্দোলনের নেতারাই কেবল ওদের ভুল ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। জনগণকে ওদের নেপথ্য নায়কদের সম্পর্কে হুঁশিয়ার করেন। ওদের বিদেশী অর্থ ও অস্ত্রের যোগানদারদের সম্পর্কে সাবধান করে থাকেন।

মিথ্যা ফযীলতের ধোকা দিয়ে এবং তাক্বদীর ও তাবলীগের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে যেমন হাযার হাযার মুসলমানকে নিষ্ক্রিয় করে পথে পথে চিল্লায় ঘুরানো হচ্ছে, দ্বীন কায়েমের নামে যেমন অসংখ্য মানুষকে অনৈসলামী রাজনীতির নোংরা ড্রেনে হাবুডুবু খাওয়ানো হচ্ছে, মা'রেফাতের নামে কাশ্‌ফ ও ইলহামের মায়া-মরীচিকায় যেমন অসংখ্য লোককে খানক্বাহ ও কবরপূজায় বন্দী করে ফেলা হয়েছে, ধর্মনিরপেক্ষতার নামে যেমন মুসলমানদের হাত দিয়েই ইসলামকে জাতীয় সংসদ থেকে বের করে মসজিদে বন্দী করা হয়েছে, তেমনি সাম্প্রতিককালে জিহাদের ধোকা দিয়ে বহু তরুণকে বোমাবাজিতে নামানো হচ্ছে। অতএব হে জাতি! সাবধান হও!

উপসংহার

পরিশেষে বলব যে, আল্লাহ্‌র রাসূলের প্রদর্শিত পদ্ধতিই দ্বীন কায়েমের সঠিক পদ্ধতি। নিজের এবং নিবেদিতপ্রাণ কিছু সাথীর দিনরাত নিরন্তর দাওয়াত ও জিহাদী তৎপরতার মাধ্যমেই তিনি জাহেলী আরবের শিরকী সমাজে তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। যুগে যুগে সেপথেই তাওহীদ কায়েম হয়েছে, ইনশাআল্লাহ আজও হবে। দাওয়াতের জন্য একক ব্যক্তিই যথেষ্ট। কিন্তু জিহাদের জন্য সার্বিক প্রচেষ্টা অপরিহার্য, যাকে 'সংগঠন' বলা হয়। আর সেখানে গিয়েই আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)

৩১. *বুখারী, মুসলিম হা/২৪০৬ 'ছাহাবীগণের মর্যাদা' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ৪।*

জান্নাতের বিনিময়ে তাঁর অনুসারীদের নিকট থেকে বায়'আত ও অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন এবং মুসলিম উম্মাহ্কে সর্বদা জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনের এবং আমীরের আদেশ শ্রবণ ও তাঁর আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়ে গেছেন।[৩২] এমনকি কোন নির্জন ভূমিতে তিনজন মুসলমান থাকলেও একজনকে 'আমীর' মেনে নিয়ে তাঁর আদেশ মতে সুশৃংখলভাবে চলার নির্দেশ দিয়েছেন।[৩৩] আজও যদি কেউ আন্তরিকভাবে দ্বীন কায়েম করতে চান, তবে তাকে ঐ পদ্ধতি ধরেই এগোতে হবে, যে পথে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এগিয়েছিলেন। চাই তিনি বাংলাদেশে বসবাস করুন, চাই ভিনদেশে বসবাস করুন। সর্বাগ্রে তাকে নিজের ব্যক্তি জীবনে ও পারিবারিক জীবনে দ্বীন কায়েম করতে হবে। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে দ্বীন কায়েমের জন্য যেকোন ন্যায়সঙ্গত পন্থা অবলম্বন করা যাবে। কিন্তু 'তাওহীদ প্রতিষ্ঠার একমাত্র পথ হ'ল সশস্ত্র সংগ্রাম' 'ইসলামী হুকুমত কায়েম করাটাই হ'ল ইক্বামতে দ্বীন ও সবচেয়ে বড় ইবাদত' 'রাষ্ট্র কায়েম না করতে পারলে পূর্ণ মুমিন হওয়া যাবে না', এই সব ধারণাই হ'ল চরমপন্থী খারেজী আক্বীদার অনুরূপ। যা আহলেসুন্নাত ওয়াল জামা'আত আহলেহাদীছের আক্বীদা বহির্ভূত। আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক পথের হেদায়াত দান করুন। আমীন!!

[এই সাথে পাঠ করুন মাননীয় লেখকের দরসে কুরআন ১. ইক্বামতে দ্বীন (নভেম্বর '৯৮) ২. তাবলীগে দ্বীন (ডিসেম্বর '৯৮) ৩. মা'রেফাতে দ্বীন (জানুয়ারী '৯৯) ৪. ধর্ম নিরপেক্ষতা (ডিসেম্বর '৯৯) ৫. ইসলামী খেলাফত (মার্চ ২০০০) ৬. নেতৃত্ব নির্বাচন (মে'২০০০) -সম্পাদক]

৩২. *আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৩৬৯৪)।*
৩৩. *আহমাদ, সনদ ছহীহ।*

সকল বিধান বাতিল কর
অহি-র বিধান কায়েম কর!

এম, এস মানি চেঞ্জার
বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদিত
বিদেশী মুদ্রা, ডলার, পাউণ্ড, স্টার্লিং, ডয়েস মার্ক, ফ্রেঞ্চ ফ্রাঙ্ক, সুইস ফ্রাঙ্ক, ইয়েন, দীনার, রিয়াল ইত্যাদি ক্রয় বিক্রয় করা হয়। ডলারের ড্রাফট সরাসরি নগদ টাকায় ক্রয় করা হয় ও পাসপোর্ট ... সহ এনডোর্সমেন্ট করা হয়।
প্রো ... ইসলাম
সাহে ... রাজশাহী
ফোনঃ ৭৭ ... ৭৫৯০২
মোবাইলঃ ... ৯৩০৯৬৬।

প্রবন্ধ

ঐ সকল হারাম যেগুলিকে জনগণ হালকা মনে করে অথচ তা থেকে বেঁচে থাকা ওয়াজিব

*মূলঃ মুহাম্মাদ ছালিহ আল-মুনাজ্জিদ**
*অনুবাদঃ মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক***

ভূমিকাঃ

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাগণের উপরে কিছু জিনিস ফরয করেছেন, যা পরিত্যাগ করা জায়েয নয়, কিছু সীমা এঁকে দিয়েছেন, যা অতিক্রম করা বৈধ নয় এবং কিছু জিনিস হারাম করেছেন, যার ধারে কাছে যাওয়াও ঠিক নয়। নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন-

مَا اَحَلَّ اللّٰهُ فِى كِتَابِهِ فَهُوَ حَلاَلٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَافِيَةٌ- فَاقْبَلُوْا مِنَ اللّٰهِ الْعَافِيَةَ- فَإِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَكُنْ نَسِيًا ثُمَّ تَلاَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًا-

'আল্লাহ তা'আলা তার কিতাবে যা হালাল করেছেন তা হালাল, যা হারাম করেছেন তা হারাম, আর যে বিষয়ে তিনি নীরব থেকেছেন তা ক্ষমাই। সুতরাং তোমরা আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমাকে গ্রহণ কর। কেননা আল্লাহ তা'আলা বিস্মৃত হন না। তারপর তিনি এ আয়াত পাঠ করেন, 'তোমার প্রতিপালক বিস্মৃত হন না'।[১]

এই হারাম সমূহই আল্লাহ তা'আলার সীমারেখা। আল্লাহ বলেন,

تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلاَ تَقْرَبُوْهَا-

'এ সব আল্লাহ্র সীমারেখা। সুতরাং তোমরা এদের নিকটেও যেয়ো না' *(বাক্বারাহ ১৮৭)*।

আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমালংঘনকারী ও হারাম অবলম্বনকারীদেরকে আল্লাহ তা'আলা ভর্ৎসনা করেছেন। তিনি বলেছেন,

وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ-

'যে আল্লাহ্ ও তার রাসূলের আদেশের অবাধ্যতা করে এবং তার সীমারেখাসমূহ লংঘন করে আল্লাহ্ তাকে আগুনে প্রবেশ করাবেন। তথায় সে চিরস্থায়ী হবে। তার জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাময় শাস্তি' *(নিসা ১৪)*।

* *প্রখ্যাত আলেম, সঊদী আরব।*
** *সহকারী শিক্ষক, ঝিনাইদহ সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, ঝিনাইদহ।*
১. *হাকিম ২/৩৭৫ পৃঃ, আলবানী কর্তৃক হাসান ঘোষিত, গায়াতুল মারাম পৃঃ ১৪।*

এজন্যেই হারাম থেকে বিরত থাকা ফরয। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوْهُ وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ-

আমি তোমাদিগকে যা কিছু নিষেধ করি তোমরা সেসব থেকে বিরত থাক। আর যা কিছু আদেশ করি তা যথাসাধ্য পালন কর।[২]

লক্ষ্যণীয় যে, প্রবৃত্তি পূজারী, দুর্বলমনা ও স্বল্প জ্ঞানের অধিকারী কিছু লোক যখন এক সঙ্গে কিছু হারামের কথা শুনতে পায় তখন আঁতকে ওঠে, আর হা হা করতে থাকে। তারা বলে, 'সবই তো হারাম হয়ে গেল। তোমরা তো দেখছি আমাদের জন্যে হারাম ছাড়া কিছুই বাকী রাখলে না। তোমরা আমাদের জীবনটাকে সংকীর্ণ করে দিলে, মনটাকে বিষিয়ে দিলে! জীবনটা একেবারে মাটি হয়ে গেল। কোন কিছুর সাধ-আহ্লাদই আমরা ভোগ করতে পারলাম না। শুধু হারাম হারাম ফৎওয়া দেয়া ছাড়া তোমাদের দেখছি কোন কাজ নেই। অথচ আল্লাহ্র দ্বীন সহজ-সরল। তিনি নিজেও ক্ষমাশীল। আর শরী'আতের গণ্ডীও ব্যাপকতর। সুতরাং হারাম এত সংখ্যক হ'তে পারে না'।

এদের জবাবে আমরা বলব, 'আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছা আদেশ করতে পারেন। তার আদেশকে রদ করার কেউ নেই। তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ। সুতরাং তিনি যা ইচ্ছা হালাল করেছেন এবং যা ইচ্ছা হারাম করেছেন। তিনি পূত-পবিত্র। আল্লাহ্র দাস হিসাবে আমাদের নীতি হবে তাঁর আদেশের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা এবং সর্বান্তঃকরণে তা মেনে নেয়া। কেননা তাঁর দেয়া বিধানাবলী জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও ইনছাফ মুতাবেকেই প্রকাশ পেয়েছে। সেগুলি নিরর্থক ও খেলনার বস্তু নয়। যেমন তিনি বলেছেন,

وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلاً لاَ مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ-

'তোমার প্রতিপালকের বাণী সত্য ও ন্যায়ের আলোকে পরিপূর্ণ হ'ল। তাঁর বাণীকে পরিবর্তনকারী কেউ নেই। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ' *(আন'আম ১১৫)*।

যে নিয়মের ভিত্তিতে হালাল-হারাম নির্ণিত হয়েছে আল্লাহ তা'আলা তাও আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ-

'তিনি পবিত্র বস্তুকে তাদের জন্য হালাল এবং কদর্য বস্তুকে হারাম করেন' *(আ'রাফ ১৫৭)*।

সুতরাং যা পবিত্র তা হালাল এবং যা কদর্য তা হারাম। কোন কিছু হালাল ও হারাম করার অধিকার একমাত্র আল্লাহ্র। কোন মানুষ কিংবা অন্য কেউ তা নিজের জন্য দাবী করলে সে হবে একজন চরমপন্থী কাফির ও মুসলিম উম্মাহ বহির্ভূত ব্যক্তি। আল্লাহ বলেন,

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوْا لَهُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ-

'তবে কি তাদের এমন সব উপাস্য রয়েছে, যারা তাদের জন্য দ্বীনের এমন সব বিধান দিয়েছে যার অনুমতি আল্লাহ দেননি' *(শূরা ২১)*।

কুরআন-হাদীছে পারদর্শী আলেমগণ ব্যতীত হালাল-হারাম সম্পর্কে কথা বলার অধিকার অন্য কারো নেই। যে ব্যক্তি জ্ঞাত না হয়ে হালাল-হারাম সম্পর্কে কথা বলে আল-কুরআনে তার সম্পর্কে কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারিত হয়েছে। আল্লাহ বলেন,

وَلاَتَقُوْلُوْا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوْا عَلَى اللهِ الْكَذِبَ-

'তোমাদের জিহ্বায় মিথ্যা উচ্চারিত হয় বলে তোমরা আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যা আরোপের মানসে বল না যে, এটা হালাল, ওটা হারাম' *(নাহল ১১৬)*।

যেসব বস্তু অখণ্ডনীয়ভাবে হারাম তা কুরআন ও হাদীছে উল্লেখ আছে। যেমন আল্লাহ বলেছেন-

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَاحَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلاَ تَقْتُلُوْا أَوْلاَدَكُمْ مِّنْ إِمْلاَقٍ-

'আপনি বলুন, এসো, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের উপর যা হারাম করেছেন তা পড়ে শুনাই। তোমরা তার সঙ্গে কাউকে শরীক করো না, মাতা-পিতার সঙ্গে সদাচরণ করবে আর দারিদ্রের কারণে তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করো না' *(আন'আম ১৫১)*।

অনুরূপভাবে হাদীছেও বহু হারাম জিনিসের বিবরণ এসেছে। যেমন- রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন-

إِنَّ اللهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيْرِ وَالْأَصْنَامِ-

আল্লাহ তা'আলা মদ, মৃত প্রাণী, শুকর ও মূর্তি কেনা-বেচা হারাম করেছেন।[৩]

অপর হাদীছে এসেছেঃ

إِنَّ اللهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ-

'আল্লাহ যখন কোন কিছু হারাম করেন তখন তার মূল্য তথা

---

২. *মুসলিম, হা/১৩০ 'ফাযায়েল' অধ্যায়।*

৩. *আবুদাঊদ হা/৩৪৮৬, হাদীছ ছহীহ, ইবনু বায।*

কেনা-বেচাও হারাম করে দেন'।[৪]

কোন কোন আয়াতে কখনো একটি বিশেষ শ্রেণীর হারামের আলোচনা দেখতে পাওয়া যায়। যেমন হারাম খাদ্যদ্রব্য প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেছেন,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوْذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيْحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوْا بِالْأَزْلاَمِ-

'তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত প্রাণী, রক্ত, শুকরের গোশত, আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে যবেহকৃত প্রাণী, গলা টিপে হত্যাকৃত প্রাণী, পাথরের আঘাতে নিহত প্রাণী, উপর থেকে নীচে পড়ে গিয়ে মৃত প্রাণী, শিং এর আঘাতে মৃত প্রাণী, হিংস্র প্রাণীর ভক্ষিত প্রাণী। অবশ্য (উল্লেখিত ক্ষেত্রগুলিতে যে সব হালাল প্রাণীকে) তোমরা যবেহ করতে সক্ষম হও সেগুলি হারাম হবে না। আর (তোমাদের জন্য হারাম) সেই সব প্রাণী যেগুলি পূজার বেদীমূলে যবেহ করা হয় এবং ভাগ্য নির্ণায়ক তীরের সাহায্যে যে গোশত তোমরা বন্টন কর' *(মায়েদা ৩)*।

হারাম বিবাহ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেছেন-

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِيْ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ-

'তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে তোমাদের মাতৃকুল, কন্যাকুল, ভগ্নীকুল, ফুফুকুল, খালাকুল, ভ্রাতুষ্পুত্রীকুল, ভগ্নীকন্যাকুল, স্তন্যদাত্রী মাতৃকুল, স্তন্যপান সম্পর্কিত ভগ্নীকুল ও তোমাদের স্ত্রীদের মাতৃকুলকে' *(নিসা ২৩)*।

উপার্জন বিষয়ক হারাম সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন-

أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا-

'আল্লাহ তা'আলা কেনা-বেচা হালাল করেছেন এবং সূদকে হারাম করেছেন' *(বাক্বারাহ ২৭৫)*।

বস্তুতঃ আল্লাহ তা'আলা মানুষের প্রতি খুব দয়ালু। তিনি আমাদের জন্য সংখ্যা ও শ্রেণীগতভাবে এত পবিত্র জিনিস হালাল করেছেন যে, তা গুণে শেষ করা সম্ভব নয়। একারণেই তিনি হালাল জিনিসগুলির বিস্তারিত বিবরণ দেননি। কিন্তু হারামের সংখ্যা যেহেতু সীমিত এবং সেগুলি জানার পর মানুষ যেন তা থেকে বিরত থাকতে পারে সে জন্য তিনি উহার বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেছেন। আল্লাহ বলেন,

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ-

'তিনি তোমাদের উপর যা হারাম করেছেন তার বিস্তারিত বিবরণ তোমাদেরকে দান করেছেন। তবে তোমরা যে হারামটা বাধ্য হয়ে বা ঠেকায় পড়ে করে ফেল তা ক্ষমার্হ' *(আন'আম ১১৯)*।

হারামকে এভাবে বিস্তারিত পেশের কথা বললেও হালালকে কিন্তু সংক্ষেপে সাধারণভাবে তুলে ধরা হয়েছে। আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّبًا-

'হে মানবকুল! তোমরা যমীনের বুকে যা কিছু আছে তন্মধ্যে হালাল ও উৎকৃষ্টগুলি খাও' *(বাক্বারাহ ১৬৮)*।

হারামের দলীল সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত সব জিনিষের মূল হুকুম হালাল হওয়াটা মহান আল্লাহ্‌র পরম করুণা। এটা মহান আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ এবং তার বান্দাদের উপর সহজীকরণের নিদর্শন স্বরূপ। সুতরাং তাঁর আনুগত্য প্রকাশ, প্রশংসা ও শুকরিয়া জ্ঞাপন আমাদের অপরিহার্য কর্তব্য।

কিন্তু পূর্বোল্লেখিত ঐ সব লোক যখন তাদের সামনে হারামগুলি বিস্তারিত দেখতে পায় তখন তাদের মন সংকীর্ণতায় ভোগে। এটা তাদের ঈমানী দুর্বলতা ও শরী'আত সম্পর্কে অনুধাবন শক্তির স্বল্পতার ফসল।

আসলে তারা চায় যে, হালালের শ্রেণীবিভাগগুলিও তাদের সামনে এক এক করে গণনা করা হোক যাতে তারা দ্বীন যে একটা সহজ বিষয় তা জেনে আত্মতৃপ্ত হ'তে পারে।

তারা কি চায় যে, নানা শ্রেণীর পবিত্র জিনিসগুলি তাদের সামনে এক এক করে তুলে ধরা হোক, যাতে তারা নিশ্চিত হ'তে পারে যে, শরী'আত তাদের জীবনকে ঘোলাটে করে দেয়নি। তারা কি চায় যে এভাবে বলা হোক?

উট, গুরু, ছাগল, খরগোশ, হরিণ, পাহাড়ী ছাগল, মুরগী, কবুতর, হাঁস, রাজহাঁস, ইত্যাকার যবেহকৃত প্রাণীর গোশত হালাল। মৃত পঙ্গপাল ও মাছ হালাল। শাক-সবজী, ফলমূল, সকল দানাশস্য ও উপকারী ফল-ফুল হালাল। পানি, দুধ, মধু, তেল ও শিরকা হালাল। লবণ, মসলা ও ভাত হালাল।

লোহা, বালু, খোয়া, প্লাষ্টিক, কাঁচ ও রাবার ইত্যাদি ব্যবহার হালাল।

খাট, চেয়ার, টেবিল, সোফা, তৈজসপত্র, আসবাবপত্র ইত্যাদির ব্যবহার হালাল।

জীবজন্তু, মোটরগাড়ী, রেলগাড়ী, জাহাজ ও বিমানে আরোহণ হালাল।

৪. *দারাকুৎনী, হাদীছ ছহীহ*।

এয়ারকন্ডিশন, রেফরিজারেটর, ওয়াটার হিটার, পানি শুকানোর যন্ত্র, আটা পেশন যন্ত্র, আটা খামির করার যন্ত্র, কীমা তৈরীর যন্ত্র, রস নিংড়ান মেশিন, সবরকমের ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারিং যন্ত্রপাতি, জাহাজ তৈরী, নির্মাণ বিষয়ক যন্ত্রপাতি, হিসাব রক্ষণ যন্ত্রপাতি ইত্যাদি হালাল।

সুতি, কাতান, পশম, নাইলন, পলেস্টার ও বৈধ চামড়ার তৈরী বস্ত্র হালাল।

বিবাহ, বেচা-কেনা, যিম্মাদারী, হাওলাকরণ, ইজারা বা ভাড়া প্রদান হালাল।

বিভিন্ন পেশা যেমন কাঠমিস্ত্রীগিরি, কর্মকারগিরি, যন্ত্রপাতি মেরামত, ছাগপালের রাখালী ইত্যাদি হালাল।

এভাবে গুণলে আর বর্ণনা করলে পাঠকের কি মনে হয় আমরা হালালের বর্ণনা দিয়ে শেষ করতে পারব? তাহ'লে এসব লোকের অবস্থা কী, তারা যে কোন কথাই বুঝতে চায় না?

দ্বীন যে সহজ তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবুও একথা বলে যারা সব কিছুই হালাল প্রমাণ করতে চায় তাদের কথা সত্য কিন্তু উদ্দেশ্য খারাপ। কেননা দ্বীনের মধ্যে কোন কিছু মানুষের মর্যি মাফিক সহজ হয় না। তা কেবল শরী'আতে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে সেভাবেই নির্ধারিত হবে। অপর দিকে 'দ্বীন সহজ' এরূপ বাতিল দলীল দিয়ে হারাম কাজ করা আর শরী'আতের অবকাশমূলক দিক গ্রহণ করার মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। অবকাশমূলক কাজের উদাহরণ যেমন- সফরে দু'ওয়াক্তের ছালাত একত্রে পড়া, ক্বছর করা, ছিয়াম ভঙ্গ করা, মুক্বীমের জন্য একদিন এক রাত এবং মুসাফিরের জন্য তিনদিন তিন রাত পা ধোয়ার স্থলে মোযার উপর মাসেহ করা, পানি ব্যবহারের অসুবিধা থাকলে তায়াম্মুম করা, অসুস্থ হ'লে কিংবা বৃষ্টি নামলে দু'ওয়াক্তের ছালাত একত্রে পড়া, বিবাহের প্রস্তাবদাতার জন্য অনাত্মীয়া মহিলাকে দেখা, শপথের কাফফারায় দাস মুক্তি, আহার করান, বস্ত্র দান, ছিয়াম পালনের যে কোন একটি ব্যবস্থা গ্রহণ করা, নিরূপায় হ'লে মৃত প্রাণীর গোশত আহার করা ইত্যাদি। এ সব অবকাশ কখনই হারামকে প্রশ্রয় দেয় না এবং বর্ণিত শর্তের বাইরে যাওয়ার সুযোগ এখানে নেই।

মোটকথা, শরী'আতে যখন হারাম আছে তখন সকল মুসলমানের জন্যই উহার মধ্যে যে গূঢ় রহস্য বা তত্ত্ব লুকিয়ে আছে তা জানা দরকার। যেমন -

* আল্লাহ তা'আলা হারাম দ্বারা তার বান্দাদের পরীক্ষা করেন। তারা এ সম্পর্কে কেমন আচরণ করে তা তিনি লক্ষ্য করেন।

* কে জান্নাতবাসী হবে আর কে জাহান্নামবাসী হবে হারামের মাধ্যমে তা নির্ণয় করা চলে। যারা জাহান্নামী তারা অনুক্ষণ প্রবৃত্তির পূজায় মগ্ন থাকে যা দিয়ে জাহান্নামকে ঘিরে রাখা হয়েছে। আর যারা জান্নাতী তারা দুঃখ-কষ্টে ধৈর্য ধারণ করে যে দুঃখ-কষ্ট দিয়ে জান্নাতকে বেষ্টন করে রাখা হয়েছে। এ পরীক্ষা না থাকলে বাধ্য হ'তে অবাধ্যকে পৃথক করা যেত না।

❒ যারা ঈমানদার তারা হারাম ত্যাগজনিত কষ্ট সহ্য করাকে সাক্ষাত পুণ্য এবং আল্লাহ তা'আলার যে কোন নির্দেশ পালনকে তার সন্তুষ্টি লাভের উপায় বলে মনে করে। ফলে কষ্ট স্বীকার করা তাদের জন্য সহজ হয়ে যায়। অপরপক্ষে যারা কপট ও মুনাফিক্ব তারা কষ্ট সহ্য করাকে সাক্ষাত যন্ত্রণা, বেদনা ও বঞ্চনা বলে মনে করে। ফলে ইসলামের পথে পদচারণা তাদের জন্য কঠিন এবং সৎ কাজ সম্পাদন ও আনুগত্য স্বীকার করা ততধিক কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়।

❒ একজন সৎ লোক আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনার্থে হারাম পরিহার করলে বিনিময়ে যে উত্তম কিছু পাওয়া যায় তা ভালমত অনুধাবন করতে পারে। এভাবে সে তার মনোরাজ্যে ঈমানের স্বাদ উপভোগ করতে পারে।

আলোচ্য পুস্তিকার মধ্যে সম্মানিত পাঠক শরী'আতে হারাম বলে গণ্য এমন কিছু সংখ্যক নিষিদ্ধ বিষয়ের বিবরণ পাবেন। একই সাথে পাবেন কুরআন-সুন্নাহ থেকে তাদের হারাম হওয়ার প্রমাণ। এসব হারাম এমনই যা আমাদের সমাজে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে এবং বহুসংখ্যক মুসলমান নির্দ্বিধায় তা করে চলেছে। আমরা কেবল মানুষের কল্যাণ কামনার্থে তাদের সামনে এগুলি তুলে ধরেছি।

(১) শিরক

আল্লাহ্র সঙ্গে শিরক করা যে কোন বিচারে সবচেয়ে বড় হারাম ও মহাপাপ। আবু বাকরা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে এসেছে-

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلاَ اُنَبِّئُكُمْ بِاَكْبَرِ الْكَبَائِرِ (ثَلاَثًا) قَالُوْا قُلْنَا بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ اَلْاِشْرَاكُ بِاللهِ-

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'আমি কি তোমাদেরকে বৃহত্তম কবীরা গুনাহ সম্পর্কে অবহিত করব না'? ছাহাবীগণ বললেন, 'অবশ্যই বলবেন, হে আল্লাহ্র রাসূল, তিনি বললেন, আল্লাহ্র সাথে কৃত শিরক'।[৫]

প্রত্যেক পাপের ক্ষেত্রেই আল্লাহ তা'আলার ক্ষমা প্রাপ্তির একটি সম্ভাবনা আছে, কিন্তু শিরকের ক্ষেত্রে সে সম্ভাবনা মোটেও নেই। তওবাই উহার একমাত্র প্রতিকার। আল্লাহ বলেছেন,

إِنَّ اللهَ لاَيَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ-

৫. *বুখারী ও মুসলিম।*

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তার সঙ্গে কৃত শিরককে ক্ষমা করবেন না। তাছাড়া যত গুনাহ আছে তা তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন' *(নিসা ৪৮)*।

শিরক দ্বীন ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাওয়ার অন্যতম বৃহত্তম কারণ। মুশরিক ব্যক্তি যদি ঐ অবস্থায় মারা যায় তাহলে সে চির জাহান্নামী হবে।

দুঃখজনক হ'লেও সত্য, অনেক মুসলিম দেশেই আজ শিরকের প্রাদুর্ভাব ছড়িয়ে পড়ছে।

(২) কবরপূজা

মৃত ওলী-আউলিয়া মানুষের অভাব পূরণ করেন, বিপদাপদ দূর করেন, তাঁদের অসীলায় সাহায্য প্রার্থনা ও ফরিয়াদ করা যাবে ইত্যাকার কথা বিশ্বাস করা শিরক। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَقَضَى رَبُّكَ اَلاَّ تَعْبُدُوْا اِلاَّ اِيَّاهُ-

'তোমার প্রভু চূড়ান্ত ফয়ছালা দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁকে ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত করবে না' *(ইসরা ২৩)*। অনুরূপভাবে শাফা'আতের নিমিত্ত কিংবা বালা-মুছীবত থেকে মুক্তির লক্ষ্যে মৃত নবী-ওলী প্রমুখের নিকট দো'আ করাও শিরক। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

اَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْءَ
وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْاَرْضِ أَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ-

'বল তো কে নিঃসহায়ের আহ্বানে সাড়া দেন যখন সে তাঁকে আহ্বান জানায় এবং দুঃখ-কষ্ট দূর করেন আর পৃথিবীতে তোমাদেরকে পূর্ববর্তীদের স্থলাভিষিক্ত করেন? আল্লাহ্র সঙ্গে কি অন্য কোন ইলাহ আছে'? *(নামল ৬২)*।

অনেকেই উঠতে, বসতে, বিপদাপদে পীর-মুরশিদ, ওলী-আউলিয়া, নবী-রাসূল ইত্যাকার মহাজনদের নাম নেয়া অভ্যাসে পরিণত করে নিয়েছে। যখনই তারা কোন মুশকিল বা বিপদাপদে পতিত হয় তখনই বলে হে মুহাম্মাদ, ইয়া আলী, ইয়া হুসাইন, ইয়া বাদাভী, ইয়া জিলানী, ইয়া শাযেলী, ইয়া রিফাঈ। কেউ যদি ডাকে আইদারুসকে তো অন্যজন ডাকে মা যায়নাবকে, আরেকজন ডাকে ইবনু উলওয়ানকে। অথচ আল্লাহ বলেন,

اَلَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ عِبَادٌ اَمْثَالُكُمْ-

'আল্লাহ ব্যতীত আর যাদেরকে তোমরা ডাক তারা তোমাদেরই মত দাস' *(আ'রাফ ১৯৪)*।

কিছু কবরপূজারী আছে যারা কবরকে তাওয়াফ করে, কবরগাত্র চুম্বন করে, কবরে হাত বুলায়, লাল শালুতে মাথা ঠেকিয়ে পড়ে থাকে, কবরের মাটি তাদের গা-গতরে মাখে, কবরকে সিজদা করে, উহার সামনে মিনতিভরে দাঁড়ায়, নিজের উদ্দেশ্য ও অভাবের কথা তুলে ধরে। সুস্থতা কামনা করে, সন্তান চায় অথবা প্রয়োজনাদি পূরণ কামনা করে। অনেক সময় কবরে শায়িত ব্যক্তিকে ডেকে বলে, 'বাবা হুযূর, আমি আপনার হুযূরে অনেক দূর থেকে হাযির হয়েছি। আপনি আমাকে নিরাশ করবেন না'। অথচ আল্লাহ বললেন,

وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَّدْعُوْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَنْ لاَّ يَسْتَجِيْبُ
لَهُ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُوْنَ-

'তাদের থেকে অধিকতর দিকভ্রান্ত আর কে আছে, যারা আল্লাহ ব্যতীত এমন সব উপাস্যকে ডাকে যারা ক্বিয়ামত পর্যন্তও তাদের ডাকে সাড়া দেবে না। অধিকন্তু তারা ওদের ডাকাডাকি সম্বন্ধে কোন খবর রাখে না' *(আহক্বাফ ৫)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَدْعُوْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ نِدًّا دَخَلَ النَّارَ-

'যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে তার সমকক্ষ বা অংশীদার মনে করে তার নিকট দো'আ প্রার্থনা করে, আর ঐ অবস্থায় মারা যায় সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে' *(বুখারী)*।

কবরপূজারীরা অনেকেই কবরের পাশে মাথা মুণ্ডন করে।[৬] তারা অনেকে 'মাযার যিয়ারতের নিয়মাবলী' নামের বই সাথে রাখে। এসব মাযার বলতে তারা ওলী-আউলিয়া বা সাধু-সন্তুদের কবরকে বুঝিয়ে থাকে। অনেকের আবার বিশ্বাস, ওলী-আউলিয়াগণ সৃষ্টিজগতের উপর প্রভাব খাটিয়ে থাকেন; তাঁরা ক্ষতিও করেন উপকারও করেন। অথচ আল্লাহ বলেন,

وَإِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ اِلاَّ هُوَ وَاِنْ
يُّرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلاَ رَادَّ لِفَضْلِهِ اِلاَّ هُوَ-

'আর যদি আপনার প্রতিপালক আপনাকে কোন অমঙ্গলের স্পর্শে আনেন, তবে তিনি ব্যতীত অন্য কেউ উহার বিমোচক নেই। আর যদি তিনি আপনার কোন মঙ্গল করতে চান, তাহ'লে তাঁর অনুগ্রহকে তিনি ব্যতীত রুখবারও কেউ নেই' *(ইউনুস ১০৭)*।

একইভাবে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে মানত করাও শিরক। মাযার ও দরগার নামে মোমবাতি, আগরবাতি মানত করে অনেকেই এরূপ শিরকে জড়িয়ে পড়ছে।

[চলবে]

৬. আমাদের দেশে শিশুদের মাথার চুল মাযারের নামে মানত করার নিয়ম চালু আছে। নির্দিষ্ট দিনে মাযারে গিয়ে এই চুল মুণ্ডন করা হয় যা শিরকের অন্তর্ভুক্ত -অনুবাদক।

আধুনিক সংস্কৃতিঃ একটি সমীক্ষা

মাসঊদ আহমাদ*

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সাহিত্য সংস্কৃতিঃ

সংস্কৃতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ, প্রভাব সৃষ্টিকারী, সমাজ পরিবর্তন, পরিমার্জন ও প্রবর্তনকারী অঙ্গ হচ্ছে সাহিত্য। দেশের কবি-সাহিত্যিকগণ সেই সাহিত্যের ধারক-বাহক এবং সৃজনশীল উদ্ভাবক। আমাদের কবি-সাহিত্যিকগণ তথাকথিত আধুনিক সাহিত্য চর্চায় নিবেদিতপ্রাণ হিসাবে অগ্রজ ভূমিকা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন। কিন্তু কথা হ'ল, এই আধুনিক সাহিত্য কতটা সৃজনশীল-মননশীল স্বকীয় ঐতিহ্য-চেতনায় সম্ভাবনাময়? সাহিত্যের অনবদ্য চর্চার মাধ্যমে আমরা যে প্রতিনিয়ত একটা অনিয়ন্ত্রিত, অনিশ্চিত গন্তব্যে ধাবিত হচ্ছি, তা কি আমাদের জন্য কল্যাণকর? আধুনিকতার আড়ালে আমরা ক্রমান্বয়ে কি পশ্চিমা কালচার তথা জীবনবোধ ও খামখেয়ালী অপরিশীলিত অপসংস্কৃতির দিকে অগ্রসর হচ্ছি না?

প্রাচীন বাংলা কাব্য-সাহিত্যের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, প্রাচীন কবি-সাহিত্যিকগণ কখনোই নীতি-বিরুদ্ধ পথে চালিত হননি। বরং যে ধর্ম মানুষের নৈতিক তথা সাংস্কৃতিক জীবনকে নিয়ন্ত্রন করে, অনুপ্রেরণা যোগায় তাঁরা সেদিকেই কাব্য-সাহিত্য চর্চার মাধ্যমে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে নিয়োজিত থেকেছেন। তাদের নিকটে ধর্ম চর্চা ও সংস্কৃতি চর্চা ছিল এক ও অভিন্ন।

এবার আসুন, বাংলাদেশে প্রচলিত-প্রচারিত তথাকথিত আধুনিক সংস্কৃতিবান কবি-সাহিত্যিকগণ তাদের আধুনিক কাব্য-সাহিত্যে কী ধরনের সাহিত্য চর্চা করে দেশ ও দশের খেদমতে নিয়োজিত আছেন তা দেখি।

বর্তমান বাংলাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ আধুনিক কবি, জাতির সাহিত্য-সংস্কৃতির কর্ণধার(?) হিসেবে গণ্য কবি শামসুর রহমান তার 'শামসুর রহমানের শ্রেষ্ঠ কবিতা' এর ৬ষ্ঠ সংস্করণের ১১৮ পৃষ্ঠায় 'ওডেলিক্স' নামক অশালীন কবিতায় বেশ্যা বা তার কবিতার নায়িকার বিবস্ত্র দেহের সাথে মুসলমানদের উপাসনালয় মসজিদের তুলনা করে লিখেছেন এভাবেঃ

'সে রাতে তুমিই ছিলে ঘরের মিয়ানো অন্ধকারে
বিছানায় উন্মোচিত। তোমার বিশদ
ডাগর নগ্নতা আমি আকুল আঁজলা ভারে পান করে বারবার
মৃত্যুকে তফাৎ যাও বলবার দীপ্ত অহংকার
অর্জন করেছিলাম। নিপোশাক তোমার শরীর
জ্যোৎস্না ধোয়া মসজিদের মতো। তখন বস্তুত
আমার চোখের নিচে। স্তনপল্লী জ্বলে...'।[১১]

সচেতন পাঠক! আধুনিক সংস্কৃতির নামে আমাদের দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ আধুনিক কবির রচিত এমন ধরনের কবিতা সুস্থ জীবনবোধ, ন্যায়বিচার ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পরিপন্থী একটি জাহেলীপনার প্রকাশ নয় কি? এ জাতীয় কুরুচিময় সাহিত্যকে কি বলব আধুনিক সংস্কৃতি? যা কিনা জাতির ঐতিহ্য-চেতনার বিপরীত!

শ্রেষ্ঠ আধুনিক জাতীয় কবি হিসাবে স্বীকৃত গণ্য-মান্য সমাদ্রিত এই মহান (?) সাহিত্যসেবী জনাব শামসুর রহমান আধুনিকতার নামে শুধু অশ্লীলতার বহিঃপ্রকাশই ঘটিয়েছেন তা-ই নয়; বরং আধুনিক সংস্কৃতির ছদ্মাবরণে মুসলিম ঐতিহ্য-চেতনাকে হেয় প্রতিপন্ন করে স্বীয় কাব্য প্রতিভার উপর কলংকের কালিমা লেপন করেছেন। আযান সম্পর্কে তিনি লিখেছেন,

'মুয়াজ্জিনের ধ্বনি যেন ক্যানভাসের একটানা অলজ্জিত বেশ্যাবৃত্তি অলিগলিতে। কারা যেন বাস্তবিক কুলকুচি করে ফেলে দেয় স্বপ্ন, স্মৃতি, মেদ, মজ্জা সুন্দরের...'। ৩রা ফেব্রুয়ারী ২০০১ ইং তারিখ শনিবারে আয়োজিত এনজিওদের সমাবেশে শীর্ষ আয়োজকদের সাক্ষাৎকারে একুশে টেলিভিশনে শামসুর রহমান বলেন, 'আমাদের বাবা-মারা চুপে চুপে নামায ও কোরআন শরীফ পড়তেন; কিন্তু আমাকে কখনো নামায পড়তে বলেননি। ... নামায পড়ার সময় পাড়া মাত করে বেড়ায়, হৈচৈ করে নামাযে যায় মৌলবাদীরা'।[১২]

প্রিয় পাঠক! একটু ভেবে দেখুন! ইসলামের ভিত্তি যে পাঁচটি বিষয়কে কেন্দ্র করে প্রতিষ্ঠিত, তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ছালাত। আল্লাহ্‌র ভাষায় 'নিশ্চয়ই ছালাত মানুষকে অশ্লীলতা ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে' *(আনকাবূত ৪৫)*। সেই শ্রেষ্ঠ ইবাদতকে কটাক্ষ করে ইসলামের অনুসারীদের মর্মপটে আঘাত হেনে আধুনিক এই কবি কি মুসলিম ইতিহাস-ঐতিহ্য-সংস্কৃতি ধ্বংসের স্বপ্ন দেখেন?

শামসুর রহমান কি বিশ্বকবী শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত হীন মানষিকতাও অসাম্প্রদায়িকতার পরিচয় দিয়ে কবীর উত্তরসূরী হওয়ার স্বপ্ন দেখেন? রবীন্দ্রনাথ তার সমস্যাপূর্ণ 'কাবুলীওয়ালা' ও 'দুরাশা' গল্পে মুসলিম ছেলেদের জারজ, গুণ্ডা-বদমাশ, খুনী ও মুসলিম মেয়েদের হিন্দু ছেলেদের সাথে অবৈধ প্রণয়ে ব্যাকুল হিসাবে উপস্থাপন করেছেন। তাহ'লে এক্ষেত্রে আধুনিক কবি শামসুর রহমানকে কীভাবে দেখা যাবে?

ভারতবর্ষ শিল্প-সংস্কৃতি-সাহিত্যের দেশ। এই দেশের যুব সমাজের চরিত্র বিধ্বংসী শত শত শ্রেণীর নানা বর্ণের-গন্ধের উপস্থাপনায় যৌনাবেদনময় অশ্লীল ম্যাগাজিন, সাময়িকীসহ পর্ণো পত্রিকায় বাংলাদেশ সয়লাব হয়ে গেছে। অবশ্য পাশ্চাত্য সমাজের কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান অধিকারের স্বীকৃতি, অবাধ মেলামেশার পাশাপাশি পাঠ্য তালিকায় যৌন শিক্ষার অন্তর্ভুক্তি, দিগম্বর সংস্থা- সংগঠনের সৃষ্টি, পর্ণো সাহিত্য, পর্ণো ছবি, পর্ণো বিজ্ঞাপন ইত্যাদির

* বি,এ (অনার্স), ১ম বর্ষ, ইসলামিক ষ্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

১১. দৈনিক ইনকিলাব, ১৪ এপ্রিল ২০০২, পৃঃ ১০।

১২. তদেব।

প্রভাবেও বাংলাদেশের সাহিত্য-সংস্কৃতি প্রভাবান্বিত ও কলুষিত হচ্ছে।

এছাড়া বর্তমানে বাজারে এক শ্রেণীর কবি-সাহিত্যিকের গোপনীয় যোগসূত্র ও সেবায় (?) রমণীর 'রমণীয়' প্রতিকৃতি দ্বারা প্রচ্ছদ-সৌন্দর্যতার মাধ্যমে অশ্লীল সাহিত্যের পত্রিকা দোকানগুলিতে জমজমাট ব্যবসা হচ্ছে। ছদ্মবেশী সেসব লেখকদের যৌন সমাচারে ভরপুর প্রচ্ছদ কাহিনীর দৃষ্টি নন্দনতায় তরুণ সমাজ আকর্ষিত হয়ে বিপদগামী হয়ে পড়ছে প্রতিনিয়ত। ফলে সৃষ্টি হচ্ছে যাবতীয় অন্যায়-অশ্লীলতা আর অনাচারের।

আমেরিকার এক প্রসিদ্ধ পত্রিকা মার্কিন সভ্যতার বর্তমান দুঃখজনক অবস্থার মূল কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে লিখেছে যে, 'তিনটি শয়তানী শক্তি আছে যেগুলি এই সুন্দর পৃথিবীকে জাহান্নামে পরিণত করার কাজে লিপ্ত বা ব্যস্ত। (১) অশ্লীল বই ও পত্রিকা। যা কিনা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে আশঙ্কাজনক গতিতে সমাজ ও পরিবারে বেহায়াপনা বিস্তার করে চলেছে এবং দিন দিন এর প্রচার-প্রসারের তীব্রতা দ্রুতবেগে বেড়েই চলেছে। (২) টিভি ও সিনেমা। এ ধ্বংসাত্মক শক্তি দু'টি শুধু সমাজকে অবাধ যৌনাচারের প্রতিই উদ্বুদ্ধ করে না; বরং যৌনতার বাস্তব প্রশিক্ষণও প্রদান করে থাকে। (৩) মহিলার পতিত চারিত্রিক মান'।[১৩]

এছাড়া আধুনিক সংস্কৃতির নামে প্রচলিত শতশত রকমের বই, ম্যাগাজিন, মডেলিংয়ে নারীর আদিমতা প্রকাশে উদ্দীপ্ত নগ্নবক্ষা নারীর ছবি, চুম্বনরত যুগলের ছবি সম্বলিত প্রচ্ছদ আঁকা পত্রিকা, অশ্লীল বটতলার সাহিত্যসহ তৎসংশ্লিষ্ট যাবতীয় বিষয়াবলী সমাজের তারুণ্যদীপ্ত যুবকদেরকে ক্রমান্বয়ে মাস্তান-সন্ত্রাসী হ'তে উদ্বুদ্ধ করে।[১৪]

আধুনিক বাঙ্গালী লেখকদের মাঝে যে সাহিত্যিক রুচি তাতে অনেকখানিই অর্থাৎ বেশির ভাগ লেখকের ক্ষেত্রে তা ইংরেজী-পাশ্চাত্য সাহিত্য থেকে উদ্ভূত। শেক্সপীয়র, স্কট, চার্লস ডিকেন্স, শেলি-কিট্স, কার্লাইল-রাস্কিনের ধারায় পুষ্ট এটা অস্বীকার করা যায় না। আধুনিকতা পাশ্চাত্য সাংস্কৃতিক মনোভাবকে ব্যাখ্যা করে। আধুনিক সাহিত্য সৃষ্টির আড়ালে ক্রমান্বয়ে আমাদের সমাজ-সংস্কৃতি ও মনোজগৎ তো এক অশুভ ফলপ্রসূ দিক-ভ্রান্ত দিগন্তে নিক্ষেপিত হচ্ছে না?

সাহিত্য আমাদের জীবনের প্রকাশ এবং আমাদের স্বপ্নের জীবনের প্রতিচ্ছবি। আমাদের জীবন থেকে যে অভিজ্ঞতা আমরা লাভ করি এবং আমাদের স্বপ্নে যে আদর্শের ছবি আঁকি, তাকেই আমরা সাহিত্যে সুন্দর ভাষায় রূপ দেই। আধুনিক সংস্কৃতির উত্তরোত্তর মোড়লিপনা ও চর্চার মাধ্যমে আমরা যে আমাদের জাতিসত্তা, ইতিহাস-ঐতিহ্যকে বিসর্জন দিয়েছি তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না।

গ্লাডষ্টোনের সেই বিখ্যাত উক্তি আমরা মনে করতে পারি, কুরআন নিয়ে কমন্সসভায় তিনি ঘোষণা দেন, "So long as there is the book, there will be no peace in the world." এর অর্থ পরিষ্কারঃ মুসলমানকে কুরআন থেকে, ইসলামকে তার সাংস্কৃতিক শক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা এবং ইসলাম ও মুসলমানকে জীবনী শক্তিবিহীন করে তোলা। আর তখনই কেবলমাত্র সম্ভব পাশ্চাত্যের পক্ষে মুসলিম জনগণের উপর তাদের প্রভুত্ব বিস্তার করা।[১৫]

বাংলাদেশে বাস করে, মায়ের কোলে বসেই কি আজ আমরা দেশকে ভুলে যাবার মত আধুনিক সাহিত্যের চর্চায় এক মহা ষড়যন্ত্রের স্বীকার নই?

তৎকালীন ঔপনিবেশিক প্রশাসন সংক্রান্ত বৃটিশ মন্ত্রী গ্লাডষ্টোন বলেছিলেন, "So long as the Muslims have the Quran, we shall be unable to dominate them. We must either take it from them or make them lose their love." অর্থাৎ 'যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলমানরা আঁকড়ে থাকবে কুরআন ততক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব হবে না তাদের দমিয়ে রাখা, পরাভূত করা। তাই হয় তাদের থেকে কুরআন কেড়ে নিতে হবে, নয়তো তাদের হৃদয় থেকে মুছে ফেলতে হবে কুরআনের প্রেম, কুরআনের ভালবাসা'।[১৬]

আর লর্ড মেকলে বলেছিলেন এভাবেঃ

"We must at present do our best from a class, who may be interpreters between us and millions whom we govern a class of persons Indians in blood and colour but english in teste in openion in morals and intellect." অর্থাৎ 'বর্তমানে আমাদের অবশ্যই যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে যাতে এমন একটি গোষ্ঠী সৃষ্টি করা যায়, যারা আমাদের ও লাখ লাখ মানুষ যাদের আমরা শাসন করছি তাদের মধ্যে দূতের কাজ করতে পারে। এরা এমন এক ধরনের মানুষ হবে যারা রক্তে ও গাত্রবর্ণে হবে ভারতীয় কিন্তু মেজায, চিন্তা-চেতনায়, নৈতিকতা ও বুদ্ধিবৃত্তিতে হবে ইংরেজ'।[১৭]

সকলেরই জানা কথা, এটা তাদের চিন্তা ও পরিকল্পনার পর্যায়েই সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং তা কার্যকর করেছিল নিখুঁতভাবে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়নের মাধ্যমে, সাহিত্যের মাধ্যমে, সংস্কৃতির মাধ্যমে এবং আরও বহু পদ্ধতিতে।

আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রে কবি-সাহিত্যিকগণ তাদের কাব্য ও সাহিত্যে যত অধিক পরিমাণে নগ্নতা, ইসলামকে হেয় প্রতিপন্ন করার কবিতা, মুসলমানকে মৌলবাদী ও স্রষ্টার কর্মে এমনকি কুরআন শরীফেও ভুল আছে বলে কলম চালাতে পারবেন, তিনি তত বেশী আধুনিক-স্মরণীয় বরণীয়। আধুনিক সাহিত্য সংস্কৃতির নামে তাহ'লে আমরা কোন পথে অগ্রসর হচ্ছি?

'সাহিত্য ধর্ম' প্রবন্ধে জনৈক কবি ইউরোপীয় আধুনিক শিল্প-সাহিত্যের অন্ধ অনুকরণের জন্য এদেশের সাহিত্যিকদের সমালোচনা করেছিলেন। নরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত

---

১৩. মুহাম্মাদ হাশেম, প্রবন্ধঃ বস্তাপচা সংস্কৃতির কবলে বনী আদম, মাসিক আত-তাহরীক, ৫ম বর্ষ, ৭ম-৮ম সংখ্যা, এপ্রিল-মে ২০০২, পৃঃ ৩০।

১৪. বিস্তারিত জানার জন্য দেখুনঃ জহুরী, মস্তানদের জবানবন্দী, পৃঃ ৪৭-৬৯।

১৫. দৈনিক ইনকিলাব, ৯ আগষ্ট ২০০২, পৃঃ ১২।

১৬. তদেব, ১১ মে ২০০০, পৃঃ ১১।

১৭. তদেব।

তার সমালোচনা করে লিখলেনঃ

'.... আজ বিশ্বব্যাপী ভাব বিনিময়ের দিনে বিলাতে যেটা ঘটিয়াছে, সে সম্বন্ধে আমরা নিরপেক্ষ থাকিতে পারি কি? যে হাট আজ পশ্চিমে বসিয়াছে তাতে আমাদের সওদা করিবার অধিকার কোনও প্রতীচ্যবাসীর চেয়ে কম নয়'।

শরৎচন্দ্র নরেশচন্দ্রের এই বক্তব্যকে পূর্ণ সমর্থন করে লিখেছেন, '... পশ্চিমের কি উত্তরের, উহা বড় কথা নয়, স্বদেশের কি বিদেশের তাহাও বড় কথা নয়, বড় কথা ইহা ভাষার ও জাতির কল্যাণকর কি-না। ...অতএব, সাহিত্যিকের শুভবুদ্ধি যদি কল্যাণের নিমিত্তেই ইহার আমদানী প্রয়োজনীয় জ্ঞান করেন, এমন কেহই নাই যাহার কণ্ঠ রোধ করিতে পারে'।[১৮]

তাহ'লে নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে উক্ত কথার প্রেক্ষিতে বলা যায়, সাহিত্যে যা কিছু ভাল-কল্যাণকর, তা গ্রহণীয়। যা কিছু অশুভকর, খারাপ-অকল্যাণজনক তা পরিত্যাজ্য। হোক তা দেশী/বিদেশী। কিন্তু আমরা কি ভালটা গ্রহণ করছি? নাকি বিদেশীদের অশুভ দিকটা গ্রহণ করে সেগুলি অনুকরণ, অনুসরণ করে পথ চলছি।

স্যাটেলাইট সংস্কৃতিঃ

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উৎকর্ষের ধারাবাহিকতার আশীর্বাদে আমরা নব যুগের নিত্য-নতুন তথ্যসমৃদ্ধ পৃথিবীর প্রগতির আলোয় আধুনিক জীবনের ছোঁয়া পেয়েছি। প্রগতির উৎকর্ষতা জীবনে এনেছে যাবতীয় সমৃদ্ধপূর্ণ বিনোদন। কিন্তু আমরা কি কল্যাণকর আধুনিক সংস্কৃতির আড়ালে অপকল্যাণে হাবুডুবু খাচ্ছি না? প্রগতি সম্পর্কে আমাদের ধারণা কি? প্রগতি বা আধুনিক সাংস্কৃতিক উন্নয়নের মানদণ্ড কি আমরা বিশ্লেষণ করেছি?

আমাদের দেশে এখন স্যাটেলাইট কানেকশনে লব্ধ। ডিশ-এন্টেনা সাংস্কৃতিক জীবনের গতি ও মতিতে এনেছে আধুনিক পরিবর্ধনশীল রূপরেখা। কিন্তু এই ডিশ-কালচার কি আমাদের কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনে, মানবীয় গুণের প্রয়াস সাধনে ইতিবাচক, কল্যাণমূলক অবদান রাখছে?

সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ডিশ-এন্টেনার কালচার বা সংস্কৃতি প্রকারান্তরে আমাদের অকল্যাণই বয়ে আনছে। আধুনিক সংস্কৃতির ডামাডোলে হারিয়ে আমরা আজ সত্যিই লর্ড মেকলের পূর্বোল্লেখিত মনোভাব-ষড়যন্ত্র বা অশুভ প্রত্যাশা বাস্তবায়ন করেছি এবং করে চলেছি, এতে কোন সন্দেহ নেই।

ডিশ-এন্টেনার রিমোট আমার হাতে। বোতাম টিপে আমি ঠিকই ইচ্ছেমত চ্যানেল আনছি ফলে পর্দার স্ক্রীনে প্রদর্শিত দৃশ্য, ঘটনা আমার মন-মেজায, চিন্তা-বুদ্ধিকে যথাযথভাবে উপর্যুপরি ধোলাই করে আমার ধর্মের স্বকীয়তা, ঐতিহ্য ও আদর্শ ধ্বংসে মোক্ষম হাতিয়ার স্বরূপ কাজ করছে।

আধুনিক সংস্কৃতির ডামাডোলে নিক্ষেপ করে মুসলমানের চিরন্তন শত্রু পশ্চিমা জগত মুসলিম জাতিকে সমূলে ধ্বংস করে দেয়ার জন্য নগ্নতা, ধর্মীয় বিকৃত কালচার ও বেহায়াপনাপূর্ণ বিভিন্ন কর্ম-উপস্থাপনা সারা বিশ্বে নানাভাবে ছড়িয়ে দিচ্ছে সুকৌশলে।

মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ভাষণদানকালে বলেছিলেন, 'পশ্চিমা জগত প্রচার মাধ্যমের সহায়তায় অশ্লীল ও মারদাঙ্গা ছবি গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে দিচ্ছে। প্রচার মাধ্যমগুলিতে শুধু বিকৃত ছবিই প্রচার করা হচ্ছে না, আমাদের উপলব্ধি-ক্ষমতাও নস্যাৎ করে দেয়া হচ্ছে। অতীতে পশ্চিমা মিশনারীগুলি দর্শন প্রচারে নিয়োজিত থাকত। বর্তমানে প্রচার মাধ্যমে আমাদের কাঙ্খিত মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি ধ্বংস করে দিচ্ছে'।[১৯]

ডিশ-এন্টেনার বহুল প্রচারিত বিভিন্ন চ্যানেল পরিবেশিত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যে সমস্ত বিষয়াবলী দেখানো হয়, সেগুলির বৈশিষ্ট্য হচ্ছেঃ

উদ্ভট, অকল্পনীয়, অবাস্তব সিরিজ, সেমি-নগ্ন, অর্ধনগ্ন, পূর্ণনগ্ন মডেল ও অভিনেত্রীর দেহায়বয়ব, নাচ ও গান, যৌন চর্চার বাহারী স্টাইলের নিত্য নতুন অসংখ্য পদ্ধতি, লোমহর্ষক খুন-হত্যা-কিডন্যাপ, ব্যক্তি ও সমাজ বিধ্বংসী কাহিনীর প্রশিক্ষণমূলক ছবি, নারী-পুরুষের বিভেদহীন জীবনাচরণ, বিভিন্ন ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডসহ অসংখ্য দৃশ্য। যার প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে আমাদের সমাজের কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতী অকল্যাণমূলক কাজে জড়িয়ে সামাজিক জীবনকে নষ্ট করছে। সুষ্ঠু-সুন্দর, সুশৃংখল জীবন বিধ্বংস হয়ে দুর্বিষহ জীবন যাপনে আমাদের নাভিশ্বাস উঠছে প্রতিনিয়ত।

ডিশ-এন্টেনার ক্ষতিকর প্রভাবঃ

তথাকথিত আধুনিক সংস্কৃতির সর্বোৎকৃষ্ট ইলেকট্রিক মিডিয়া ডিশ-এন্টেনার সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের কতিপয় অপূরণীয় ক্ষতিকর প্রভাব সমূহ নিম্নরূপঃ

- ❒ মুসলিম সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, আদর্শিক স্বতন্ত্র্যতার বিলোপ সাধন।
- ❒ সামাজিক জীবনে পরিশীলতার উচ্ছেদ।
- ❒ মানষিক উন্নত চিন্তা-চেতনায় বৈরী প্রভাব।
- ❒ দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতা সৃষ্টি।
- ❒ শরীরের অভ্যন্তরে মারাত্মক রোগের উত্থান।
- ❒ আল্লাহদ্রোহীতে সমর্থন পরায়ণ হওয়া ও ভোগবাদী জীবনে নির্ভরশীলতা।
- ❒ নৈতিক অনুভূতির বিলুপ্তি ও সৃজনশীল চেতনায় বিরোধ।
- ❒ লজ্জাশীলতা, শ্রদ্ধাবোধ, মমত্ববোধপূর্ণ আচরণের বিলুপ্তি।
- ❒ জাতীয় উন্নয়ন ও গর্বিত জাতির ক্রমান্বয়ে অধঃপতন।
- ❒ সামাজিক অনাচার, ব্যভিচার, ধর্ষণ, অপহরণ বৃদ্ধি।

---

১৮. সংস্কৃতি ও অপসংস্কৃতি, পৃঃ ৩৪।

১৯. মুহাম্মাদ আজাদুর রহমান, প্রবন্ধঃ আধুনিক সংস্কৃতি ও তার পরিণতি, মাসিক আত-তাহরীক, ২য় বর্ষ, ১২তম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর '৯৯, পৃঃ ১৯।

❒ ধর্মীয় অনুভূতির বিষয়ে অনাগ্রহ ও বিকৃত কালচারে আগ্রহ।

❒ বিশ্ব শান্তি, মানবীয় ভ্রাতৃত্ববোধ, পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতায় দ্বিমত সৃষ্টি।

❒ ব্যক্তিগত স্বার্থ, ভোগবিলাস, স্বেচ্ছাচারিতা, যুলুম-শোসনে তৎপর হওয়া।

❒ There is no God 'আল্লাহ বলে কেউ নেই' মন্ত্রে আস্থা অর্জন ও উদ্দেশ্যহীন জীবন যাপনে উদ্বুদ্ধ হওয়া সহ অনেক ক্ষতিকর দিক রয়েছে।

তবে আন্তর্জাতিক খবরাখবর, দেশ-বিদেশের অনেক কিছুই ডিশ-এন্টেনার বদৌলতে আমরা অবলোকন করে থাকি। কিন্তু এর নেতিবাচক প্রভাব বিস্তারকারী বিষয়াবলীর সুদূরপ্রসারী ক্ষতিকর দিকগুলি হতে অধিকতর নিম্ন পর্যায়ের সেগুলি।

শব্দ-সংস্কৃতিঃ

আধুনিক সংস্কৃতির আবডালে লুক্কায়িত রয়েছে আর এক ছোবল মারার সেরা হাতিয়ার 'শব্দ-সংস্কৃতি'। শব্দ-সংস্কৃতি আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের কথায় ও লেখায় নিরন্তর ছোবল মারছে। সংস্কৃতির পরিশীলিত পরিমণ্ডলের এক বৃহদাংশকে এই শব্দ-সংস্কৃতি প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে গ্রাস করছে। নিম্নে আগ্রাসন সৃষ্টিকারী কতিপয় শব্দাবলী তুলে ধরা হ'লঃ-

'বিসমিল্লায় গলদ'। এর ব্যবহারিক অর্থ হচ্ছে- সূচনাতেই ভুল বা ত্রুটি। ইসলামে বিসমিল্লাহর গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ এতে গভীর অর্থবহ ভাব ও কল্যাণ নিহিত রয়েছে। রয়েছে বরকতপূর্ণ সফলতা, যা প্রত্যেক মুসলমানই জানেন। মহানবী (ছাঃ) তাঁর জীবদ্দশায় সমস্ত কাজের সূচনা 'বিসমিল্লাহ' দ্বারা করেছেন। কারণ 'বিসমিল্লাহ' দিয়ে কাজের সূচনা করলে তাতে আল্লাহ বরকত ও কল্যাণ দেন। কাজের জটিলতা দূর করে সহজভাবে সম্পাদনে সহায়তা করেন। আর তাছাড়া পবিত্র কুরআন মাজীদের একটি মাত্র সূরা ছাড়া সকল সূরা-ই বিসমিল্লাহ দ্বারা শুরু হয়েছে। এই বরকতময় 'বিসমিল্লাহ' শব্দে কিভাবে গলদ থাকতে পারে? এটা কি আধুনিক সংস্কৃতিবোধক শব্দ? এই শব্দে যদি গলদ থাকে, তাহ'লে শুদ্ধ আছে কোথায়?

বিসমিল্লায় গলদ যেমন বলা ঠিক নয়, তেমনি আরও কতিপয় শব্দ রয়েছে সেগুলি ব্যবহার করা অনুচিত। যেমন- অগ্নিকন্যা/অগ্নিপুরুষ, অর্ঘ্য (হিন্দু সম্প্রদায়ের পূজার উপকরণ), অপ্সরা/অপ্সরী (স্বর্গীয় বেশ্যা), আপামর (পাপিষ্ঠ, নরাধম, মূর্খ) ইত্যাদি। যা আমাদের সমাজে ব্যাপকভাবে প্রচলিত রয়েছে। এগুলি জ্ঞাতে/অজ্ঞাতে ব্যবহারের মাধ্যমে অনেক ক্ষতি হয়ে থাকে, হয়ত বোধগম্যে সেটা আসে অথবা আসে না।[২০]

২০. শব্দ-সংস্কৃতির আগ্রাসন সম্বন্ধে বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ জানার জন্য দেখুনঃ জহুরী, শব্দ-সংস্কৃতির ছোবল (ঢাকাঃ তাসনিয়া বই বিতান, ২০০০)।

মডেলিং সংস্কৃতিঃ

আমাদের দেশে পণ্যের প্রসার ও প্রচারের জন্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠান দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক পত্র-পত্রিকাসহ রেডিও, টেলিভিশনে বিজ্ঞাপন দেয়। তথ্য প্রযুক্তির এ যুগে পণ্যের খবর দ্বারে দ্বারে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে প্রধান হাতিয়ার হিসাবে কিন্তু পণ্য নয়; বরং নারীকে ব্যবহার করা হচ্ছে। পণ্যের বিজ্ঞাপনে নারীকে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়, যাতে অবস্থাদৃষ্টে বোধ হ'তে বাধ্য যে, ব্যবসা বা পণ্য বাণিজ্যিক বিষয় নয়। নারী-ই পণ্য এবং নারী-ই ব্যবসা-বাণিজ্যের একমাত্র প্রচার মাধ্যম।

অনেকদিন পূর্বে ষ্টুয়ার্ড হেণ্ডারসন ব্রিট বলেছিলেন, 'বিজ্ঞাপন না দিয়ে ব্যবসা করা আর অন্ধকারে কোন সুন্দরী নারীর দিকে চেয়ে মিষ্টি হাসা একই কথা। আপনি কী করছেন, আপনিই জানেন। অন্য কেউ জানে না'।

উক্ত মতের সারকথাঃ সুতরাং ব্যবসা করতে হ'লে বিজ্ঞাপন দিন। আর হয়ত তাই সেই সূত্রেই দেখা যায়, সাবান, ব্লেড, সিমেন্ট, ইট, চেয়ার, লবন, পোশাক, পাওডার, পেইন্টিং রং ইত্যাদি পণ্যে সুন্দরী মডেল কন্যারা তাদের দেহের রূপের পসরা খুলে লোভনীয় চাহনী মেলে উন্মুক্ত বাহু, এলোকেশ বিভিন্ন স্পর্শকাতর অঙ্গ-ভঙ্গী করে কণ্ঠস্বর, স্নিগ্ধ আকর্ষণীয় চাহনী, দেহসর্বস্ব ষ্টাইলে হেলে দুলে পণ্যের সুনাম গেয়ে দর্শকদের মাতিয়ে, মন ভুলিয়ে থাকেন। এতে পণ্যের গুণাবলীতে মুগ্ধ না হ'লেও মডেল কন্যার রূপে, দেহের প্রদর্শনীতে দর্শক বিমুগ্ধ, প্রভাবিত, প্রলোভিত, আলোড়িত, মোহিত, উদ্বেলিত, অনুপ্রাণিত, মাতোয়ারা, দিশেহারা, সর্বহারা হয়ে থাকেন।

মডেল কন্যাদের প্রয়োজন/চাহিদা এমনভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে যে, কোন প্রসাধন ও পণ্যের বিজ্ঞাপনে 'নারী বিহীন' প্রচার পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান মালিকদের নিকট অবাস্তব হয়ে উঠেছে।

মডেল কন্যাদের এই দেহসর্বস্ব মডেলিং বিজ্ঞাপনে প্রয়োগের ফলে তাদের রূপের সৌন্দর্য-সৌকর্য যুব সমাজকে মহান কিছুতে প্রেরণা যোগানোর বিপরীতে গুণ্ডা, বদমাশ, মাস্তান, লিবার্টাইন, নারী অপহরণকারী বানায়। এ সম্বন্ধে এক বিশিষ্ট মাস্তান তার মাস্তানির ইতিবৃত্ত তুলে ধরে বলেছিলেন, '... শুধু আমাকে নয়, অনেকেরই পদস্খলনের কারণ এ রূপনগরীর রূপসীরা। রূপসীদের রূপের আগুনে আমরা পতঙ্গের মত ঝাঁপ দিয়েছি। রূপের অগ্নিজ্বালা অন্তরে যে অস্থিরতা সৃষ্টি করেছে, তা কিন্তু আজও ঠাণ্ডা হয়নি। কবি বলেছেন, 'তুমি সুন্দর, তাই চেয়ে থাকি প্রিয়, সে কি মোর অপরাধ? এ যদি অপরাধ হয় তাহ'লে এর বিচার হবে কোন আদালতে'? শুরুতে বলেছি, এখনও বলছি, বিশ্বাস করুন, এ পর্যন্ত আমরা কোন সতী নারীর সতীত্ব নষ্ট করিনি, যে নারী তার সতীত্ব রক্ষায় সর্বদা সচেতন। বোরক্বা পরিহিতা কোন সুন্দরীর রূপ-সৌন্দর্য ভোগ করার জন্য বোরক্বার নেকাব আমরা খুলিনি। শালীন পোশাক পরিহিতা কোন ললনার মুখোমুখি হয়েও আমরা

কখনো কটু মন্তব্য করিনি। আমি মনে করি, যে নারী লজ্জা-শরম হারায়, সে সব হারায়। নারীর সতীত্ব দেহের কোন বিশেষ গোপন স্থানে নয়, নারীর সতীত্ব সারা অঙ্গে, মনে, চোখে-মুখে, চুলে-পায়ে, পেটে, পিঠে, চালচলনে, কথাবার্তায়, কৈশোরে-যৌবনে...'।[২১]

উল্লেখিত জবানবন্দীতে দিবালোকের ন্যায় এ বিষয়টি পরিস্ফুটিত হয় যে, মডেলিং সংস্কৃতি আমাদের ব্যক্তি-সমাজ ও জাতীয় জীবনে ইতিবাচক/নেতিবাচক, লাভজনক লোকসানমূলক কোন ভূমিকা রাখছে?

বাদ্য-বাজনা সংস্কৃতিঃ

সঙ্গীত ও বাদ্যযন্ত্রের সুর মূর্ছনা সমাজে চিত্তবিনোদনের আকর্ষণীয় উপকরণ হিসাবে পরিগণিত। সমাজের সচেতন, সুরুচিবোধসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের নিকট তরঙ্গবিহীন সমুদ্র, জ্যোৎস্নাবিহীন চন্দ্র এবং উত্তাপবিহীন সূর্যের কোন অস্তিত্ব নেই, তেমনি প্রচলিত আধুনিক সংস্কৃতির নামে আধুনিক গানসহ অন্যান্য জীবনাভাষবিহীন সঙ্গীতের শ্রুতিকটু অস্তিত্বেরও কোন মূল্য নেই। বর্তমানের 'মডার্ণ কালচারাল ইরাতে' সমাজের যুব সম্প্রদায় শুধু নয়, সকল শ্রেণীর মানুষই রেডিও, রেকর্ড, টেলিভিশন, সিনেমা, পূজা প্যাণ্ডেল, ফ্যাশান শোতে আধুনিক উদ্ভট অপরিশীলিত গানের উৎপাত ও প্রতিক্রিয়ায় আক্রান্ত। সমাজের অনেক সঙ্গীত-পিয়াসী ব্যক্তিবর্গের ছেলেমেয়ে সহ ভাই-বেরাদার তথাকথিত সেই আধুনিক বাদ্য-বাজনা সংস্কৃতিকে ভালবাসে, শোনে, শেখে, গায়, নাচে। গানের তালে মাতোয়ারা হয়ে অনেকেই বিভ্রান্ত হয় এর প্রাণশক্তি ও কথামালার ব্যঞ্জনায়।

গান মিষ্টি কণ্ঠের স্নিগ্ধ-সুললিত মোহনীয় সুর-ঝংকার। গানের সুর, কথামালা ও বাদ্য-ঝংকারে থাকে মাদকতা, আকর্ষণ, মনোমুগ্ধকর বিনোদনের হাতছানি। যাতে শ্রোতা সহজেই এর সুর মূর্ছনায় মুগ্ধ-বিমোহিত হয়ে যায়। শ্রোতা হয়ে যায় দিশেহারা, মাতাল। অনেক সময় সুললিত কণ্ঠের অধিকারী/অধিকারিণীরা শ্রোতাদের মনোরঞ্জনের জন্য রূপ-সৌন্দর্যকে পুঁজি করে দেহ প্রদর্শনীর ক্ষেত্রে উদ্দীপ্ত-উৎসাহী হয়ে যায়। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য হ'ল- কণ্ঠস্বর ও দেহ অবয়বের চিত্তাকর্ষক সুর-প্রদর্শনীতে মানুষ ও মনুষত্যের স্তম্ভকে পর্যুদস্ত করে। বিষ দেহকে হত্যা করে, জীবনের অবসান ঘটায়। কিন্তু দেহ প্রদর্শনীও সেই বিষের মত সংহারক তা ক'জন বুঝার চেষ্টা করি?

নৃত্য-সঙ্গীত তথা গান ও নাচের আকর্ষণীয় অনিবার্য মোহসৃষ্টিকারী বিষয়গুলি আদিম কালের দেব-দেবীদের পূজা-উপাসনায় আত্মবিনোদনে নিবেদিত হ'ত। এটা বিধর্মী সমাজে পরিগণিত। সুষ্ঠু, সুন্দর জীবন ও পরিশীলিত সংস্কৃতির বিপরীতে মুসলিম সমাজে এমন সভ্যতা, আধুনিক সংস্কৃতির বিভীষিকা কি গ্রহণযোগ্য?

আমরা কি বিজাতীয় শাসকদের সংস্কৃতির ডামাডোলে বিভোর হয়ে নিজেদের ইতিহাস-ঐতিহ্য-আদর্শ বিসর্জন দিচ্ছি না? এই আধুনিক সংস্কৃতি কি আমাদের সুষ্ঠু রুচির বিপরীতে প্রতিনিয়ত চিন্তা-চেতনায়, মানষপটে অকল্যাণমূলক ঝঞ্ঝাটের দুয়ার খুলে দিচ্ছে না?

নারী স্বাধীনতা সংস্কৃতিঃ

প্রগতি আর বিজ্ঞানের উৎকর্ষের উন্নয়নের সাথে সাথে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধিত হয়েছে জীবনের মান ও দৈনন্দিন কার্যাবলীর সূচীতে। নারী-পুরুষকে সৃষ্টিগতভাবেই শারীরিক, মানষিক, কর্মক্ষেত্র এবং আরো অনেক বিষয়ে ভিন্ন বৈশিষ্ট্যাবলী দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। যুগের তালে আমাদের সমাজের নারী আজ মিছিল, মিটিং, সেমিনার, রাজপথ, খোলাপথ, বদ্ধপথ সবখানেই চলছে বুক উঁচিয়ে। পুরুষের ন্যায় সমান অধিকারের দাবিতে তারা সদা আন্দোলন করে যাচ্ছে। এতে বেশিরভাগই হিতে বিপরীত হচ্ছে, অথচ আমাদের নারীরা তা অনুধাবনে সচেষ্ট হচ্ছে না। পানির মাছকে ডাঙ্গায় তুলে রাখলে যেমন নানা প্রতিকূলতার উদ্ভব হয়, এক সময় মাছের জীবন নাশ হয় অনায়াসে; তেমনি নারীকে তার যথা-কার্যস্থান ও পরিবেশে না রাখলে তদ্রুপ এবং তদাপেক্ষা অধিক সমস্যা হয়ে থাকে।[২২]

বিবিধ সংস্কৃতিঃ

এছাড়া আমাদের সমাজে আধুনিক সংস্কৃতির অনেক বিষয়াবলী পালন করা হয়ে থাকে, যেগুলিতে সাময়িক কিছু ভাল-উপকারী আনন্দময় মনে হ'লেও এর ক্ষতিকর দিকটাই ব্যাপক। তন্মধ্যে মদ-জুয়া সংস্কৃতিসহ, ডিমাণ্ড, গীবত বা পরনিন্দা, যৌতুক, কু-ধারণা, সূদ, ঘুষ, কদমবুসী, জন্ম-মৃত্যু দিনে পালন, কুলখানি-চেহলাম, পীর ও কবর পূজাসহ অনেক সূক্ষ্ম বিষয়গুলি আধুনিক সংস্কৃতি হিসাবে পালন করা হয়, যা অবশ্য পরিত্যাজ্য।

সমাপনীঃ

সংস্কৃতি মানুষের জীবনের প্রতিদিনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। সংস্কৃতি ছাড়া জীবন অচল। আলোচনার প্রারম্ভে আমরা সংস্কৃতির যে সংজ্ঞা ও গুণাবলী উল্লেখ করেছি, আলোচিত বিষয়গুলিতে সে সমস্ত বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী পরিলক্ষিত হয় না, বিধায় এগুলি সংস্কৃতি নয়; বরং অপসংস্কৃতি। অধুনা শিক্ষিত অনেকেই মনে করেন, মুসলমানদের কোন সংস্কৃতি নেই। আসলে তা ঠিক নয়। মুসলমানের সংস্কৃতি প্রতিদিন ভোরে ঘুম ভাঙ্গার পর শুরু হয়, শেষ হয় সংস্কৃতির ভেতর দিয়েই। তাই আসুন! আমরা প্রকৃত সংস্কৃতিবান হই। প্রকৃত সংস্কৃতির পরিশীলিত আলোকছটায় জীবন-মন আলোকিত করি। আধুনিক সংস্কৃতির বিভীষিকাময় রাজ্য ছেড়ে মুসলিম সংস্কৃতি পালনে উদ্বুদ্ধ হই। আমাদের জীবন, সমাজ, দেশ সেই সংস্কৃতির বর্ণিল সুমন্ডিত সুনিয়ন্ত্রিত নব উত্থানের ভিত্তিতে হয়ে উঠুক সৃজনশীল। ইহকালীন ও পরকালীন জীবন হোক সাফল্যময়। সে-ই হোক প্রত্যাশা। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন! আমীন!!

---

২১. বিস্তারিত দ্রষ্টব্যঃ মস্তানদের জবানবন্দী, পৃঃ ১২১-৩৩।

২২. বিস্তারিত দ্রষ্টব্যঃ মাসুম আহমেদ, প্রবন্ধঃ প্রগতি ও নারী স্বাধীনতা, মাসিক নির্ঝর, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, আগষ্ট ২০০২, পৃঃ ২৯-৩১।

ছাহাবা চরিত

আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রাঃ)

*নূরুল ইসলাম**

উপক্রমণিকাঃ

যে তিনজন কবি ইসলাম প্রতিরক্ষার সংগ্রামে তাঁদের কাব্য-প্রতিভাকে উৎসর্গ করে 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কবি' অভিধায় অভিহিত হওয়ার বিরল কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন, তন্মধ্যে আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রাঃ) ছিলেন অন্যতম। তিনি ছিলেন অসি ও মসি যুদ্ধের এক দুরন্ত শার্দূল। বদর, ওহোদ, খন্দক, হুদায়বিয়া, খায়বার, মূতা প্রভৃতি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে একদিকে যেমন তিনি নির্ভীক সৈনিকের দায়িত্ব পালন করেন, অন্যদিকে কুরাইশ কবিদের ব্যঙ্গ-কবিতার যথাযথ উত্তর দিয়ে স্বীয় কাব্য-প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেন। কাফের কবিদের ব্যঙ্গ-কবিতার তিনি এমন দাঁতভাঙ্গা উত্তর দিতেন যে, তা তাঁদের উপর তীরের আঘাতের চেয়েও ভয়ংকর ছিল। তাই স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর কাব্য-প্রতিভার অকুণ্ঠ স্বীকৃতি দিয়েছেন।

নাম, উপনাম, উপাধি ও বংশ পরিচয়ঃ

নাম আবদুল্লাহ। উপনাম আবূ মুহাম্মাদ, আবূ আমর, আবূ রাওয়াহা।[১] উপাধি 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কবি' (شَاعِرُ الرَّسُوْلِ)।[২] বংশ পরিক্রমা হ'ল- আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা বিন ছা'লাবা বিন ইমরাউল ক্বায়স বিন আমর বিন ইমরাউল ক্বায়স আল-আগার বিন ছা'লাবা বিন কা'ব বিন আল-খাযরাজ বিন আল-হারিছ বিন আল-খাযরাজ আল-আনছারী আল-খাযরাজী।[৩]

তাঁর মাতার নাম কাবশা বিনতে ওয়াকিদ বিন আমর বিন আল-ইতনাবা।[৪] পিতা-মাতা উভয় দিক দিয়েই তিনি খাযরাজ বংশীয় ছিলেন।[৫]

ইসলাম গ্রহণ ও বায়'আতে আকাবা'য় অংশগ্রহণঃ

আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রাঃ) প্রথম আকাবায় অংশগ্রহণ করে ইসলাম গ্রহণ করেন। ১ম আকাবায় মদীনার যে ১২ জন নেতা রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে বায়'আত নেন, তাঁদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। দ্বিতীয় আকাবায়ও ৭৩ জন মদীনার আনছার-এর সাথে তিনি বায়'আত নেন।[৬]

ইসলামের খেদমতঃ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় হিজরত করার পূর্বে যখন মদীনাবাসী আবদুল্লাহ বিন ওবাইকে মদীনার শাসকের মুকুট পরানোর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছিল, তখন আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রাঃ) আবদুল্লাহ বিন ওবাই-এর ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে সবচেয়ে সজাগ ছিলেন। আবদুল্লাহ বিন ওবাই তার বিচক্ষণতাকে ইসলামের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে এতটুকু কসুর করত না। কিন্তু আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রাঃ)-এর সচেতনতার ফলে তার অধিকাংশ কৌশল ব্যর্থ হয়ে যায়। পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে যায় তার বিচক্ষণতার স্পন্দন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় হিজরতের পর আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রাঃ) ইসলামের সাহায্য-সহযোগিতা ও উহার ভিত্তিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে আনছার-এর মধ্যে অন্যতম ভূমিকা পালন করেন।[৭]

তিনি বদর, ওহোদ, খন্দক, হুদায়বিয়া, খায়বার প্রভৃতি যুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করেন।[৮] ওহোদ যুদ্ধ শেষে আবূ সুফইয়ান এবং তার সঙ্গীরা ফিরে যেতে শুরু করলে আবূ সুফইয়ান মুসলমানদেরকে লক্ষ্য করে বলেন, إن موعدكم بدر العام المقبل 'আগামী বছর বদরে আবার যুদ্ধ করার প্রতিজ্ঞা থাকল'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তখন একজন ছাহাবীকে বললেন, قل: نعم، هو بيننا وبينك موعد 'তুমি তাকে বলে দাও, ঠিক আছে। আমাদের ও তোমাদের মাঝে এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ে গেল'।[৯] এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার নিমিত্তে ৪র্থ হিজরীর শা'বান মোতাবিক ৬২৬ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনার ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রাঃ)-এর উপর ন্যস্ত করে বিঘোষিত বদর অভিমুখে রওয়ানা হন।[১০]

খায়বারের শাসনকর্তা ইহুদী ইয়ুসাইর বিন রিযাম সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জানতে পারেন যে, সে 'গাতফান' গোত্রের লোকদেরকে একত্রিত করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। এর সত্যাসত্য যাচাইয়ের জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রাঃ)-কে ত্রিশজন আরোহী সহ তার কাছে প্রেরণ করেন। তারা সেখানে গিয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে তোমার কাছে প্রেরণ করেছেন (এ সুসংবাদ সহ যে), তিনি তোমাকে খায়বারের

** বি,এ (অনার্স), ২য় বর্ষ, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

১. ইবনু হাজার আসক্বালানী, তাহযীবুত তাহযীব (বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিইয়া, প্রথম প্রকাশঃ ১৪১৫ হিঃ/১৯৯৪ খৃঃ), ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১৯০, রাবী ক্রমিক ৩৪২৯।
২. মোহাম্মদ গরীবউল্লাহ মাসরূর, কাতেবীনে ওহী (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় মুদ্রণঃ ১৯৯৭), পৃঃ ১৩৬।
৩. ইবনু হাজার আসক্বালানী, আল-ইছাবা (বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিইয়া, তাবি), ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৬৬, রাবী ক্রমিক ৪৬৬৭।
৪. তদেব।
৫. কাতেবীনে ওহী, পৃঃ ১৩৬।
৬. খালেদ মুহাম্মাদ খালেদ, রিজাল হাওলার রাসূল (বৈরুতঃ দারুল ফিকর, প্রথম প্রকাশঃ ১৪১৬ হিঃ/১৯৯৬ খৃঃ), পৃঃ ২০৬।
৭. তদেব।
৮. হাফেয ইবনু কাছীর, আল-বেদায়া ওয়ান-নেহায়া (বৈরুতঃ দারুর রায়ান লিত-তুরাছ, প্রথম প্রকাশঃ ১৪০৮ হিঃ/১৯৮৮ খৃঃ), ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২৫৭।
৯. শায়খ ছফিউর রহমান মুবারকপুরী, আর-রাহীকুল মাখতূম (রিয়াযঃ মাকতাবা দারুস সালাম, ১৪১৪ হিঃ/১৯৯৩ খৃঃ), পৃঃ ২৭৯।
১০. তদেব, পৃঃ ২৯৯।

শাসক নিযুক্ত করতে চান। সে ৩০ জন লোক নিয়ে বের হ'ল। প্রত্যেকের সাথে একজন করে মুসলিম অনুগামী পথ চলতে লাগল। যখন তারা খায়বার থেকে ৬ মাইল দূরে 'কারকারা নাইয়ার' (قرقرة نيار) গ্রামে পৌঁছল, তখন ইয়ুসাইর বিন রিযাম লজ্জিত হয়ে আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রাঃ)-এর তরবারীর দিকে তার হাত বাড়িয়ে দিল। তিনি তার চালাকী বুঝতে পেরে উষ্ট্রী থামিয়ে ইহুদী সম্প্রদায়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এক পর্যায়ে তিনি ইয়ুসাইরের পা কেটে ফেললেন। ইয়ুসাইরের হাতে ছিল সারাত পর্বত (جبال السراة)-এর এক ধরনের গাছের মাথা বাঁকানো লাঠি। সে উহা দ্বারা আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রাঃ)-এর মুখমণ্ডলে আঘাত করে ক্ষতের সৃষ্টি করল। অন্যান্য মুসলিম সৈন্যরা একজন ইহুদী ব্যতীত সবাইকে হত্যা করল। এ লড়ায়ে কোন মুসলমান নিহত হয়নি। আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রাঃ) মদীনায় ফিরে এলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার ক্ষতস্থানে থুথু লাগিয়ে দিলেন। ফলে সেখানে পুঁজের সৃষ্টি হয়নি এবং মৃত্যু অবধি এজন্য তিনি কষ্টও পাননি।[১১]

শাহাদতের অমীয় সুধা পানঃ

৮ম হিজরীর জুমাদাল উলা মোতাবেক ৬২৯ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট কিংবা সেপ্টেম্বর মাসে মূতা যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়।[১২] উল্লেখ্য, বর্তমানে মূতা পূর্ব জর্দান-এর কির্ক শহরের দক্ষিণে ১২ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত। মদীনা ও মূতার মধ্যে দূরত্ব প্রায় এগারশ' কিলোমিটার।[১৩]

উক্ত যুদ্ধের কারণ ছিল এই যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হারিছ বিন উমাইর আল-আয্‌দী (রাঃ)-কে তাঁর পত্র দিয়ে তদানীন্তন রোম সম্রাটের অধীন বছরার গভর্ণর শুরাহবীল বিন আমর আল-গাস্‌সানীর নিকট প্রেরণ করেন। শুরাহবীল প্রথমে তাঁকে বাধবার হুকুম দেয়। এরপর তাঁকে সামনে ডেকে শহীদ করে দেয়।[১৪]

প্রতিপক্ষের সঙ্গে মতবিরোধ যত তীব্র হোক, দূত হত্যার কখনো কোনদিন নিয়ম ছিল না। এটি ছিল এমন এক ঘটনা যা উপেক্ষা করা বা পাশ কাটিয়ে যাবার মত ছিল না। এটি ছিল দূতদের জন্য বিপদশঙ্কার কারণ এবং পত্র ও পত্র প্রেরক উভয়ের জন্য চরম অপমান। সুতরাং এ ধরনের ঔদ্ধত্য প্রদর্শনকারীকে শায়েস্তা করা যরূরী ছিল, যাতে (ভবিষ্যতে) দূতদের জীবন বিপন্ন না হয় এবং এ জাতীয় দুঃখজনক ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে।[১৫]

এতদুদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তিন হাযার সৈন্যের একটি বাহিনী প্রস্তুত করে নিলেন।[১৬] এটাই ছিল সবচাইতে বড় ইসলামী যোদ্ধা বাহিনী। এর পূর্বে আহযাব (খন্দক) যুদ্ধ ছাড়া অন্য কোন যুদ্ধে মুসলমানদের এত বড় বাহিনী সংগঠিত হয়নি।[১৭] সৈন্যবাহিনীতে মুহাজির ও আনছার-এর বড় বড় ব্যক্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর আযাদ করা দাস যায়েদ বিন হারিছা (রাঃ)-কে এ অভিযানের অধিনায়ক মনোনীত করেন।[১৮] সাথে সাথে তিনি এও বলেন যে,

إِنْ قُتِلَ زَيْدٌ فَجَعْفَرُ وَإِنْ قُتِلَ جَعْفَرُ فَعَبْدُ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ-

'যদি যায়েদ শহীদ হয়ে যায় তবে জা'ফর এবং জা'ফর শহীদ হ'লে আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা সেনাপতি হবেন'।[১৯]

সৈন্যদলের জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সাদা পতাকা বেঁধে তা যায়েদ (রাঃ)-এর হাতে সমর্পণ করলেন। অতঃপর তাঁদেরকে উপদেশ দিয়ে বললেন, 'হারিছ বিন উমাইর (রাঃ)-কে যে জায়গায় শহীদ করা হয়েছে সেখানে গিয়ে তথাকার অধিবাসীদেরকে ইসলামের দা'ওয়াত পেশ করবে। যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করে (তাহ'লে সেটাই হবে উত্তম)। অন্যথায় তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা করে যুদ্ধে লিপ্ত হবে।[২০] তিনি আরও বললেন,

أُغْزُوْا بِسْمِ اللهِ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ مَنْ كَفَرَ بِاللهِ، لاَتَغْدِرُوْا، وَلاَتَغُلُّوْا، وَلاَ تَقْتُلُوْا وَلِيْدًا وَلاَ إِمْرَأَةً، وَلاَ كَبِيْرًا فَانِيًا، وَلاَ مُنْعَزِلاً بِصَوْمَعَةٍ، وَلاَ تَقْطَعُوْا نَخْلاً وَلاَ شَجَرَةً، وَلاَ تَهْدِمُوْا بِنَاءً-

অর্থাৎ 'আল্লাহ্‌র নামে আল্লাহ্‌র পথে আল্লাহ্‌র সাথে কুফরীকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো। সাবধান! অঙ্গীকার ভঙ্গ করো না, আমানতের খেয়ানত করো না, শিশু, মহিলা, বৃদ্ধ এবং গীর্জায় অবস্থানরত পুরোহিতদের হত্যা করো না। খেজুর কিংবা অন্য কোন বৃক্ষ কর্তন করো না এবং বাড়ী-ঘর ও অট্টালিকা বিনষ্ট করো না'।[২১]

মুসলিম সেনাবাহিনী যখন যাত্রার জন্য প্রস্তুত হ'ল তখন লোকেরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কর্তৃক নিযুক্ত সেনাপতিদেরকে বিদায়ী সালাম জানাতে এলে আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রাঃ) কেঁদে ফেললেন। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, 'আপনি

১১. *আল-বেদায়া ওয়ান-নেহায়া ৪/২২১-২২পৃঃ।*
১২. *আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃঃ ৩৮৭।*
১৩. *আবুল হাসান আলী আল-হাসানী আন-নাদভী, আস-সীরাহ আন-নাবাবিইয়াহ (জেদ্দাঃ দারুশ শুরূক, ৬ষ্ঠ সংস্করণঃ ১৪০৫ হিঃ/১৯৮৪ খৃঃ), পৃঃ ২৭৭, পাদটীকা-১ দ্রঃ।*
১৪. *ইবনুল ক্বাইয়িম আল-জাওযিইয়া, যাদুল মা'আদ (বৈরূতঃ মুওয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ২৭তম সংস্করণঃ ১৪১৫ হিঃ/১৯৯৪ খৃঃ), ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৮১।*
১৫. *আবুল হাসান নাদভী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৭৭।*
১৬. *ইবনু হিশাম, আস-সীরাহ আন-নাবাবিইয়াহ, তাহকীকঃ জামাল ছাবিত ও অন্যান্য (কায়রোঃ দারুল হাদীছ, প্রথম প্রকাশঃ ১৪১৬ হিঃ/১৯৯৬ খৃঃ), ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৯।*
১৭. *আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃঃ ৩৮৭।*
১৮. *আবুল হাসান নাদভী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৭৮।*
১৯. *বুখারী (বৈরূতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিইয়া, তাবি), ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১০৪, হা/৪২৬১ 'যুদ্ধ-বিগ্রহ' অধ্যায়, 'সিরিয়ায় সংঘটিত মূতা যুদ্ধ' অনুচ্ছেদ।*
২০. *শায়খ মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহ্‌হাব, মুখতাছার সীরাতির রাসূল (দামেশকঃ মাকতাবা দারুল ফীহা, প্রথম প্রকাশঃ ১৪১৪ হিঃ/১৯৯৪ খৃঃ), পৃঃ ৪২০।*
২১. *আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃঃ ৩৮৮।*

কাঁদছেন কেন'? তিনি বললেন, 'দুনিয়ার মোহে কিংবা তোমাদের মায়ায় কাঁদছি না। কিন্তু আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে কুরআনের একটি আয়াত পড়তে শুনেছি। যে আয়াতে জাহান্নামের উল্লেখ করে বলা হয়েছে-

وَإِنْ مِّنْكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا

'তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে তথায় (জাহান্নামে) পৌঁছবে না। এটা তোমার পালনকর্তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত' (*মারইয়াম ৭১*)। আমি বুঝতে পারছি না, জাহান্নামের পার্শ্বে যাওয়ার পর আমি কিভাবে তা থেকে মুক্তি পাব? তারা তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন,

صَحِبَكُمُ اللهُ وَدَفَعَ عَنْكُمْ، وَرَدَّكُمْ إِلَيْنَا صَالِحِيْنَ-

'আল্লাহ তোমাদের সঙ্গী হোন। তিনি তোমাদেরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করুন এবং আমাদের কাছে নিরাপদে ফিরিয়ে আনুন'। এর জবাবে আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রাঃ) নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করলেন-

لَكِنَّنِيْ أَسْأَلُ الرَّحْمَنَ مَغْفِرَةً + وَضَرْبَةً ذَاتَ فَرْغٍ تَقْذِفُ الزَّبَدَا

أَوْ طَعْنَةً بِيَدَىْ حَرَّانَ مُجْهِزَةً + بِحَرْبَةٍ تُنْفِذُ الْاَحْشَاءَ وَالْكَبِدَا

حَتَّى يُقَالَ إِذَا مَرُّوْا عَلَى جَدَثِيْ + أَرْشَدَهُ اللهُ مِنْ غَازٍ وَقَدْ رَشَدَ

অনুবাদঃ 'কিন্তু আমি পরম করুণাময়ের কাছে ক্ষমা চাচ্ছি আর কামনা করছি যেন (কাফিরদের) রক্তক্ষয়কারী ব্যাপক আঘাত হানতে সক্ষম হই। অথবা আমার (রক্ত) পিপাসু হাত দিয়ে বর্শার এমন আঘাত হানতে পারি, যা (শত্রুকে) দ্রুত মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিবে এবং তার কলিজা ও নাড়িভুঁড়ি ছিন্নভিন্ন করে দেবে। যেন আমার কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রমকারীরা বলতে পারে যে, এই ব্যক্তিকে আল্লাহ হেদায়াতের পথে চালিত করে 'গাযী' বানিয়ে দিয়েছিলেন এবং সে সুপথে চালিত হয়েছিল'।[২২]

অতঃপর বাহিনী রওয়ানা হ'ল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের সাথে কিছু দূর গিয়ে যখন তাদেরকে বিদায় দিয়ে ফিরে এলেন, তখন আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রাঃ) এই কবিতা আবৃত্তি করলেনঃ

خَلَفَ السَّلاَمُ عَلَى اَمْرِئٍ وَدَّعْتُهُ + فِى النَّخْلِ خَيْرَ مُشَيِّعٍ وَ خَلِيْلِ

'যে (মহান) ব্যক্তিকে বিদায় জানালাম, আল্লাহ সেই শ্রেষ্ঠ বন্ধু ও সর্বোত্তম বিদায়কারীকে খেজুরের বীথিতে সুখে-শান্তিতে রাখুন'।[২৩]

সেনাবাহিনী পথ চলতে চলতে সিরিয়ার 'মা'আন' (معان) নামক স্থানে যাত্রা বিরতি করল। সেখানে তারা জানতে পারলেন যে, রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস (هرقل) এক লক্ষ সৈন্য নিয়ে 'বালকা' (البلقاء) অঞ্চলের 'মাআব' (مآب) নামক স্থানে শিবির স্থাপন করেছে। লাখ্‌ম, জুযাম, বালকায়ন, বাহরা ও বালী গোত্রের আরো এক লাখ লোক তাদের সাথে যোগ দিয়েছে। তাদের নেতৃত্বে রয়েছে বালী গোত্রের এক ব্যক্তি। তার নাম মালেক বিন রাফেলা। মুসলমানরা এ সংবাদ জ্ঞাত হয়ে মা'আনে দু'দিন অবস্থান করে তাদের করণীয় সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলেন। অবশেষে তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হ'লেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে পত্র পাঠিয়ে শত্রু সেনার সংখ্যা জানাবেন। তিনি হয় আরো সৈন্য পাঠিয়ে তাদের সাহায্য করবেন, নচেত যা ভাল মনে করেন নির্দেশ দিবেন এবং সেই মোতাবেক তারা কাজ করবেন।

এমত পরিস্থিতিতে আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রাঃ) সেনাবাহিনীর লাইনের মাঝখান থেকে দিবসের আবির্ভাবের ন্যায় জেগে উঠলেন এবং দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেনঃ

يا قوم، والله إن التى تكرهون للتى خرجتم تطلبون: الشهادة، وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذى اكرمنا الله به، فانطلقوا فإنما هى إحدى الحسنين، إما ظهور وإما شهادة-

অর্থাৎ 'তোমরা যে শাহাদতের অমীয় সুধা পান করার উদগ্র বাসনায় যুদ্ধে বেরিয়েছিলে, সেই শাহাদত লাভ করাকেই এখন অপসন্দ করছ। (জেনে রাখ!) আমরা সংখ্যা কিংবা শক্তির ভিত্তিতে শত্রুর সাথে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হই না। আমরা সেই দ্বীনের শক্তিতে বলীয়ান হয়ে যুদ্ধ করি, যদ্দ্বারা আল্লাহ আমাদেরকে সম্মানিত করেছেন। অতএব (নির্ভীক চিত্তে) সামনে এগিয়ে যাও। বিজয় কিংবা শাহাদত এ দু'টোর যেকোন একটি অবশ্যই আমাদের জন্য নির্ধারিত আছে'।

তাঁর এই দৃপ্ত ভাষণ শুনে স্বল্পসংখ্যক মুসলিম সেনাবাহিনীর ঈমানের তেজ বৃদ্ধি পেল। তারা এই বলে শ্লোগান দিতে লাগলেনঃ قد والله، صدق ابن رواحة

'আল্লাহর কসম! ইবনু রাওয়াহা সত্য কথা বলেছে'।[২৪]

মুসলিম সেনাবাহিনী 'মা'আনে' দু'রাত্রি অতিবাহিত করার পর শত্রুদের মোকাবিলা করার জন্য সম্মুখ পানে অগ্রসর হ'তে হ'তে 'বালকা' নামক স্থানের 'মাশারিফ' গ্রামে হিরাক্লিয়াসের সৈন্যবাহিনীর সম্মুখীন হ'লেন। এরপর শত্রু সেনারা আরো নিকটবর্তী হ'লে মুসলিম সেনারা 'মূতা' প্রান্তরে অগ্রসর হয়ে সেখানে অবস্থান গ্রহণ করেন এবং সৈন্যদের শৃঙ্খলা বিন্যাস করা হয়। বাহিনীর ডান প্রান্তে

---

২২. সীরাত ইবনে হিশাম ৪/৯-১০ পৃঃ।
২৩. তদেব, ৪/১০ পৃঃ।
২৪. ডঃ মাহদী-রিযকুল্লাহ আহমাদ, আস-সীরাহ আন-নাবাবিইয়াহ ফী যাওয়িল মাছাদিরিল আছলিইয়াহ (রিয়াযঃ মারকাযুল মালিক ফায়ছাল, প্রথম প্রকাশঃ ১৪১২ হিঃ/ ১৯৯২ খৃঃ), পৃঃ ৫৪৪; রিজাল হাওলার রাসূল, পৃঃ ২০৮।

কুতবা বিন কাতাদা উযরী (রাঃ)-কে এবং বাম প্রান্তে উবাদা বিন মালেক আনছারী (রাঃ)-কে নিযুক্ত করা হয়।

এরপর 'মূতা' প্রান্তরে দুই দল মুখোমুখি হ'ল এবং কঠিন যুদ্ধ শুরু হ'ল। তিন হাযার সৈন্যের ক্ষুদ্র বাহিনী বনাম দুই লক্ষ সৈন্যের বিশাল বাহিনীর এক আশ্চর্য সমর তাণ্ডবলীলা বিশ্ববাসী বিস্ময়াভিভূত হয়ে প্রত্যক্ষ করছিল। কিন্তু (সৈন্য সংখ্যার এ অসম ব্যবধান সত্ত্বেও) যখন ঈমানের মৃদুমন্দ সমীরণ প্রবাহিত হ'ল, তখন বিস্ময়কর ঘটনাবলী প্রকাশ পেয়ে গেল।[২৫]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পরম প্রিয় যায়েদ বিন হারিছা (রাঃ) সর্বপ্রথম যুদ্ধের শ্বেত পতাকা গ্রহণ করেন এবং এমন উদ্দীপনা ও সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করেন যে, মুসলিম বীর সেনানী ছাড়া অন্য কোথাও এর দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে না। যুদ্ধ করতে করতে এক পর্যায়ে তিনি শত্রু সেনার বর্শার আঘাতে শাহাদতের পেয়ালায় অমৃত পান করে ভূমিতে লুটিয়ে পড়েন।[২৬] এবার জা'ফর বিন আবু তালেব (রাঃ) পতাকা তুলে নিলেন এবং যুদ্ধ করতে থাকলেন। যুদ্ধের চাপ বৃদ্ধি পেলে তিনি অশ্বপৃষ্ঠ থেকে নেমে উহার সামনের দু'পা কেটে দিলেন এবং মাটিতে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করতে লাগলেন। শত্রুর আঘাতে তাঁর দক্ষিণ বাহু বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। তিনি তখন বাম হাতে পতাকা ধরলেন। বাম হাতও কাটা পড়লে তিনি কর্তিত বাহুর অবশিষ্ট অংশ দিয়ে পতাকা জাপটে ধরলেন। এভাবে এই নির্ভীক যুবক জান্নাতের নে'মত সমূহের গান গাইতে গাইতে এবং শত্রুর সংখ্যাধিক্য, শক্তি, শান শওকত, আসবাবপত্র এবং পার্থিব বাহ্যিক আড়ম্বর ও সাজসজ্জাকে দু'পায়ে দলতে দলতে এই দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন।[২৭]

প্রসঙ্গত ঐতিহাসিক ইবনু হিশামের ভাষ্যটি এখানে উল্লেখ্য। তিনি বলেন, فكان جعفر أول رجل من المسلمين عقر فى الإسلام। অর্থাৎ 'মুসলমানদের মধ্যে জা'ফর (রাঃ)-ই প্রথম যোদ্ধা যিনি যুদ্ধক্ষেত্রে স্বীয় অশ্বের পা কেটে ফেলেন'।[২৮] আল্লামা ইবনুল ক্বাইয়িম আল-জাওযিইয়া (রহঃ)ও অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন।[২৯]

এরপর আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রাঃ) পতনোন্মুখ পতাকা নিজ হাতে তুলে নিলেন। যুদ্ধ তখন তুঙ্গে। মুষ্টিমেয় মুসলিম বাহিনী হিরাক্লিয়াসের বিশাল সেনাবাহিনীর ভীড়ে পথভ্রান্ত প্রায়। ইতিপূর্বে আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রাঃ) ছিলেন সাধারণ সৈনিক। কিন্তু এখন তিনি সেনাপতি। তার কাঁধে দায়িত্ব অনেক। রোমক বাহিনীর বিশাল সৈন্যসংখ্যা তাকে যেন দ্বিধা ও শংকাগ্রস্ত করে তুলল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই মন থেকে ভয়-ভীতির ভূত ঝেড়ে ফেলে চীৎকার দিয়ে তিনি আবৃত্তি করতে লাগলেন-

أَقْسَمْتُ يَا نَفْسُ لَتَنْزِلَنَّهْ + مَالِيْ أَرَاكَ تَكْرَهِيْنَ الْجَنَّةْ؟؟

يَا نَفْسُ إِلاَّ تُقْتَلِيْ تَمُوْتِيْ + هَذَاحِمَامُ الْمَوْتِ قَدْ صَلِيْتِ

وَمَا تَمَنَّيْتِ فَقَدْ أُعْطِيْتِ + إِنْ تَفْعَلِيْ فِعْلَهُمَا هُدِيْتِ

অনুবাদঃ 'আল্লাহর কসম! হে আত্মা! তোমাকে আজ রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হ'তেই হবে। তোমার কি হয়েছে যে, তুমি জান্নাতে (প্রবেশ করাকে) অপসন্দ করছ? হে আত্মা! আজ যদি নিহত না হও, তাহ'লেও তোমাকে একদিন মরতেই হবে। এটা (রণাঙ্গন) মৃত্যুর ঘর যাতে তুমি প্রবেশ করেছ। তুমি এ যাবত যা চেয়েছ তা পেয়েছ। এখন যদি ঐ দু'জনের (যায়েদ ও জা'ফর) মত কাজ কর, তাহ'লে সঠিক পথে চালিত হবে'।[৩০]

অতঃপর তিনি ঘোড়ার পিঠ থেকে নামলেন। তখন তাঁর এক চাচাতো ভাই এক টুকরো হাড্ডিজড়িত গোশত এনে তাঁকে দিয়ে বললেন, 'নাও, এটা খেয়ে একটু শক্তি অর্জন কর। কেননা তুমি এই ক'দিন অত্যধিক কষ্ট করেছ'। তিনি গোশতের টুকরাটা নিয়ে দাঁত দিয়ে কিছুটা ছিঁড়ে নিয়েছেন এমন সময় এক পার্শ্বে লোকজনের ভীষণ মারামারি হুড়োহুড়ির শব্দ শুনতে পেলেন। তখন তিনি বললেন, وانت فى الدنيا অর্থাৎ 'আমি বেঁচে থাকতে (এমনটি হ'তে দেব না)'। তিনি গোশতের টুকরাটা ছুড়ে ফেলে তরবারী হাতে অগ্রসর হ'লেন এবং যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন।

এরপর বনু আজলান গোত্রের ছাবিত বিন আরক্বাম পতাকা হাতে নিয়ে বললেন, 'হে মুসলমানগণ! তোমরা সর্বসম্মতভাবে তোমাদের মধ্য থেকে একজনকে সেনাপতি মনোনীত কর'। সবাই বলল, 'আপনিই আমাদের সেনাপতি'। তিনি বললেন, 'আমি এ দায়িত্ব পালনে সক্ষম নই'। তখন মুসলমানগণ খালিদ বিন ওয়ালীদ (রাঃ)-কে সেনাপতি মনোনীত করলেন। তিনি পতাকা হাতে নিয়ে বীর বিক্রমে লড়াই করতে লাগলেন। আল্লাহ তাঁর হাতেই মুসলমানদের বিজয় দান করলেন।[৩১]

কাব্য-প্রতিভাঃ

আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রাঃ) ছিলেন বিশাল কাব্য-প্রতিভার অধিকারী অন্যতম 'মুখাযরাম' কবি। উল্লেখ্য, যিনি জাহেলী ও ইসলামী উভয় যুগে কাব্যচর্চা করেছেন আরবী সাহিত্যের পরিভাষায় তাঁকে 'মুখাযরাম' বা 'যুগ্মকালীন' কবি বলা হয়।[৩২]

২৫. আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃঃ ৩৮৯।
২৬. তদেব।
২৭. আবুল হাসান নাদভী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৭৯।
২৮. সীরাত ইবনে হিশাম ৪/১৩ পৃঃ।
২৯. যাদুল মা'আদ ৩/৩৮৩ পৃঃ।
৩০. রিজাল হাওলার রাসূল, পৃঃ ২০৮।
৩১. সীরাত ইবনে হিশাম ৪/১৫ পৃঃ।
৩২. আহমাদ আল-হাশেমী, জাওয়াহিরুল আদব (মিসরঃ আল-মাকতাবাতুত তিজারিইয়াতুল কুবরা, তাবি), ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৩৫, পাদটীকা-১ দ্রঃ।

জাহেলী যুগে তিনি কবি ক্বায়স বিন খাতীম-এর বিরুদ্ধে কবিতা রচনা করতেন। কিন্তু ইসলাম গ্রহণের পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রশংসাগাঁথা এবং মুশরিক কবিদের ব্যঙ্গ-কবিতার দাঁতভাঙ্গা জবাব দান তাঁর কবিতার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হয়।[৩৩]

তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অন্যতম কবি। তাবেঈ বিদ্বান ইবনু সীরীন বলেন,

كان شعراء رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة، حسان بن ثابت وكعب بن مالك-

অর্থাৎ 'আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা, হাস্সান বিন ছাবিত এবং কা'ব বিন মালেক (রাঃ) ছিলেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কবি'।[৩৪]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দা'ওয়াতী সাফল্যে ঈর্ষান্বিত হয়ে মক্কার কাফেররা তাদের ৪ কবি- আবূ সুফইয়ান বিন হারিছ বিন আবদুল মুত্তালিব, আবদুল্লাহ বিন যিবা'রাহ, আমর ইবনুল আছ ও যেরার বিন খাত্তাব আল-ফিহরীকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাব্য-যুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছিল।[৩৫]

এসব কবির রচিত ব্যঙ্গ-কবিতা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীগণকে অত্যন্ত পীড়া দিত। তাই কাটা দিয়ে কাটা তোলার জন্য যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাহাবী কবিগণকে উদাত্ত আহ্বান জানালেন, তখন জীবন্ত শার্দূল আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রাঃ) এগিয়ে এলেন কাব্য সমরে। তিনি কুফরী প্রসঙ্গের অবতারণা করতঃ কাফেরদেরকে ভর্ৎসনা করে কবিতা রচনা করতেন।[৩৬]

ইবনু সীরীন বলেন, كان حسان وكعب يعارضان المشركين بمثل قولهم بالوقائع والأيام والمآثر- وكان ابن رواحة يعيرهم بالكفر، وينسبهم إليه، فلما أسلموا وفقهوا، كان اشد عليهم-

অর্থাৎ 'হাসসান ও কা'ব (রাঃ) মুশরিকদের ন্যায় যুদ্ধ-বিগ্রহ ও কীর্তির উল্লেখ করে তাদের বিরোধিতা করতেন। আর ইবনে রাওয়াহা (রাঃ) কুফরী প্রসঙ্গের অবতারণা করে তাদেরকে ভর্ৎসনা করতেন এবং কুফরীকে তাদের দিকে সম্পৃক্ত করতেন। ইসলাম গ্রহণ এবং দ্বীনের জ্ঞানে জ্ঞানী হওয়ার পর আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রাঃ) তাদের বিরুদ্ধে (কবিতা রচনায়) অত্যন্ত কঠোর ছিলেন'।[৩৭]

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) 'উমরাতুল ক্বাযা' পালনের জন্য মক্কায় প্রবেশ করেন। তখন আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রাঃ) তাঁর সামনে দিয়ে হাঁটছিলেন আর গাইছিলেন-

خَلُّوْا بَنِى الْكُفَّارِ عَنْ سَبِيْلِهِ
اَلْيَوْمَ نَضْرِبْكُمْ عَلَى تَنْزِيْلِهِ
ضَرْبًا يُزِيْلُ الْهَامَ عَنْ مَقِيْلِهِ
وَيُذْهِلُ الْخَلِيْلَ عَنْ خَلِيْلِهِ

অনুবাদঃ 'কাফেরের বংশধররা! তাঁর [রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)] পথ ছেড়ে দাও। (নইলে) আজ কুরআনের মর্মানুযায়ী তোমাদেরকে এমনভাবে প্রহার করব যে, মাথার খুলি স্বীয় স্থান হ'তে বিচ্যুত হয়ে যাবে এবং বন্ধু বন্ধুকে ভুলে যাবে'। ওমর (রাঃ) তাঁকে বললেন, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর সামনে হারাম শরীফে তুমি কবিতা বলছ? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তখন বললেন, خَلِّ عَنْهُ، فَلَهُوَ أَسْرَعُ فِيْهِمْ مِنْ نَضْحِ النَّبْلِ 'ওমর! ওকে ছেড়ে দাও। ওর কবিতা ওদের (কাফেরদের) উপর তীরের আঘাতের চেয়ে দ্রুত আঘাত হানতে সক্ষম'।[৩৮]

তড়িৎ কবিতা রচনায় আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রাঃ) ছিলেন সিদ্ধহস্ত। একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁকে কবিতা রচনা করতে বললে তিনি তৎক্ষণাৎ রচনা করলেন-

إِنِّىْ تَفَرَّسْتُ فِيْكَ الْخَيْرَ اَعْرِفُهُ + وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اَنَّ مَا خَانَنِى الْبَصَرُ
اَنْتَ النَّبِىُّ وَمَنْ يُّحْرَمْ شَفَاعَتَهُ + يَوْمَ الْحِسَابِ أَزْرَى بِهِ الْقَدَرُ
يُثَبِّتُ اللّٰهُ مَا اٰتَاكَ مِنْ حُسْنٍ + تَثْبِيْتَ مُوْسَى وَنَصْرًا كَالَّذِىْ نُصِرُوْا

অনুবাদঃ 'আমি আপনার মধ্যে কল্যাণের সন্ধান পেয়েছি। আর আল্লাহ জ্ঞাত আছেন যে, আমার চক্ষু আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেনি। আপনিতো সেই নবী বিচার দিবসে যাঁর শাফা'আত থেকে যাকে বঞ্চিত করা হবে, সে তো দুর্ভাগা। আল্লাহ আপনাকে যে সুন্দর (বিধান) দিয়েছেন, তার উপর মূসা (আঃ)-এর ন্যায় অবিচল রাখুন এবং মূসা (আঃ)-এর সম্প্রদায়কে যেমনভাবে তিনি সাহায্য করেছিলেন, তেমনভাবে আপনাকেও সাহায্য করুন'।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এ কবিতা শুনে বললেন, 'হে ইবনে রাওয়াহা! আল্লাহ তোমাকেও অবিচল রাখুন'।[৩৯]

---

৩৩. *ওমর ফররূখ, তারীখুল আদাবিল আরাবী (বৈরূতঃ দারুল ইলম লিল-মালায়ীন, ৫ম সংস্করণঃ ১৯৮৪ খৃঃ), ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৬১-৬২।*

৩৪. *হাফেয শামসুদ্দীন যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (বৈরূতঃ মুওয়াস্সাসাতুর রিসালাহ, ৩য় সংস্করণঃ ১৪০৫ হিঃ/ ১৯৮৫ খৃঃ), ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৩৩।*

৩৫. *K.A. Fariq, History of Arabic Literature (Delhi: Vikas Publications, 1972), P. 112-113.*

৩৬. *জুরজী যায়দান, তারীখু আদাবিল লুগাতিল আরাবিইয়া (কায়রোঃ দারুল হেলাল, ১৯৫৭ খৃঃ), ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৭২।*

৩৭. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১/২৩৫ পৃঃ।*

৩৮. *ছহীহ নাসাঈ, তাহকীকঃ নাছিরুদ্দীন আলবাণী (রিয়াযঃ মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ১ম সংস্করণঃ ১৪১৯ হিঃ/ ১৯৯৮ খৃঃ), ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩০৫, হা/২৮৭৩, 'হজ্জের কাজ সমূহ ও তা পালনের স্থান' অধ্যায়, 'হারাম শরীফে কবিতা আবৃত্তি ও ইমামের সামনে দিয়ে হাঁটা' অনুচ্ছেদ।*

৩৯. *ইবনুল জাওযী, আল-মুনতাযাম ফী তারীখিল মুলূক ওয়াল উমাম (বৈরূতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিইয়া, তাবি), ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৫০।*

সেদিন তাঁর দ্রুত কবিতা রচনার দক্ষতা সম্পর্কে হিশাম বিন উরওয়া তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি প্রায়ই বলতেন, ما سمعت بأحد أجرأ ولا اسرع شعرا من عبد الله بن رواحة অর্থাৎ 'আমি আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রাঃ) ব্যতীত অন্য কাউকে অত সাহসিকতা ও দ্রুততার সাথে কবিতা আবৃত্তি করতে শুনিনি'।[৪০]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রশংসায় রচিত তাঁর সুন্দর কবিতাবলীর মাঝে অন্যতম হ'ল-

لَوْ لَمْ تَكُنْ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَةٌ + كَانَتْ بَدِيهَتُهُ تُنْبِيكَ بِالْخَيْرِ

'যদি আপনার নিকট নবুঅতের সুস্পষ্ট মু'জিযা বা প্রমাণ নাও থাকত; তথাপিও আপনার পবিত্র চেহারা আপনার রিসালাতের সাক্ষ্যের জন্য যথেষ্ট ছিল'।[৪১]

হাদীছ বর্ণনাঃ

আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও বেলাল (রাঃ) থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তাঁর থেকে আনাস বিন মালেক, আবূ হুরায়রা, ইবনে আব্বাস, নু'মান বিন বাশীর ও উসামা বিন যায়েদ (রাঃ) হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া আবদুর রহমান বিন আবী লায়লা, ক্বায়স বিন আবী হাযেম, উরওয়া বিন যুবাইর, আতা বিন ইয়াসির, যায়েদ বিন আসলাম, ইকরামা, বানূ নাওফেল গোত্রের মুক্ত দাস আবুল হাসান, আবূ সালামাহ বিন আবদুর রহমান প্রমুখ তাবেঈ তাঁর থেকে 'মুরসাল'* সূত্রে হাদীছ বর্ণনা করেছেন।[৪২]

চরিত্র-মাধুর্য ও মানাক্বিব (মর্যাদা)ঃ

আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রাঃ) ছিলেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিশিষ্ট কবি এবং অহি লেখক।[৪৩] তিনি ছিলেন প্রকৃত আল্লাহভীরু এক অনন্য ব্যক্তিত্ব। আবূ দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক প্রচণ্ড উষ্ণ দিনে আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে সফরে বের হ'লাম। (তখন তাপমাত্রা এতই প্রখর ছিল যে,) তাপমাত্রার প্রখরতা হেতু লোকেরা স্বীয় হাত মাথায় রাখছিল। (সেদিন) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ইবনে রাওয়াহা ব্যতীত আমাদের মধ্যে কেউ ছায়েম ছিলেন না।[৪৪]

তাঁর স্ত্রী বলেন, তিনি ঘর হ'তে বের হবার সময় দু'রাক'আত (নফল) ছালাত আদায় করতেন এবং ঘরে প্রবেশের পরও অনুরূপভাবে দু'রাক'আত (নফল) ছালাত আদায় করতেন। এ ছালাত তিনি কখনও পরিত্যাগ করেননি।[৪৫]

জিহাদের ময়দানের তিনি ছিলেন এক অতন্দ্র প্রহরী। ঐতিহাসিকদের ভাষ্য মতে, তিনি সর্বপ্রথম জিহাদে গমন করতেন এবং সবার পরে জিহাদের ময়দান থেকে ফিরতেন।[৪৬]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁকে অত্যধিক স্নেহ করতেন। একদা তিনি রোগাক্রান্ত হয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। (সংবাদ পেয়ে) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁকে দেখতে গেলেন এবং দো'আ করলেন,

اَللّٰهُمَّ إِنْ كَانَ أَجَلُهُ قَدْ حَضَرَ فَيَسِّرْهُ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَضَرَ أَجَلُهُ فَاشْفِهِ-

'প্রভু হে! যদি তাঁর মৃত্যু অত্যাসন্ন হয়, তবে তাঁর জন্য তা সহজ করে দিন। আর যদি না হয়, তবে তাকে রোগমুক্ত করুন'। এতে তিনি সুস্থ বোধ করেন।[৪৭]

যখন وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُوْنَ 'বিভ্রান্ত লোকেরাই কবিদের অনুসরণ করে' *(শু'আরা ২২৪)* এ আয়াত অবতীর্ণ হ'ল, তখন আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রাঃ) বললেন, আমি (মনে হয়) তাদের মধ্যে। তাঁর এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে মহান আল্লাহ إِلَّا الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ 'তবে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করেছে তারা ব্যতীত' *(শু'আরা ২২৭)* এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন।[৪৮]

উপসংহারঃ

পরিশেষে বলা যায়, আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রাঃ) ছিলেন আল্লাহর রাহে নিবেদিতপ্রাণ সদা জাগ্রত এক মর্দে মুজাহিদ। যিনি ২ লক্ষ রোম সেনার সাথে বীর দর্পে যুদ্ধ করে মৃত্যুর পেয়ালাকে হাসিমুখে বরণ করে নিয়ে প্রমাণ করে গেছেন-

شہادت ہے مطلوب ومقصود مؤمن
نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی

'শাহাদতই মুমিনের কাম্য ও লক্ষ্য
গণীমতের মাল কিংবা দেশ জয় নয়'।

---

৪০. তদেব।
৪১. আল-ইছাবা ৪/৬৭ পৃঃ।
** তাবেঈ ছাহাবীর নাম উল্লেখ না করে সরাসরি 'রাসূল (ছাঃ) বলেছেন অথবা করেছেন' এরূপ বললে, সে হাদীছকে 'মুরসাল' বলা হয়। দ্রঃ আবদুল করীম মুরাদ ও আবদুল মুহসিন আব্বাদ, মিন আতয়াবিল মিনাহ ফী ইলমিল মুছতলাহ (সঊদী আরবঃ মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, তাবি), পৃঃ ২৭।*
৪২. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১/২৩০-৩১; তাহযীবুত তাহযীব ৫/১৯০ পৃঃ; আল-ইছাবা ৪/৬৬ পৃঃ।
৪৩. যাদুল মা'আদ ১/১১৭ ও ১২৮ পৃঃ।
৪৪. বুখারী ১/৬০০ পৃঃ, হা/১৯৪৫ 'ছওম' অধ্যায়, ৩৫ নং অনুচ্ছেদ।
৪৫. আল-ইছাবা ৪/৬৬ পৃঃ; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১/২৩৩ পৃঃ।
৪৬. আল-ইছাবা ৪/৬৬ পৃঃ।
৪৭. তদেব।
৪৮. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১/২৩৩ পৃঃ।

চিকিৎসা জগৎ

ইউরোপ-আমেরিকার বাজারে মিসরীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানীর আবিষ্কৃত

কুরআনের ওষুধ

ডাঃ এহসানুল কবীর

সম্প্রতি সুইস এক ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানী এক ধরনের চোখের ওষুধ উৎপন্ন ও বাজারজাত করা শুরু করেছে। ওষুধটির নাম দেয়া হয়েছে 'কুরআনের ওষুধ' (Medicine of Quran)। ওষুধটি মূলতঃ চোখের ছানিপড়া (Cataract) রোগের উপশমে অতীব কার্যকরী বলে জানা গেছে। অতএব এখন আর চোখের ছানিপড়া (Cataract) রোগের জন্য সার্জারী বা চোখের উপর কাটাছেড়ার যন্ত্রণা পোহাতে হবে না। কাতারের জাতীয় দৈনিক পত্রিকা 'আর-রাইয়া (AR-RAYA) সম্প্রতি এই খবরটি প্রকাশ করেছে। উক্ত পত্রিকার বিবরণে জানা যায় যে, উল্লেখিত চোখের ওষুধটি তৈরী করেছেন একজন মিসরীয় মুসলিম চিকিৎসা বিজ্ঞানী যার নাম ডাঃ আবদুল বাসিত মুহাম্মাদ। মজার ব্যাপার হ'ল তিনি এই ওষুধটি তৈরী করেছেন মানুষের শরীরের ঘর্মগ্রন্থি (Sweat gland) থেকে অর্থাৎ আমাদের শরীরে যে গ্রন্থি (gland) থেকে ঘাম নিঃসৃত হয় সেই ঘামকে সিনথেসিস (Synthesis) করার মাধ্যমে। উল্লেখ্য, তার এই ওষুধ তৈরীর পিছনে রয়েছে পবিত্র আল-কুরআনের একটি সূত্র। ডাঃ আবদুল বাসিত মুহাম্মদ অবশ্য দৃঢ় আস্থার সাথে নিশ্চয়তা দিয়েছেন যে, চোখের ছানির ক্ষেত্রে উক্ত ওষুধটির কার্যকারিতা শতকরা ৯৯ ভাগ। তাছাড়া এ ওষুধের কোন প্রকার পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই বলে তিনি জানিয়েছেন। ইউরোপ ও আমেরিকার সরকার তার এই ওষুধকে ইতিমধ্যে তাদের দেশের জন্য রেজিষ্টার্ড করেছে। পাশাপাশি সুইস ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানীটি উক্ত চোখের ওষুধকে মলম (Ointment) ও ড্রপ (Drop) দু'ধরনের ওষুধ হিসাবে ইতিমধ্যেই বাজারজাত করেছে।

ডাঃ আবদুল বাসিত মুহাম্মাদ তার এই যুগান্তকারী ওষুধ সৃষ্টির রহস্য হিসাবে এক চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রদান করেছেন। তিনি বলেছেন, 'আসলে চোখের ছানিপড়া রোগের ওষুধ তৈরী করার জন্য আমি মহাবিজ্ঞানময় গ্রন্থ পবিত্র আল-কুরআন থেকে প্রেরণা পেয়েছি। ব্যাপারটা হ'ল, একদিন সকালে আমি সূরা ইউসুফ তেলাওয়াত করতে যেয়ে হঠাৎ একটি আয়াতের উপর আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ হ'ল। আয়াতটি খুব ভালোভাবে এবং বার বার তেলাওয়াত করলাম এবং এর তাৎপর্য গভীরভাবে অনুধাবন করার চেষ্টা করলাম। আয়াতটি হ'ল এই সূরার দশম রুকুর ৯৩তম আয়াত। উক্ত আয়াতটি হল, 'তোমরা আমার এই জামাটি নিয়ে যাও এবং আমার পিতার মুখমণ্ডলের উপর এটা রেখে দিও, এতে তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসবে'।

তিনি বলেন, 'ইউসুফ (আঃ)-এর জীবনী ও তাঁর ঘটনাবলী আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে। তার পিতা ইয়াকূব (আঃ) যখন পুত্র হারানোর শোকে কাঁদতে কাঁদতে দৃষ্টিশক্তিহীন হয়ে গেলেন, হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর সৎ ভাইয়েরা যখন তার কথামত তার জামাটি তার পিতা ইয়া'কূব (আঃ)-এর চোখের উপর বুলিয়ে দিল- অতঃপর তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলেন। ডাঃ আবদুল বাসিত মুহাম্মদ বললে, 'আমার চিন্তাটা এখানে এসে ধাক্কা খেল। চিন্তা করলাম তাহ'লে কী এমন শক্তি থাকতে পারে ঐ জামার মধ্যে যার ফলে ইয়া'কূব (আঃ) দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলেন। অনেক চিন্তা-গবেষণার পর অবশেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হ'লাম যে, ঐ জামার মধ্যে ঘাম ছাড়া আর কিছুই থাকতে পারে না বা থাকার কথা নয়। অর্থাৎ ইউসুফ (আঃ) যিনি দুনিয়ার সবচেয়ে সুদর্শন ব্যক্তি ছিলেন দীর্ঘদিন জামাটি ব্যবহারের কারণে তাঁর গায়ের ঘাম জামাতে লেগেছিল এবং তাই ঘামের শক্তির জোরেই ইয়া'কূব (আঃ) পুনরায় তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পান'। তিনি আরও বলেন, 'এরপর আমি ঘাম ও তার উপাদানসমূহ নিয়ে গবেষণায় লিপ্ত হ'লাম এবং পরবর্তীতে এটার ল্যাবরেটরী গবেষণার কাজে অগ্রসর হ'লাম। প্রথমে কতগুলি খরগোশের উপর আমি পর্যায়ক্রমে আমার পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা চালালাম এবং আশাতীত ক্রমান্বয়ে সাফল্যের দিকে এগিয়ে যেতে থাকলাম। অতঃপর পরবর্তী পদক্ষেপ হিসাবে আমি আরও সাহসের সাথে সামনের দিকে এগুলাম। আমি ২৫০ জন রোগীকে দু'সপ্তাহ ধরে দিনে দু'বার করে এই ওষুধ প্রয়োগ করে যেতে লাগলাম। সবশেষে আমি আমার ওষুধটির শতকরা ৯৯ ভাগ সাফল্য লাভে সক্ষম হ'লাম'। সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণার পর তিনি একটি সুইস ওষুধ কোম্পানীকে তার এই নব্য উদ্ভাবিত ওষুধ প্রস্তুতের অনুমোদন দেন। তবে তিনি অবশ্য শর্ত জুড়ে দেন উক্ত কোম্পানীকে এই ওষুধের নামকরণ করতে হবে 'কুরআনের ওষুধ' (Medicine of Quran) এবং এ নামেই তা বাজারজাত করতে হবে। উক্ত কোম্পানী ডাঃ আবদুল বাসিত মুহাম্মাদের এই শর্ত মেনে নিয়ে উক্ত ওষুধ বাজারজাত করছে, যা এখন ইউরোপ ও আমেরিকার বাজারে দেদারছে চলছে।

॥ সূত্রঃ ইন্টারনেট; সংকলিত ॥

নিপুন কারুকাজ ও গ্রাহকদের সন্তুষ্টিই শতরূপার অঙ্গীকার

শতরূপা জুয়েলারী হাউস

সর্বাধুনিক অলংকার নির্মাতা ও বিক্রেতা

মালোপাড়া, রাজশাহী

ফোন- ৭৭৫৪৯৫।

কবিতা

মহাকবি

-মুহাম্মাদ ইবাদত আলী শেখ
পাংশা, রাজবাড়ী।

হে মহাকবি-
আর এ কাব্য নয়,
এবার কঠিন
জঙ্গী গদ্য আনো
কাব্যিকতার
মিছে প্রেম ছেড়ে দিয়ে
গদ্যের কড়া
মারণ অস্ত্র হানো।
প্রয়োজন নেই
কবিতার মোহ-মায়া,
চলো সবে যাই
ইরাক বিজয়ে ছুটি
বারুদ গন্ধে
পৃথিবী গদ্যময়
বাগদাদ যেন
ঝলসানো এক রুটি।
***

খোকার প্রশ্ন

-মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক খান
গড়ের মাঠ, মহিশালবাড়ী
গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

আচ্ছা মাগো বল দেখি জাম পাকলে কালো
ফলগুলো সব পাকলে কেন খেতে লাগে ভাল?
ছোটন ছেলে কয়না কথা বড় হ'লে কয়,
বল মা তুই ঠিক করিয়া, কেন এমন হয়?
মরিচ গাছে ছোট্ট ফল কেন এত ঝাল?
জবা ফুল দেখতে মাগো কেন এত লাল?
গরু-বাছুর ঘাস খায়, কুকুর বিড়াল খায় না
পাখ-পাখালি গাছে থাকে, পশু গাছে যায় না।
ঘোড়াগুলো ঘুম যায় তিন পায়ে দাঁড়িয়ে,
হাঁসগুলো ঘুম পাড়ে এক পা গুটিয়ে।
পানকৌড়ি পাখি আছে পানি পেলে ডুব দেয়,
আর সব পাখি আছে পানি পেলে ভয় পায়।
পশু বাচ্চা দুধ খায়, পাখি ছানা খায় না,
উটপাখি এরা কেন গাছে-ডালে যায় না?
পাখিগুলো সব কেন বসে গাছের ডালে?
বাদুড়গুলো গিয়ে কেন গাছের ডালে ঝুলে?
খেজুর গাছের মিষ্টি রস কেমন করে হয়?
তার পাশে নিমের রশ তিতো কেন হয়।
ইঁদুরে ধান খায়, সাপে কেন খায় না?
এসব ব্যাপার বল মাগো বুঝা কেন যায় না?
গাছের ডালে লুকিয়ে থাকে কোকিল কেন কালো?
জোনাকি যে রাত্রে চলে, পেছনে তার আলো।
টিয়ে পাখি দেখতে মনটা কেন চায়?
শকুন আবার চোখে পড়লে মনটা খারাপ হয়।
কোকিল পাখির কুহুকুহু শুনতে লাগে ভাল,
কাক পাখির কা-কা শুনে মন বিরক্ত হ'ল।
বল মা তুই ঠিক করিয়া রাতে চাঁদের আলো,
রাতের বেলায় অন্ধকার দেখতে আবার কালো।
মাগো তুমি এসব কাজের ব্যাপার খুলে বল না।
মা হেসে কয়, ওরে খোকা আল্লাহ ছাড়া বুঝবে না।
***

সন্ত্রাসী আমেরিকা

-মুহাম্মাদ ইদ্রীস আলী
হারাগাছ, রংপুর।

ওহে সন্ত্রাসী আমেরিকা
সব করেছ লণ্ডভণ্ড
মরু প্রান্তর হ'ল পণ্ড,
তুমি সন্ত্রাসী, তুমি পাষণ্ড।
মানব হত্যার নেশায় হয়েছ উন্মাদ,
তাদের শোণিত পানে মেটেনি সাধ?
তোমার রাক্ষুসে চক্ষুর রক্তিম আভা,
বারংবার মধ্যপ্রাচ্যে দিচ্ছ থাবা।
তোমার অগ্নিশর্মা চক্ষুর প্রখর তাপে,
বিশ্ব আজ থর থর কাঁপে।
তোমার গুচ্ছ বোমার বিস্ফোরণ,
শত সহস্র মানুষের হচ্ছে মরণ।
তাদের করুণ আর্তনাদ, আহাজারী
আকাশ, বাতাস হচ্ছে ভারী।
তুমি হায়েনার মত করছ আচরণ,
বুঝিতে বাকি নাই থাকিবে স্মরণ।
তৈরী করেছ জেনেভা কনভেনশন,
আবার তুমিই প্রথম করেছ লঙ্ঘন।
বিচারকের মহাবিচারক যিনি,
তোমার বিচার করবেন তিনি।
***

খান হোটেল এণ্ড রেষ্টুরেন্ট
ইসরাত আযাম খান
[স্বত্বাধিকারী]
নিজস্ব তৈরী দৈ-মিষ্টি, বিরিয়ানী, তেহারী, পোলাও-মাংস, মাছ-ভাত ও যাবতীয় তেলে ভাজা খাবারের অনন্য প্রতিষ্ঠান। অর্ডার অনুযায়ী যেকোন অনুষ্ঠানে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে খাবার সরবরাহ করা হয়।
আমাদের কোথাও কোন শাখা নেই
বিমান বন্দর রোড, রেলগেট, গৌরহাঙ্গা
ঘোড়ামারা, রাজশাহী-৬১০০
ফোনঃ ৭৭৪৬০৫, মোবাইলঃ ০১৭১৮১৯৩৭৫

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সঠিক উত্তরদাতাদের নামঃ

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী থেকেঃ আসাদুযযামান জুয়েল ও আবু রায়হান বিন আব্দুর রহমান। আবদুল ওয়াদুদ, শরীফুল ইসলাম, শাহাদাত হুসাইন, রাজু, দেলোয়ার হুসাইন, হাবীবুর রহমান, তারেকুল ইসলা, ফিরোজ বখশ, শাহজামাল, সাব্বির আহমাদ, ইমরান, ফুরকান, সবুজ, যুলফিকার আলী, আল-আমীন, হেফাতুর দিদারুল ইসলাম, রশীকুল ফুয়াদ, তারেকুল ইসলাম, রায়হান, আব্দুল্লাহ, ওমর ফারূক, নজীবুর রহমান, বজলুর রশীদ, মাইদুল ইসলাম, রাকিবুল ইসলাম, শাহরিয়ার জামান, জামীলুর রহমান, সাঈদ, জসমত আলী, ইমরান হোসাইন, এফাজ আলী, আবু তালেব, রায়হান বিন আসলাম, শরীফ ও মুযাফফর হোসাইন।

দাউদপুর, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর থেকেঃ মেহের আলী।

সাহাবাজ, কাউনিয়া, রংপুর থেকেঃ রওশন হাবীব, মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, মুসাম্মাৎ শাফিয়া তাসনীম, রাকিবুল ইসলাম।

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (ধাঁধার আসর)-এর সঠিক উত্তর

১. চাবি হ'তে চা ২. পাখা হ'তে পা ৩. মাথা হ'তে মা ৪. চাদ হ'তে চা ৫. কলম হ'তে কম।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ফুল ও ফল) -এর সঠিক উত্তর

১. আম ২. পেয়ারা ৩. ফ্রান্স থেকে ৪. ব্রাজিল থেকে ৫. চাঁপাই নববাগঞ্জ

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (বর্ণজট)

১. তিত্তিপ্রশ ২. ধউনধো ৩. বণজার ৪. প্রাতবিকবা ৫. নসধামা

[সোনামণিরা তোমরা বর্ণগুলিকে সাজিয়ে অর্থবোধক শব্দ তৈরী কর]

❒ সংগ্রহেঃ ইমামুদ্দীন
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (রোবট)ঃ

১. 'রোবট' (Robot) শব্দটি কোন শব্দ থেকে এসেছে? উহার শাব্দিক অর্থ কি?
২. 'রোবট' বলতে কি বুঝায়?
৩. 'রোবট' শব্দটি সর্বপ্রথম কত সালে ব্যবহৃত হয়?
৪. 'রোবট' শব্দটি সর্বপ্রথম কোন নাটকে ব্যবহৃত হয়?
৫. 'রোবট' সর্বপ্রথম কত সালে কে তৈরী করেন?

❒ সংগ্রহেঃ আব্দুল হালীম বিন ইলইয়াস
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

সোনামণি সংবাদ

প্রশিক্ষণঃ

ব্রজনাথপুর, পাবনা॥ ১৬ মে, শুক্রবারঃ অদ্য ব্রজনাথপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সকাল ৯-টা হ'তে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। তিনি সোনামণি সংগঠন, সাধারণ জ্ঞান ও মেধা পরীক্ষা বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি রাজশাহী মহানগরীর পরিচালক জাহিদুল ইসলাম।

অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ দান করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' পাবনা যেলার সভাপতি মাওলানা বেলালুদ্দীন ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' পাবনা যেলার সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুস সুবহান। এছাড়া প্রশিক্ষণে যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। প্রশিক্ষণ শেষে পাবনা যেলা সোনামণি পরিচালনা পরিষদ পুনর্গঠন করা হয়।

বানেশ্বর, পুঠিয়া, রাজশাহী॥ ২৩ মে, শুক্রবারঃ অদ্য বানেশ্বর গরুহাটা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সকাল ৮-টা হ'তে রায়হান চৌধুরীর কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে এক বিশেষ সোনামণি প্রশিক্ষণ শুরু হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। তিনি সোনামণি সংগঠনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, নীতিবাক্য ও সোনামণিদের নৈতিক চরিত্র বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রাখেন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলইয়াস। তিনি সোনামণি সংগঠনের মূলমন্ত্র, গুণাবলী ও সাধারণ জ্ঞান বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ দান করেন।

অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া শাখার সোনামণি পরিচালক দেলোয়ার হুসাইন। বৈঠক পরিচালনা করেন উক্ত মসজিদের ইমাম ও শাখার সোনামণি পরিচালক মাহবুবুর রহমান।

কোদালকাটি, চাঁপাই নবাবগঞ্জ॥ ২৬ মে, সোমবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব ঢ্যাংগাপাড়া, কোদালকাটি আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক বিশেষ সোনামণি প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। তিনি মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও সাধারণ জ্ঞান বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলইয়াস। তিনি মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনের উপায়, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শ বাস্তবায়ন ও সোনামণি সংগঠন সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ দান করেন।

অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কোদালকাটি শাখার সভাপতি আব্দুর রহমান। বৈঠক পরিচালনা করেন মুহাম্মাদ তোজাম্মেল হক। সার্বিক সহযোগিতা করেন মুহাম্মাদ মোর্তযা ও সাইফুল ইসলাম।

এছাড়া অত্র অনুষ্ঠানে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ', 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ও 'সোনামণি সংগঠনে'র অন্যান্য দায়িত্বশীল ও সুধীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। পরের দিন বাদ এশা উক্ত মসজিদে সোনামণি শাখা গঠন করা হয়।

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

১৩৭০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধের সিদ্ধান্ত

দেশের ১ হাযার ৩৭০টি ভুয়া ও মানহীন বেসরকারী স্কুল, কলেজ এবং মাদরাসা বন্ধ করে দেয়া হচ্ছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিও (সরকারী বেতন সহায়তা) বন্ধের নির্দেশ দিয়েছে। এছাড়া এ জাতীয় আরো ২ হাযার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিও এবং সরকারী অনুমোদন কেন বাতিল হবে না সেজন্য তাদের 'কারণ দর্শাও' নোটিশ দেয়া হচ্ছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, যে ১ হাযার ৩৭০টি বেসরকারী হাই স্কুল, কলেজ ও মাদরাসার এমপিও বাতিলের নির্দেশ দেয়া হয়েছে- বিগত ২০০২ সালের এসএসসি, এইচএসসি, দাখিল, আলিম ও ডিগ্রী পরীক্ষায় তাদের পাসের হার শূন্য। এসব প্রতিষ্ঠান থেকে বিগত বছরগুলিতে গড়ে মাত্র ৫ থেকে সর্বোচ্চ ২৫ জন করে ছাত্র-ছাত্রী উক্ত পাবলিক পরীক্ষাসমূহে অংশ নিয়েছে। কিন্তু তারপরেও কেউ পাস করেনি।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় তদন্ত করে দেখেছে, এসব নামধারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিটিতে গড়ে ১০/১৫ জন করে ছাত্র-ছাত্রী থাকলেও শিক্ষক রয়েছে ২৫/৩০ জন।

অপরদিকে যে ২ হাযার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এমপিও বাতিলের 'কারণ দর্শাও' নোটিশ দেয়া হয়েছে, বিগত বছরের পাবলিক পরীক্ষাসমূহে তাদের পাসের হার ২০%-এর নীচে এবং বেশিরভাগই পাসের হার মাত্র ৫% থেকে ১০%। বলা বাহুল্য, এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশই শহর এলাকার বাইরে অবস্থিত।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক জরিপে দেখা গেছে, দেশে বর্তমানে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে সর্বমোট যে ৩০ হাযার হাই স্কুল, কলেজ ও সমমানের মাদরাসা রয়েছে, তন্মধ্যে ১০ হাযার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই মূলতঃ ভুয়া এবং লেখাপড়া চালানোর সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। শিক্ষা সচিব জানান, বর্তমানে যে ১ হাযার ৩৭০টি স্কুল-কলেজ, মাদরাসার এমপিও বন্ধের নির্দেশ এবং অপর ২ হাযার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিও বাতিলের জন্য শোকজ করা হয়েছে তার মাধ্যমে সরকারের ২০০ কোটি টাকা অপচয় রোধ হবে।

বাংলাদেশকে 'পানিতে মারা'র মহাপরিকল্পনা নিয়েছে ভারত

বাংলাদেশকে 'পানিতে মারা'র এক ভয়াবহ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছে ভারত সরকার। এতে ব্যয় হবে ১২ হাযার কোটি মার্কিন ডলার। আগামী ৯-১০ বছরের মধ্যে এটি বাস্তবায়নের কথা। এ পরিকল্পনাটির উদ্দেশ্য হচ্ছে ভারতের সব নদীকে খাল কেটে যুক্ত করে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের পানি এক অববাহিকা থেকে আরেক অববাহিকায় সরিয়ে নেয়া।

ভারতের এ পরিকল্পনা যদি বাস্তবায়িত হয়, তাহ'লে তা হবে বাংলাদেশের জন্য চরম বিপর্যয়কর। শুকনো মৌসুমে গঙ্গার প্রায় সম্পূর্ণ এবং ব্রহ্মপুত্রের অধিকাংশ পানি প্রবাহ থেকে বাংলাদেশ চিরকালের জন্য বঞ্চিত হবে। আর বর্ষাকালে সৃষ্ট পানিপ্রবাহ বাংলাদেশের মধ্যদিয়েই প্রবল বন্যা বইয়ে দিয়ে প্রবাহিত হবে।

ভারতের এ পরিকল্পনা সম্পর্কে দেশের পানি বিশেষজ্ঞরা উদ্বেগ প্রকাশ করছেন। তারা এর বিভিন্ন দিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন।

জানা গেছে, ভারতের সুপ্রীম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি বিএন কৃপাল তার অবসর গ্রহণের একদিন পূর্বে তার নেতৃত্বে গঠিত একটি ডিভিশন বেঞ্চের রায়ে ভারতের সবগুলি প্রধান নদী খাল কেটে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে দেশব্যাপী রিভার নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার জন্য সে দেশের কেন্দ্রীয় সরকারকে নির্দেশ দেন। ভারতের সুপ্রীম কোর্টের রায়ে রিভার নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার সময়সীমা ২০১২ সালের মধ্যে বেঁধে দেয়া হয়। পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশের প্রেক্ষিতে ইতিমধ্যে ভারত সরকার সাবেক আইএএস এবং আরএসএস-এর সদস্য শ্রী সুরেশ প্রভোহলকে প্রধান করে একটি টাস্কফোর্স গঠন করেছে। আগামী ৫ বছরে টাস্কফোর্সের জন্য ব্যয় ধরা হয়েছে ১২শ' কোটি রুপী।

প্রবাসীদের জন্য ওয়ান-ষ্টপ সার্ভিস চালু হবে

-খাদ্যমন্ত্রী

খাদ্যমন্ত্রী (বর্তমানে শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী) আব্দুল্লাহ আল-নো'মান বলেছেন, প্রবাসীদের অধিকতর সেবা ও নিরাপত্তা প্রদানের লক্ষ্যে প্রবাসী মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে ঢাকায় একটি ওয়ান-ষ্টপ সার্ভিস সেন্টার চালু করা হবে। তিনি ৯ মে বিকেলে নিউইয়র্কে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানান।

ওয়ান-ষ্টপ সার্ভিসের ব্যাখ্যা দিয়ে মন্ত্রী বলেন, ঢাকা শহরের কাকরাইলে ১১ তলা বিশিষ্ট একটি ভবন তৈরী হচ্ছে, সেখানে প্রবাসীরা ভ্রমণের টিকিট কনফার্ম, কারেন্সি এনড্রোজ বা এক্সচে , পাসপোর্ট সার্ভিস, ট্রান্সপোর্টেশন সার্ভিস ইত্যাদি সুযোগ পাবেন। ঢাকার বাইরে থেকে বিদেশগামী প্রবাসীরা এবং বিদেশ থেকে আসা ঢাকার বাইরের প্রবাসীরা ঐ ভবনে আবাসিক সুবিধাও পাবেন।

বাংলাদেশের সমুদ্র এলাকা ভারত দখল করে নিচ্ছে

বাংলাদেশের বিশাল সমুদ্র এলাকা ভারত জবরদখল করে নিচ্ছে। ভারত বাংলাদেশের সাথে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা ছাড়াই আন্তর্জাতিক সকল নিয়ম-নীতি উপেক্ষা করে একতরফাভাবে তাদের ভৌগলিক সীমানা নির্ধারণ করেছে। বাংলাদেশের সমুদ্র সীমারেখার ২১২ কিলোমিটার এলাকা, একান্ত অর্থনৈতিক জোনের এবং আঞ্চলিক সমুদ্র এলাকার অংশসহ বঙ্গোপসাগরের বাংলাদেশ অংশের প্রায় ৩৫০ থেকে ৫০০ বর্গকিলোমিটার পর্যন্ত ভারত দখল করে নেয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। এ লক্ষ্যে ভারত তাদের ইচ্ছা মাফিক সীমানা নির্ধারণের চূড়ান্ত ভৌগলিক সীমারেখার প্রতিবেদন তৈরী করেছে। এই চূড়ান্ত প্রতিবেদন ইতিমধ্যেই জাতিসংঘের অনুমোদনের জন্য ভারতীয় কর্তৃপক্ষ পেশ করেছে। তাদের এই চূড়ান্ত প্রতিবেদন জাতিসংঘের অনুমোদন পেলে বাংলাদেশ প্রান্তে জেগে ওঠা দক্ষিণ তালপট্টিসহ অসংখ্য ছোট-বড় দ্বীপ স্থায়ীভাবে ভারতের দখলে চলে যাবে।

উল্লেখ্য, জাতিসংঘ তার সনদ অনুযায়ী বিভিন্ন দেশের সমুদ্রসীমা নির্ধারণ চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে ২০০৪ সালের অক্টোবর মাসের মধ্যে রিপোর্ট পেশ করার জন্য সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশ সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ এ ব্যাপারে আজও কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেনি। জাতিসংঘের কাছে

পেশকৃত ভারতীয় সমুদ্রসীমা সংক্রান্ত চূড়ান্ত প্রতিবেদনটি যদি অনুমোদন পায়, তবে ভবিষ্যতে এ বিষয়ে ভারত যেমন পূর্ণ সুবিধা লাভ করবে তেমনি জাতিসংঘের কাছে বাংলাদেশ আর কোন ধরনের অভিযোগ করার সুযোগ পাবে না। এমনকি ২০০৪ সালের অক্টোবর মাসের মধ্যে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে কোন আপত্তি উত্থাপন করতে ব্যর্থ হ'লে, পরবর্তীতে আর কোন অবস্থাতেই সমুদ্র সীমারেখা রদবদলের জন্য আপত্তি জানাতে পারবে না।

ইরাকের মত বাংলাদেশের গ্যাস সম্পদ লুট করতে চায় সাম্রাজ্যবাদী যুক্তরাষ্ট্র

-তেল-গ্যাস রক্ষা কমিটি

তেল-গ্যাস সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি আয়োজিত সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেছেন, সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরাকের তেল সম্পদ যেভাবে লুট করছে সেভাবে বাংলাদেশের গ্যাস সম্পদ লুট করতে চায়।

নেতৃবৃন্দ বলেন, জাতীয় সম্পদ গ্যাস জাতীয় স্বার্থেই ব্যবহার করতে হবে। ভারতে গ্যাস রফতানীর ষড়যন্ত্র যে কোন মূল্যে প্রতিহত করা হবে। গ্যাস রফতারীর ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে দেশব্যাপী বিক্ষোভ-সমাবেশের অংশ হিসাবে গত ১৮ মে বিকেলে মুক্তাঙ্গনে অনুষ্ঠিত সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। কমিটির আহ্বায়ক প্রকৌশলী শেখ মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ্র সভাপতিত্বে সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ডঃ গোলাম মহিউদ্দীন, অধ্যাপক সা'দ উদ্দীন, অধ্যাপক এম,এম আকাশ, জোনায়েদ সাকী ও মোশারেফ মিশু।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদের উপর দখলদারিত্ব কায়েম করতে চায়। এদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হ'তে হবে। নেতৃবৃন্দ আরো বলেন, চট্টগ্রাম বন্দর মার্কিনীদের হাতে হস্তান্তরের চক্রান্ত প্রতিহত করা হবে।

এনজিএল পৃথকীকরণের অভাবে বাংলাদেশ হারাচ্ছে ৪০ হাযার মেঃ টন এলপি গ্যাস

গ্যাসক্ষেত্র সমূহে তরল প্রাকৃতিক গ্যাস (এনজিএল) পৃথকীকরণের অভাবে বাংলাদেশ প্রত্যেক বছর ৪০ হাযার মেট্রিক টনের বেশী এলপি গ্যাস হারাচ্ছে। কর্মকর্তাগণ এবং বিশেষজ্ঞরা একথা জানান।

দেশের ৩টি গ্যাস ক্ষেত্রে এনজিএল (তরল প্রাকৃতিক গ্যাস) রয়েছে। এর মধ্যে শুধুমাত্র কৈলাশটিলায় রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানী এলপি গ্যাস উৎপাদন করছে। এর বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ৮ হাযার মেট্রিক টন।

কৈলাশটিলা এবং অন্য দু'টি ক্ষেত্র বিয়ানীবাজার ও জালালাবাদ ২ লাখ ১৯ হাযার মেট্রিক টন এনজিএলকে পৃথকীকরণের মাধ্যমে প্রতিবছর ৫৭ হাযার মেট্রিক টন এলপিজি উৎপাদন করতে পারে।

এসব গ্যাস ক্ষেত্রে এনজিএল পৃথকীকরণের অভাবে এলপি গ্যাস প্রাকৃতিক গ্যাসের সাথে পাইপলাইনের মাধ্যমে পাঠানো হচ্ছে। জ্বালানি ও খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয়ে পেশকৃত একটি রিপোর্টে বলা হয়, এনজিএল পৃথকীকরণের কোন পদক্ষেপ না নেয়া হ'লে গ্যাস পাইপলাইনের মাধ্যমে প্রতিবছর ৪০ হাযার মেট্রিক টন এলপিজি গ্যাস অদৃশ্য হয়ে যাবে।

পবিত্র কুরআনের আয়াত বাতিলের দাবি!

গত ২৮ মে বুধবার জামালপুরে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে আয়োজিত 'নারীর প্রতি সহিংসা রোধে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ভূমিকা' শীর্ষক সেমিনারে স্থানীয় এনজিও গণউন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক শামসুল হুদা ১৯৬২ সালের কুরআনী আইনের পরিবর্তে প্রচলিত আইয়ূবী আইন মুসলমানদের মেনে নেয়ার কথা উল্লেখ করে নারী সমাজের অধিকার বাস্তবায়নে সূরা নিসার ৩৪ নং আয়াত পরিবর্তনের দাবী করে নারী সমাজকে তৃণমূল পর্যায়ে আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানায়।

জামালপুর পৌরসভা মিলনায়তনে স্থানীয় এনজিও মহিলা কল্যাণ সংস্থা ও ইরডাবের তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ মহিলা উন্নয়ন সমিতি এ সেমিনারের আয়োজন করে। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন সমিতির চেয়ারম্যান রাবিয়া হেলাল। প্রধান অতিথি ছিলেন পৌর চেয়ারম্যান সাখাওয়াতুল আলম মলি। মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন যেলা বার কমিটির সাবেক সভাপতি এডভোকেট নওয়াব আলী। অন্যান্যের মধ্যে আলোচক ছিলেন এডভোকেট সুলতান আহমাদ, সাংবাদিক উৎপল কান্তিধর, নাসিমা খান, শিখা সাহা প্রমুখ।

[কুরআনের আয়াত পরিবর্তনের দাবীর মাধ্যমে নিঃসন্দেহে সে মুরতাদ হয়ে গেছে এবং রাষ্ট্রধর্ম ইসলামের বিধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। ইসলামী বিধান অনুযায়ী মুরতাদের একমাত্র শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। আমরা এ বিষয়ে সরকারের নিকটে উক্ত মুরতাদের সর্বোচ্চ শাস্তি দাবী করছি। -সম্পাদক]

সংবিধান থেকে 'বিসমিল্লাহ' ও 'রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম' বাতিলের আহ্বান জানালেন আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ

হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃষ্টান ঐক্যপরিষদের সাথে সুর মিলিয়ে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ অবশেষে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সংবিধান থেকে 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম' ও 'রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম' বাতিলের দাবি জানালেন। সংবিধান থেকে 'বিসমিল্লাহ' ও 'রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম' বাতিলের লক্ষ্যে গত ৯জুন সোমবার ঢাকার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃষ্টান ঐক্যপরিষদ ঘোষিত 'কালো দিবসের' সমাবেশে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ একাত্মতা প্রকাশ করে এই দাবী জানান। তারা বলেন, সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে জিয়াউর রহমান ও এরশাদ সংবিধানে 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম' এবং 'রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম' যুক্ত করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা হত্যার মাধ্যমে বাংলাদেশে আবার দ্বি-জাতিতত্ত্ব চালু ও দেশকে বিভক্ত করেছে। আর বর্তমান সরকার সেই ধারা অব্যাহত রেখে বাংলাদেশকে একটি সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রে পরিণত করেছে এবং এ কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে কালো তালিকাভুক্ত করারও সুযোগ পেয়েছে।

হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃষ্টান ঐক্যপরিষদের সভাপতি মেজর জেনারেল সি,আর, দত্তের (অবঃ) সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন আওয়ামী লীগ প্রেসিডিয়াম সদস্য আব্দুর রাযযাক এমপি, আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতা ব্যারিষ্টার আমীরুল ইসলাম ও এডভোকেট সুধাংশু শেখর হালদার, এডভোকেট শিরিল সিকদার, জাসদ নেতা নূরে আলম জিকু, গণফোরামের

সাধারণ সম্পাদক সাইফুদ্দীন মানিক, হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃষ্টান ঐক্যপরিষদের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক নিমচন্দ্র ভৌমিক, পরিষদের প্রেসিডিয়াম সদস্য বোধিপাল মহাথেরো, পরিষদ নেতা এডভোকেট সুব্রত চৌধুরী, সঞ্জীব দ্রং, নির্মল রোজারিও, নির্মল চ্যাটার্জী প্রমুখ।

সমাবেশে হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃষ্টান ঐক্যপরিষদ নেতৃবৃন্দ বলেন, বাংলাদেশকে ইসলামিক রাষ্ট্র বা মুসলিম রাষ্ট্র বলা যাবে না। কারণ বাংলাদেশ মুসলিম রাষ্ট্র নয় এবং বাংলাদেশকে মুসলিম রাষ্ট্র বানাবার জন্য ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ হয়নি। বাংলাদেশ একটি অসাম্প্রদায়িক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। বাংলাদেশের এই পরিচয় আবার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে সংবিধান থেকে 'ইসলাম' ও 'বিসমিল্লাহ' মুছে ফেলতে হবে। আর সেই দায়িত্ব সংসদে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার অধিকারী বর্তমান সরকারকেই পালন করতে হবে। অন্যথায় কিভাবে তা করাতে হয় আমরা দেখিয়ে দেব। আমাদের দুর্বল ভাববেন না। সারাদেশে আমরা ৩ কোটি হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃষ্টান রয়েছি। যা ইরাকের সমগ্র জনগোষ্ঠীর চেয়েও বেশী। তাছাড়া আমাদের পক্ষে অনেক মুসলমানও আছে। এ অবস্থায় আমরা যদি এদেশে কিছু করতে চাই তাহ'লে আমরা তা করতে পারি। এক সন্তু লারমার কাছেই যখন আপনারা নতি স্বীকারে বাধ্য হয়েছেন, তখন আমাদের সাথে পারার তো প্রশ্নই ওঠে না। বক্তারা জনসংহতি সমিতির চেয়ারম্যান সন্তু লারমাকে তার আন্দোলনের জন্য অভিনন্দন জানান এবং হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃষ্টান ঐক্য পরিষদের সাথে বৃহত্তর ঐক্য গড়ে তোলার আহ্বান জানান। তারা অবিলম্বে অর্পিত সম্পত্তি বাতিল আইন বাস্তবায়নের দাবী জানান এবং ভারতের সাথে মিলেমিশে চলার পরামর্শ দেন।

[চিহ্নিত স্বাধীনতাবিরোধী চক্রের এ দাবী বহু পুরাতন। সরকারের দুর্বলতার সুযোগেই এরা এতদূর স্পর্ধা দেখাতে পারছে। পিঁপড়া মরণকালেই বেশী লাফায়। দেখা যাক সরকারের ধৈর্য কত বেশী। এদের সম্পর্কে মন্তব্য করতেও আমরা ঘৃণাবোধ করি। -সম্পাদক]

২০০৩-০৪ অর্থবছরের বাজেট পেশ

গত ১২ জুন অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী এম সাইফুর রহমান জাতীয় সংসদে ২০০২-০৩ অর্থবছরের সম্পূরক বাজেট এবং ২০০৩-০৪ অর্থবছরের বাজেট পেশ করেন।

২০০৩-০৪ অর্থবছরের জন্য ঘোষিত ৫১ হাযার ৯৮০ কোটি টাকার জাতীয় বাজেটে রাজস্ব খাতে ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছে ২৮ হাযার ৯৬৯ কোটি টাকা। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বরাদ্দ রাখা হয়েছে ২০ হাযার ৩০০ কোটি টাকা। এর বাইরে এডিপি বহির্ভূত প্রকল্পে ৩৯০ কোটি টাকা, মূলধন ব্যয় ২ হাযার ১৫৫ কোটি টাকা, খাদ্য হিসাবে ৫১৯ কোটি টাকা, এডিপি বহির্ভূত উন্নয়ন ব্যয় রাখা হয়েছে ৫২২ কোটি টাকা। আভ্যন্তরীণ ঋণ ও অগ্রিম খাতে ৮৭৫ কোটি টাকা নীট প্রাপ্তি ধরা হয়েছে।

বাজেটে সামগ্রিক ঘাটতি দেখানো হয়েছে ১৫ হাযার ৮০৯ কোটি টাকা। বৈদেশিক উৎস থেকে অর্থ সংস্থান দেখানো হয়েছে ৯ হাযার ৩০৯ কোটি টাকা। অবশিষ্ট সাড়ে ৬ হাযার কোটি টাকা আসবে স্থানীয় উৎস থেকে। এর মধ্যে ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে ঋণ নেয়া হবে ২৬০৩ কোটি টাকা। ২০০২-০৩ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে মোট ব্যয় বরাদ্দ ২.১২ শতাংশ হ্রাস করা হয়েছে। সংশোধিত বাজেটের তুলনায় নতুন অর্থবছরের বাজেটের আকার বাড়ানো হয়েছে ১৮.৩৯ শতাংশ। সংশোধিত বাজেটে রাজস্ব আয় ৫.৯৪ শতাংশ হ্রাস এবং নতুন অর্থবছরের বাজেটে ১৬.২৩ শতাংশ বাড়ানো হয়েছে। সংশোধিত বাজেটে রাজস্ব ব্যয় মূল বাজেটের তুলনায় ৫.৫৭ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়। নতুন অর্থবছরের বাজেটে রাজস্ব ব্যয় আরো ১৪.৪৭ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়েছে। সংশোধিত বাজেটে রাজস্ব উদ্বৃত্ত ছিল ৫ হাযার ৮১৩ কোটি টাকা। নতুন বাজেটে এই উদ্বৃত্ত ধরা হয়েছে ৭ হাযার ২০২ কোটি টাকা। সংশোধিত বাজেটে বাজেট-ঘাটতি যেখানে ১২ হাযার ৭৮৪ কোটি টাকা ছিল তা নতুন বাজেটে ১৫ হাযার ৮০৯ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। ঘোষিত বাজেটে প্রাথমিক শিক্ষা উপবৃত্তি বৃদ্ধি এবং শিক্ষা খাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ দানের সাথে সাথে শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে।

উল্লেখ্য, শিক্ষাখাতে সর্বোচ্চ ৬ হাযার ৭৪০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এর পরপরই রয়েছে স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় খাতের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য ৪ হাযার ৩৫৩ কোটি টাকার বরাদ্দ।

ঘোষিত বাজেটে কৃষি ও কৃষিভিত্তিক শিল্পের উপকরণ আমদানি এবং উৎপাদনকে শুল্ক ও করমুক্ত করা হয়েছে। একই সাথে কৃষিতে ভর্তুকি দেওয়ার জন্য ৩০০ কোটি টাকার বিশেষ তহবিল গঠন করা হয়েছে। বয়স্ক এবং বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা মহিলা ভাতা ১২৫ টাকা থেকে ১৫০ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। এছাড়া এসিডদগ্ধ মহিলা ও শারীরিক প্রতিবন্ধী পুনর্বাসনের জন্য ১৫ কোটি টাকা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য ২৫ কোটি টাকার বিশেষ তহবিল গঠন করা হয়েছে। ভূমিহীন, গৃহহীন, দুঃস্থ মানুষের আবাসন প্রকল্পের আওতায় ৬৫ হাযার জনের জন্য বাসস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের কথা বলা হয়েছে।

বাজেটে প্রতিরক্ষা ও আইন-শৃংখলা বাহিনীকে আধুনিক ও যুগোপযুগী করার জন্য স্বরাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা খাতের বরাদ্দ গতবারের চেয়ে ১২৮ কোটি টাকা বৃদ্ধি করে ৩ হাযার ৫৩৪ কোটি টাকা করা হয়েছে। একই সাথে ৫ লাখ ল্যাণ্ড ফোন এবং ১০ লাখ মোবাইল ফোন ছাড়ার লক্ষ্যে টিএণ্ডটির জন্য ১১৯৫ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করে অর্থমন্ত্রী নতুন অর্থবছরে ১০% মহার্ঘ ভাতা দানের কথা ঘোষণা করেন। এজন্য ৭০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা রাখা হয়।

প্রস্তাবিত বাজেটে বেশকিছু আমদানীকৃত পণ্যের শুল্ক ও সম্পূরক শুল্ক হ্রাস করা হয়েছে। সকল ধরনের মদ ও মদ জাতীয় পণ্যের উপর আরোপিত সম্পূরক শুল্ক ব্যাপকভাবে হ্রাস করা হয়েছে। বিয়ারের সম্পূরক শুল্ক ২৫০% থেকে ১৫০%, হুইস্কি, রাম, জিন, ভদকা, মদ ও অন্যান্য সকল মদ জাতীয় পণ্যের সম্পূরক শুল্ক ৩৫০% থেকে ২৫০% করা হয়েছে। উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে তিন দিনের মাথায় এ সিদ্ধান্ত বাতিল করা হয়। অন্যদিকে কোমল পানীয় ও নন-এ্যালকোহলিক বিয়ার-এর সম্পূরক শুল্ক যথাক্রমে ১০% ও ১৫% বাড়ানো হয়েছে। জেমস, পার্ল, হীরক বা অন্যান্য মূল্যবান পাথরের আমদানী শুল্ক হার ২২% হ'তে ৭.৫% করা হয়েছে। ভোজ্য তেল শোধিত পামওয়েল-এর আমদানী শুল্ক ৩২.৫% থেকে ৭.৫%-য়ে নামানো হয়েছে। ডিজেল, ফার্নেশ ওয়েল ও কেরোসিনের

সম্পূরক শুল্ক ৫% হ্রাস করা হয়েছে এবং উলের আমদানী শুল্ক অর্ধেক করা হয়েছে। ফলে এসব পণ্যের দাম কমবে।

অপরদিকে শুল্ক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত পণ্যগুলি হ'ল- রুই জাতীয় মাছ, গুঁড়া দুধ, ফল, লবণ, চিনি, চকলেট ও ক্যাণ্ডি, জেম, জেলি, ফলের রস, সস, পোর্টল্যাণ্ড সিমেন্ট, ফ্লাইএ্যাশ, সোপ, নডুলস, সিআই শীয, বাইসাইকেল ও রিকশার যন্ত্রাংশ, রেজর, তালা, ফ্রিজ, টিভি, আগ্নেয়াস্ত্র, তরবারি, ছোরা ইত্যাদি। ফলে এসব পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পেতে পারে।

পবিত্র কুরআনের আয়াত বাতিলের দাবীর প্রতিবাদ

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী ও সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম এক যুক্ত বিবৃতিতে জামালপুর পৌরসভা মিলনায়তনে আয়োজিত সেমিনারে 'গণ উন্নয়ন সংস্থা'র নির্বাহী পরিচালক শামসুল হুদা কর্তৃক পবিত্র কুরআনের সূরা নিসার ৩৪নং আয়াত পরিবর্তনের দাবীর তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জ্ঞাপন করেছেন। নেতৃবৃন্দ বলেন, দেশের দরিদ্র জনগণের সেবার ছদ্মাবরণে কতিপয় এনজিও ইসলাম বিরোধী প্রচারণায় লিপ্ত রয়েছে। তন্মধ্যে 'গণউন্নয়ন সংস্থা' অন্যতম। এ সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মুসলিম নামধারী মুরতাদ শামসুল হুদা পবিত্র কুরআনের আয়াতের পরিবর্তনের দাবী করে এ দেশের ১৩ কোটি তাওহীদী জনতার ঈমান-আক্বীদার উপর চরম আঘাত হেনেছে। আমরা এই মুরতাদ শামসুল হুদাকে জানিয়ে দিতে চাই এ দেশের ধর্মপ্রাণ মানুষ ক্ষেপে গেলে তাসলীমা নাসরীনের মত আপনাকেও দেশ থেকে বিতাড়িত করবে। আপনি দেশে থাকতে চাইলে তওবা করে পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করুন এবং ইসলাম বিরোধী প্রচারণার মাধ্যমে মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানা থেকে বিরত থাকুন।

তারা বলেন, ইসলাম পূর্ব সমাজে নারীর কোন মর্যাদা ছিল না, ছিলনা পিতা ও স্বামীর সম্পদে তাদের কোন অধিকার। এমনকি সে সমাজে কন্যা সন্তান জন্ম নিলে তাকে জীবন্ত প্রোথিত করা হ'ত। ইসলাম তথা কুরআন এসে নারীর সামাজিক মর্যাদা দিয়েছে, পিতা ও স্বামীর সম্পদে তাকে উত্তাধিকারী করেছে, দিয়েছে তাকে সমাজে মাথা উচুঁ করে দাঁড়াবার ক্ষমতা।

তারা বর্তমান ক্ষমতাসীন জোট সরকারের নিকট অবিলম্বে গণউন্নয়ন সংস্থার রেজিষ্ট্রেশন বাতিল এবং ঐ সংস্থার নির্বাহী পরিচালক শামসুল হুদাকে গ্রেফতার করে দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তি দানের জোর দাবী জানান।

সংবিধান থেকে 'বিসমিল্লাহ' ও 'রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম' বাতিলের দাবীর প্রতিবাদ

'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম এক যুক্ত বিবৃতিতে হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃষ্টান ঐক্যপরিষদ ও আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ কর্তৃক রাষ্ট্রীয় সংবিধান থেকে 'বিসমিল্লা-হির রহমানির রহীম' ও রাষ্ট্রধর্ম 'ইসলাম' বাতিলের দাবীর তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানিয়েছেন। নেতৃদ্বয় বলেন, উগ্র হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃষ্টান পরিষদের নেতাদের সাথে একই আহ্বান জানিয়ে আওয়ামী লীগ তার ইসলাম বিরোধী স্বরূপ আবারও প্রকাশ করল। স্বাধীনতা উত্তর ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকার একে একে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রাম থেকে اقرأ باسم ربك الذى خلق (ইক্বরা বিসমি রব্বিকাল্লাযী খালাক্ব), স্যার সলিমুল্লাহ মুসলিম মেডিকেল কলেজ থেকে 'মুসলিম' এবং কবি নজরুল ইসলাম কলেজ থেকে 'ইসলাম' শব্দ বাদ দিয়ে তাদের ইসলাম বিরোধী মনোভাব প্রকাশ করে ব্রাহ্মণ্যবাদী দাদাদের খুশি করতে চেয়েছিল। এবারও তারা হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃষ্টান পরিষদ নামধারী উগ্রপন্থী সংগঠনের অযৌক্তিক দাবীর সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে তাদের পুরানো চেহারাকে জাতির সামনে আবারো প্রকাশ করল।

এটা সর্বজন বিদিত সত্য যে, ১৯৪৭ সালে দ্বি-জাতি তত্ত্বের (Two Nations Theory) ভিত্তিতে ইসলামের স্বাধীন আবাসভূমি হিসাবে পূর্ববঙ্গ স্বাধীন পাকিস্তানের অঙ্গ হিসাবে পরিগণিত হয়। কেবলমাত্র একটি কারণেই আমরা ভারতবর্ষ থেকে পূর্বেও পৃথক হয়েছিলাম এবং আজও পৃথক থাকতে পারি। সেটা হ'ল আমাদের প্রাণপ্রিয় ধর্ম ইসলাম। ইসলামের কারণেই ১৯৭১ সালে আমরা স্বাধীন ভূখণ্ড বাংলাদেশ লাভ করেছি, ইসলামের কারণেই বাংলাদেশ তার স্বাধীনতাকে টিকিয়ে রাখতে পারে। ইসলামের জন্যই স্বাধীনতা পেয়েছি এটা যেমন ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক সত্য তেমনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্যও ইসলাম অপরিহার্য- এটাও তেমনি অকাট্য সত্য। আর একারণেই আন্তর্জাতিক ইহুদী-খৃষ্টান ও ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তির প্রধান টার্গেট হ'ল ইসলাম। এ সত্য ভুলে গিয়ে হোক কিংবা অজ্ঞতার কারণে হোক এ দেশীয় মুসলিম নামধারী কিছু নেতৃবৃন্দ ইসলাম বিরোধী অপতৎপরতায় লিপ্ত রয়েছে। তাদের জেনে রাখা উচিত এদেশের ১৩ কোটি তাওহীদী জনতা ইসলাম বিরোধী এই অপশক্তির দাঁতভাঙ্গা জওয়াব দেওয়ার জন্য সদা প্রস্তুত।

বিবৃতিতে তারা আরো বলেন, যেদেশের শতকরা ৯০ জন মানুষ মুসলমান, যেদেশের শাসন ক্ষমতায় রয়েছে মুসলিম নেতৃবৃন্দ, সেদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃষ্টান ঐক্য পরিষদের ইসলাম বিরোধী ঔদ্ধত্যপূর্ণ উক্তির পরেও শাসকবর্গের রহস্যজনক নিরবতায় সমগ্র জাতি বিস্ময়ে হতবাক। বিশেষ করে বর্তমান সরকারের মন্ত্রী পরিষদে রয়েছে একটি ইসলামী দলের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ ডজন খানেক মুফতী ও মুফাস্সিরে কুরআন। ভাবতেও অবাক লাগে যে, এ ব্যাপারে তারাও নিরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে চলেছেন।

নেতৃদ্বয় বলেন, ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তির মদদপুষ্ট হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃষ্টান ঐক্য পরিষদ সরকারকে সংবিধান থেকে 'ইসলাম' ও 'বিসমিল্লাহ' মুছে ফেলার যে হুমকি দিয়েছে এটা রাষ্ট্রদ্রোহীতার শামিল বলে আমরা মনে করি। তাই আমরা অবিলম্বে এদের গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের জোর দাবী জানাচ্ছি।

ডঃ মুহাম্মাদ আব্দুল বারী আর নেই

'বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলেহাদীস'-এর সভাপতি, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিক্ষাবিদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আব্দুল বারী গত ৪ঠা জুন বুধবার ভোর ৩-টায় ঢাকার পিজি হাসপাতালে ইন্তেকাল করেছেন। ইন্না লিল্লা-হে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। তিনি দুই পুত্র, দুই কন্যা সহ অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রী এবং গুণগ্রাহী রেখে যান।

বুধবার বাদ যোহর বংশাল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে তাঁর প্রথম জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযার ছালাতে ইমামতি করেন উক্ত মসজিদের খত্বীব ও 'বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলেহাদীস'-এর সাধারণ সম্পাদক জনাব মাওলানা যিল্লুল বাসেত।

জানাযায় উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সম্মানিত নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী, কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা-র অন্যতম সদস্য আলহাজ্জ আব্দুর রহমান (সাতক্ষীরা), মাসিক 'আত-তাহরীক'-এর সম্পাদক মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'জমঈয়তে আহলেহাদীস'-এর সহ-সভাপতি প্রফেসর এ,কে,এম শামসুল আলম, সহযোগী সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মুহাম্মাদ হাসানুযযামান সহ জমঈয়ত নেতৃবৃন্দ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি প্রফেসর এমাজুদ্দীন আহমাদ প্রামাণিক, ঢাকা সিটি কর্পোরেশন-এর সাবেক মেয়র, ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি ও জমঈয়তে আহলেহাদীস-এর কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য জনাব মুহাম্মাদ হানীফ, 'জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'-এর সাবেক আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম, ঢাকাস্থ সঊদী দূতাবাসের রিলিজিয়াস এ্যাটাশে শায়খ আলী আর-রুমী, রিভাইভ্যাল অব ইসলামিক হেরিটেজ সোসাইটি কুয়েত-এর ঢাকা অফিসের সহকারী ডাইরেক্টর শায়খ শাযেলী রাফ'আত, সঊদী দাতাসংস্থা 'ইদারাতুল মাসাজিদ'-এর ঢাকা অফিসের ডাইরেক্টর আবু আব্দুল্লাহ শরীফ ও ঢাকাস্থ অন্যান্য বিদেশী ইসলামী সংস্থার বিভিন্ন কর্মকর্তাবৃন্দ।

উল্লেখ্য যে, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে ৪ঠা জুন সকালে চট্টগ্রামে পৌঁছে মোবাইল ফোনে মরহূমের মৃত্যু সংবাদ অবগত হন। ফলে বংশালে বাদ যোহর অনুষ্ঠিত জানাযায় তিনি অংশগ্রহণ করতে পারেননি। তবে তাঁর নির্দেশক্রমে 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী সংগঠনের পক্ষে জানাযায় অংশগ্রহণ করেন। এতদ্ব্যতীত ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ও কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল আযীয, ঢাকা যেলা 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র সভাপতি হাফেয আব্দুছ ছামাদ, গাযীপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব আলাউদ্দীন সরকার, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা কফীলুদ্দীন, সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা রফীকুল ইসলাম, গাযীপুর যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি আমীনুল ইসলাম, নরসিংদী যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আমীনুদ্দীন সহ নিকটবর্তী যেলা সমূহ থেকে 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর বিপুল সংখ্যক নেতা ও কর্মী উক্ত জানাযায় অংশগ্রহণ করেন।

নূরুল হুদায় সর্বশেষ জানাযা ও দাফনঃ

ছোট মেয়ে ও জামাই নিউজিল্যাণ্ড থেকে আসার সুযোগ দানের জন্য প্রফেসর এম,এ, বারী-র লাশ ঢাকার বারডেমে ফ্রিজে রাখা হয় এবং মেয়ে আসার পর ৫ তারিখ দিবাগত রাত ৪-টায় তার লাশ ফ্রিজড অবস্থায় নূরুল হুদায় গ্রামের বাড়ীতে পৌঁছানো হয়। অতঃপর ৬ জুন শুক্রবার সকাল ৯-টা ৪৫ মিনিটে দিনাজপুরের পার্বতীপুর উপযেলাধীন খোলাহাটি নূরুল হুদা হাইস্কুল মাঠে তাঁর সর্বশেষ ছালাতে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। মরহূমের ছোট ভাই নূরুল হুদা হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক জনাব হাদী মুহাম্মাদ আনোয়ার উক্ত জানাযায় ইমামতি করেন। উক্ত জানাযায় জমঈয়ত নেতৃবৃন্দ ছাড়াও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ডঃ সিকন্দর আলী ইবরাহীমী, ইসলামের ইতিহাস বিভাগের প্রফেসর ডঃ মোখলেছুর রহমান, জনাব আবদুল লতীফ ও জনাব সোহরাব হোসাইন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' দিনাজপুর (পশ্চিম) সাংগঠনিক যেলার সাধারণ সম্পাদক জনাব আউয়ুব হোসাইন, সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব ইদ্রীস আলী, গাইবান্ধা (পশ্চিম) সাংগঠনিক যেলার সভাপতি জনাব ডাঃ আউনুল মা'বূদ সহ নিকটবর্তী যেলা সমূহ থেকে 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র বিপুল সংখ্যক নেতা ও কর্মী শরীক হন। এতদ্ব্যতীত জয়পুরহাট থেকে 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র বহু নেতা ও কর্মী জানাযায় অংশগ্রহণ করেন। দিনাজপুরের পার্বতীপুর উপযেলার খোলাহাটির পারিবারিক গোরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

উল্লেখ্য, চট্টগ্রামে অবস্থানকালে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব ৬ জুন দিনাজপুরে মরহূমের সর্বশেষ জানাযা ও দাফন অনুষ্ঠিত হবে জানতে পেরে রাজশাহীর ফিরতি টিকেট বাতিল করে দিনাজপুরের টিকিট করেন। বৃহস্পতিবার রাতে তিনি দিনাজপুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। কিন্তু রাস্তায় গাড়ী খারাপ হয়ে যাওয়ায় অনেক বিলম্ব হয়। ফলে রাত ব্যাপী কষ্টকর ভ্রমণ শেষে সকাল ৯-টায় তিনি জয়পুরহাটে পৌঁছেন। অতঃপর সেখানে অপেক্ষারত 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক মাওলানা হাফীযুর রহমান ও জয়পুরহাট যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র নেতৃবৃন্দ তাঁকে মাইক্রোতে নিয়ে দ্রুত দিনাজপুরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন এবং জানাযার কিছুক্ষণ

Contents

পর খোলাহাটি পৌঁছেন। সেখানে পৌঁছলে পূর্ব থেকেই অপেক্ষমান বিপুল সংখ্যক নেতা-কর্মীদের নিয়ে করবস্থানে গিয়ে পুনরায় জানাযার ছালাত আদায় করেন।

উল্লেখ্য যে, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় মজলিসে আমেলা ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় কর্ম পরিষদ পৃথক পৃথক বিবৃতিতে তাঁর মৃত্যুতে গভীর দুঃখ প্রকাশ করেছেন এবং তাঁর রূহের মাগফেরাত কামনা করেছেন।

শিক্ষা জীবনঃ ডঃ এম, এ, বারী ১৯৩০ সালের ১লা সেপ্টেম্বর নানা বাড়ী বগুড়ার সৈয়দপুরে জন্মগ্রহণ করেন। নিজ গ্রামের জুনিয়র মাদরাসা থেকে ১৯৪০ সালে জুনিয়র এবং নওগাঁ কো-অপারেটিভ হাই মাদরাসা থেকে ১৯৪৪ সালে তিনি হাই মাদরাসা পাশ করেন। হাই মাদরাসা পরীক্ষায় অবিভক্ত বাংলায় একাদশ স্থান অধিকার করেন। ১৯৪৬ সালে ঢাকা ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ থেকে ১ম বিভাগে ১ম স্থান অধিকার করে তিনি আই,এ পাশ করেন। অতঃপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগ থেকে ১৯৪৯ সালে অনার্স এবং ১৯৫০ সালে এম,এ ডিগ্রী লাভ করেন। উভয় পরীক্ষাতেই তিনি প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। অনার্সে সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়ার জন্য নীলকান্ত মেমোরিয়াল স্বর্ণপদক এবং এম,এ-তে রেকর্ড নম্বর পেয়ে বাহরুল উলূম সোহরাওয়ার্দী স্বর্ণপদকে ভূষিত হন। উল্লেখ্য যে, অনার্সে আরবীর ছাত্র হয়েও তিনি ইংরেজী সাহিত্য সাবসিডিয়ারী হিসাবে পাঠ করে 'ডিসটিংশন' পেয়েছিলেন। অতঃপর বৃত্তি নিয়ে ১৯৫১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি ইংল্যাণ্ডের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে গমন করেন এবং ১৯৫৪ সালে মাত্র ২৪ বছর বয়সে ডি,ফিল ডিগ্রী লাভ করেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর সুপারভাইজর ছিলেন প্রফেসর এইচ,এ, আর, গীব (H.A.R.Gibb) এবং প্রফেসর জোসেফ শাখত (Joseph Schacht)। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিলঃ A Comparative study of the Early Wahhabi Doctrines and the Contemporary Reform Movements in Indian Islam. "প্রথম যুগের ওয়াহহাবী মতবাদ সমূহ এবং সমসাময়িক যুগে ভারতীয় ইসলামে সংস্কার আন্দোলন সমূহের একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা"।

কর্মজীবনঃ ইংল্যাণ্ড থেকে ফিরে এসে ১৯৫৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষা বিভাগের সিনিয়র সার্ভিসে সরাসরি 'অধ্যাপক' পদে নিযুক্তি লাভ করে প্রায় এক বছর ঢাকা কলেজে এবং পরে কয়েক মাস রাজশাহী কলেজে আরবী বিষয়ে অধ্যাপনা করেন। ১৯৫৬ সালের নভেম্বর মাসে তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামের ইতিহাস বিভাগে 'রীডার' পদে যোগদান করেন। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন। ১৯৬৩-৭৭ সাল পর্যন্ত একই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা বিভাগের প্রধান, ১৯৬২-৬৪ সাল পর্যন্ত কলা অনুষদের ডীন, ১৯৬৯-৭১ পর্যন্ত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন জিন্নাহ হলের (বর্তমান শেরে বাংলা হল) প্রভোষ্ট এবং একই বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট ও একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৬১ সালে নাফিল্ড ফাউণ্ডেশন ফেলোশিপ লাভ করে তিনি লণ্ডনে পোষ্ট ডক্টরাল রিসার্চ করেন। ১৯৬৯ সালে শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক হিসাবে তিনি প্রেসিডেন্টের স্বর্ণপদক (Pride of Performance) লাভ করেন।

১৯৭১ সালে মাত্র ৪০ বছর বয়সে তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর পদে নিয়োগ লাভ করেন। ১৯৭৭ সালে তিনি দ্বিতীয়বারের মত একই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরের পদ অলংকৃত করেন। ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাক্ট অনুযায়ী তিনিই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম নির্বাচিত ভাইস চ্যান্সেলর ছিলেন। ১৯৮১ সাল পর্যন্ত তিনি উক্ত দায়িত্ব পালন করেন। এরপর ঐ বছরেই ১৮ ফেব্রুয়ারী বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান হিসাবে নিয়োগ লাভ করেন। পরপর দুই টার্মে সুদীর্ঘ ৮ বছর ধরে তিনি উক্ত পদে সমাসীন ছিলেন। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি এবং সিলেট বিশ্ববিদ্যালয় কমিটির চেয়ারম্যানের সম্মানিত পদও তিনি অলংকৃত করেন। তাঁর রিপোর্ট অনুযায়ী এ দু'টি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য তাঁরই উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন থেকে সরকারের কাছে প্রথম প্রস্তাব পেশ করা হয়। মাদরাসা শিক্ষা সংস্কার কমিটি ১৯৯০-এর তিনি চেয়ারম্যান ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন থেকে অবসর গ্রহণের পর কলেজ সমূহের উন্নতিকল্পে অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রকল্পে তিনি ১৯৮৯ সালের অক্টোবর পর্যন্ত 'উপদেষ্টা' হিসাবে কাজ করেন। তাঁর প্রচেষ্টাতেই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয় এবং ১৯৯২ সালে তিনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস চ্যান্সেলর হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৬ সালের ২০ অক্টোবর পর্যন্ত ভাইস চ্যান্সেলর হিসাবে তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করেন।

মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি বর্তমান সরকারের শিক্ষা সংস্কার সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ কমিটির সভাপতি হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। গত বছর জুলাই মাসে তাঁর নেতৃত্বে সরকারের কাছে শিক্ষা সংস্কার রিপোর্ট পেশ করা হয়।

তিনি ২৩টি গুরুত্বপূর্ণ সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ও সদস্যের দায়িত্ব পালন করেন। তাছাড়া তিনি বহু দেশ ভ্রমণ করেন এবং ১৭টি আন্তর্জাতিক সেমিনারে বাংলাদেশের নেতৃত্ব দেন। তিনি ১৯৬০ সাল থেকে মৃত্যু পর্যন্ত 'বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলেহাদীস'-এর সভাপতি ছিলেন।

[আমরা প্রফেসর এম,এ, বারী-র মৃত্যুতে গভীরভাবে শোকাহত। আমরা তাঁর রূহের মাগফিরাত কামনা করছি এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। -সম্পাদক]

বিদেশ

গণতন্ত্র হ'ল মুক্ত বিশ্বের বেশ্যা

-অরুন্ধতী রায়

'গণতন্ত্র হ'ল মুক্ত বিশ্বের বেশ্যা। আর যুক্তরাষ্ট্র হ'ল আমেরিকান সাম্রাজ্য যেখানে সত্যের কোন মূল্য নেই'। ভারতের স্বনামধন্য লেখিকা অরুন্ধতী রায় বহুল প্রকাশিত 'আউটলুক' ম্যাগাজিনে প্রকাশিত এক নিবন্ধে একথা বলেন।

তিনি বলেন, ইরাকে আগ্রাসন চালানো হয়েছে এবং দেশটি দখল করা হয়েছে। কিন্তু কোন ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্র পাওয়া যায়নি। এমনকি ছোট্ট একটি অস্ত্রও না। সম্ভবত এগুলি খুঁজে পেতে হ'লে তা সেখানে রেখে আসতে হবে। তিনি বলেন, আধুনিক বিশ্বের দেবতা গণতন্ত্র এখন সংকটের মুখে। গণতন্ত্রের নামে সব ধরনের অপরাধ করা হচ্ছে।

তিনি আরো বলেন, গণতন্ত্র হ'ল মুক্ত বিশ্বের বেশ্যা। ইচ্ছামত একে পোশাক পরানো হয় আবার উলঙ্গ করা হয় যা সব ধরনের চাহিদা মেটায়। ইচ্ছামত যা ব্যবহার বা অপব্যবহার করা যায়।

ভবিষ্যৎ যুদ্ধে পাকিস্তানে হামলার জন্য ইরানী ভূখণ্ড ব্যবহারঃ ভারত-ইরান প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর

নতুন দিল্লী, ওয়াশিংটন এবং তেহরান থেকে অত্যন্ত চাঞ্চল্যকর একটি খবর পাওয়া গেছে। সংবাদটি এতই অপ্রত্যাশিত যে, খবরটি পাওয়ার পর পাকিস্তানের শীর্ষস্থানীয় সামরিক ও বেসামরিক নেতৃত্ব বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেছেন। প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশাররফ বিস্ময়ে নির্বাক। প্রধানমন্ত্রী জামালী হতভম্ব। প্রতিরক্ষা বিষয়ে পৃথিবীর বিখ্যাত ও মর্যাদাশীল সাপ্তাহিক পত্রিকা 'জেন্‌স ডিফেন্স উইকলির' খবরে প্রকাশ, গত ২৩ থেকে ২৬ জানুয়ারী ইরানের প্রেসিডেন্ট মুহাম্মাদ খাতামীর দিল্লী সফরের এক সপ্তাহ পূর্বে তেহরানে ভারত ও ইরানের মধ্যে একটি প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই প্রতিরক্ষা চুক্তি মোতাবেক ভবিষ্যতে ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ লাগলে ইরান পাকিস্তানে হামলা চালানোর জন্য ভারতকে তার সামরিক ঘাঁটি ব্যবহার করতে দেবে। 'জেন্‌স ডিফেন্স উইকলি'র ভাষ্য মতে তেহরানে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ভারতের তরফ থেকে স্বাক্ষর করেন সেদেশের নৌবাহিনীর প্রধান এবং ইরানের তরফ থেকে স্বাক্ষর করেন সে দেশের প্রতিরক্ষামন্ত্রী।

এই প্রতিরক্ষা চুক্তির পটভূমি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে একটি পশ্চিমী সূত্রে জানা গেছে যে, পাকিস্তানের ওপর দিয়ে ইরান থেকে ভারতে গ্যাস পাইপ লাইন স্থাপনে পাকিস্তানের বাহ্যিক অস্বীকৃতির ফলেই পাকিস্তানের প্রতি ইরানী দৃষ্টিভঙ্গির সম্পূর্ণ ইউ-টার্ন ঘটেছে।

গৃহযুদ্ধের মূল কারণ দারিদ্র্য

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যত গৃহযুদ্ধ হয়েছে বা হচ্ছে তার মূল কারণ চরম দারিদ্র্য। জাতিগত বা গোষ্ঠীগত উত্তেজনার কারণে সাধারণত এ ধরনের কোন রক্তপাত হয় না। বিশ্বব্যাংক প্রকাশিত প্রতিবেদনে ১৪ মে এ তথ্য প্রকাশ করে বিশ্বব্যাপী গৃহযুদ্ধ ঠেকানোর ক্ষেত্রে যথার্থ ভূমিকা পালনের জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, উন্নয়নের প্রধান প্রতিবন্ধক হচ্ছে যুদ্ধ এবং এর বিপরীতে যুদ্ধের প্রতিবন্ধক হচ্ছে উন্নয়ন। অর্থাৎ উন্নয়নের ধারা যে দেশে অব্যাহত রয়েছে সেখানে গৃহযুদ্ধের মত রক্তপাত হয় না। উন্নয়নের অনুপস্থিতির কারণে যে চরম দারিদ্রের সূচনা হয়, প্রধানত তাকে কেন্দ্র করেই গৃহযুদ্ধ বাধে বলে বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু দুঃখজনক যে, এ ধরনের সহিংসতা মোকাবেলায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় তার যথার্থ দায়িত্ব পালন করে না।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ১৯৬০ সাল থেকে ৯৯ সাল পর্যন্ত ৩০ বছর সময়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সংঘটিত ৫২টি গৃহযুদ্ধ মূল্যায়ন করে এর কারণ, ক্ষয়ক্ষতি ও পরিণতি নিরূপণ করা হয়। বিশ্বব্যাংকের গবেষণা মতে, জাতিগত কিংবা ধর্মীয় বিরোধ অথবা উপার্জনের বৈষম্য সাধারণত গৃহযুদ্ধের মত ঘটনা সংঘটনে সহায়তা করে না। এক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করে অর্থনৈতিক অনুন্নতি বা দারিদ্র্য, যার মৌলিক ভিত্তি হচ্ছে প্রাকৃতিক সম্পদের উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীলতা।

গবেষণায় দেখা গেছে, গত শতাব্দীর নব্বইয়ের দশকে গণপ্রজাতন্ত্রী কঙ্গোতে যে গৃহযুদ্ধ হয়েছিল তার জন্য শতকরা ৮০ ভাগ দায়ী ছিল সে দেশের চরম দারিদ্র্য ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়।

বিশ্বে ৬ সেকেণ্ডে ১ জন ধূমপানে মারা যায়

সারা বিশ্বে প্রতি ৬ সেকেণ্ডে ১ জন অর্থাৎ মিনিটে ১০ জন লোক ধূমপানজনিত কারণে প্রাণ হারায়। এই হিসাবে প্রতি বছর গোটা বিশ্বে প্রাণহানির সংখ্যা ৩৫ লাখ। এদিকে ধূমপানের বিষক্রিয়া থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য পশ্চিমা দেশগুলিতে ধূমপান বিরোধী আন্দোলন জোরদার হয়েছে। ফলে সেখানে তামাকের প্রকোপ ১.১% কমছে। কিন্তু বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশগুলিতে তা বেড়ে যাচ্ছে দ্বিগুণ হারে।

উল্লেখ্য যে, তামাকে ৪ হাযার রাসায়নিক পদার্থের মধ্যে কমপক্ষে ২৯/৩০টি ক্যান্সার সৃষ্টির জন্য দায়ী। চুল পড়া, চামড়া কুঁচকানো, চামড়ায় ক্যান্সার, শ্বাসকষ্ট, হার্টের অসুখ, পায়ে পচন, চোখে ছানি পড়া, দাঁতের ক্ষয়, পাকস্থলিতে ঘা, ক্যান্সার ইত্যাদি বিভিন্ন রোগের জন্য তামাক ও ধূমপান দায়ী।

অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করা হ'লে উত্তর কোরিয়া যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ১শ' পরমাণু অস্ত্র ব্যবহার করবে

উত্তর কোরিয়ার অন্তত একশ' পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র যুক্তরাষ্ট্রের দিকে তাক করা আছে। দেশটির উপর নতুন করে অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করা হ'লে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এ অস্ত্র ব্যবহার করা হবে।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কিম মিয়ং বোল অস্ট্রেলিয়ার চ্যানেল নাইন নেটওয়ার্ককে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, এটি একেবারে বাস্তব যে, উত্তর কোরিয়ার কমপক্ষে একশ' এবং সর্বোচ্চ তিনশ' পারমাণবিক ক্ষমতাসম্পন্ন ক্ষেপণাস্ত্র থাকতে পারে। তিনি বলেন, এই অস্ত্রের সবগুলিই যুক্তরাষ্ট্রের শহরগুলির দিকে তাক করা আছে। কিম নিজেকে কোরিয়া-মার্কিন শান্তি কেন্দ্রের নির্বাহী পরিচালক বলে দাবী করেন।

তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র উত্তর কোরিয়া আক্রমণ করলে পিয়ংইয়ং অবশ্যই যুক্তরাষ্ট্রের মূল ভূখণ্ডে পারমাণবিক আঘাত হানবে।

মুসলিম জাহান

ইরাকে ক্যান্সার ও কলেরার বিস্তার

ইরাকে ব্যাপকহারে ক্যান্সার ও কলেরা ছড়িয়ে পড়ছে। ক্যান্সারের মত কালব্যাধি এবং প্রধানত শিশু ঘাতক হিসাবে পরিচিত কলেরার প্রাদুর্ভাব যুদ্ধের অনিবার্য প্রতিক্রিয়ারই অংশ, তাতে দ্বিমত পোষণের অবকাশ নেই। এই দু'টি রোগে আক্রান্তদের মধ্যে শিশুর সংখ্যাই বেশী এবং বিশেষভাবে বছরা অঞ্চলের শিশুরাই অধিক সংখ্যায় এ দু'রোগে আক্রান্ত হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, যুদ্ধে হানাদার বাহিনী প্রচলিত অস্ত্রের পাশাপাশি নিষিদ্ধ ঘোষিত এবং মানব অস্তিত্বের প্রতি মারাত্মক হুমকি হিসাবে পরিগণিত অস্ত্রও ব্যাপক মাত্রায় ব্যবহার করেছে। এই অস্ত্রের মধ্যে 'ডিপ্লিটেড ইউরেনিয়াম' বোমা অন্যতম। এর তেজস্ক্রিয় বিকিরণ থেকে ক্যান্সার সৃষ্টি হয়ে থাকে। জাতিসংঘ ঘোষিত নিষিদ্ধ অস্ত্রের তালিকায় এর নাম রয়েছে। এ অস্ত্র হানাদার বাহিনী যথেচ্ছাভাবে ইরাকে ব্যবহার করেছে এবং সবচেয়ে বেশী ব্যবহার করেছে বছরা এলাকায়। ১৯৯১ সালের উপসাগরীয় যুদ্ধেও হানাদার বাহিনী ইরাকে এর ব্যবহার করেছিল। যুদ্ধপরবর্তীকালে তার তেজস্ক্রিয় বিকিরণে ইরাকে অসংখ্য লোক ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছিল। এবারের যুদ্ধে ডিপ্লিটেড ইউরেনিয়াম বোমা ১৯৯১ সালের যুদ্ধের চেয়ে অনেক বেশী ব্যবহার করা হয়েছে।

ইরাকের একজন শীর্ষস্থানীয় বিশেষজ্ঞ বলেছেন, আল-মনছুর হাসপাতালে যেসব শিশু ভর্তি হয়েছে তাদের অধিকাংশই ক্যান্সারে আক্রান্ত। ডিপ্লিটেড ইউরেনিয়াম বোমার তেজস্ক্রিয় বিকিরণ থেকেই এই ক্যান্সার সৃষ্টি হয়েছে।

ওদিকে বছরা অঞ্চলে কলেরাও ভয়াবহ আকারে দেখা দিয়েছে। বছরাসহ ইরাকের অন্যান্য অঞ্চলে এর প্রকোপ বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে 'বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা' (WHO) ইরাকে মহামারী আকারে কলেরা ছড়িয়ে পড়তে পারে বলে আশংকা প্রকাশ করেছে।

ইরাকে সশস্ত্র বাহিনী বিলুপ্ত

জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ ইঙ্গ-মার্কিন আগ্রাসী শক্তির ইরাক দখলকে বৈধতা দিয়ে প্রস্তাব অনুমোদন করার পরদিন ২৪ মে থেকেই দখলদার যুক্তরাষ্ট্র ইরাকে তার একতরফা কর্তৃত্ব প্রদর্শন শুরু করেছে। এই কর্তৃত্বের অংশ হিসাবে ২৩ মে ইরাকের সশস্ত্র বাহিনী এবং জাতীয় নিরাপত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলি বিলুপ্ত করে দেয়া হয়েছে। এর আগে দেশটির দীর্ঘ দিনের ক্ষমতাসীন বাথ পার্টি ভেঙ্গে দেয়া হয়।

ধারণা করা হচ্ছে, জাতিসংঘে যুক্তরাষ্ট্রের ইরাক দখল বৈধতা পাবার প্রেক্ষিতে ঐ দেশটিতে সাদ্দাম হোসেনের প্রশাসনিক আমলের সকল সংগঠন ও সংস্থা বাতিল করে দেয়া হবে।

উল্লেখ্য, জাতিসংঘ থেকে কর্তৃত্ব পাবার পর দখলীকৃত ইরাকের সামগ্রিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হবে। এক্ষেত্রে জাতিসংঘ তার পক্ষে নামমাত্র একজন প্রতিনিধি সেদেশে পাঠাতে পারবে। জাতিসংঘের শীর্ষস্থানীয় মানবাধিকার কর্মকর্তা ব্রাজিলের নাগরিক ৫৪ বছর বয়স্ক সার্জিও ভিয়েরা দ্য মেলো সম্ভবত এ দায়িত্ব পালন করবেন। প্রস্তাবের শর্ত অনুযায়ী, ইরাকে তিনি কেবল দাতা সংস্থাগুলির বিভিন্ন সহায়তা কর্মকাণ্ডের সমন্বয় করবেন। কথিত যুদ্ধবিরোধী দেশ ফ্রান্স, রাশিয়া ও জার্মানীর মুখ রক্ষার জন্যই ইরাকে জাতিসংঘের এই সামান্য ভূমিকাটুকু পালনের অধিকার মেনে নেয়া হয়েছে বলে জাতিসংঘ পর্যবেক্ষকরা মত প্রকাশ করেছেন।

ইরাকে যুক্তরাষ্ট্রের দখলদার প্রশাসন ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের প্রশাসনিক কাঠামোর বিলুপ্তি ঘোষণা করে বলেছে, পূর্ববর্তী সশস্ত্র বাহিনীর স্থলে নতুন একটি প্রতিরক্ষা বাহিনী গঠন করা হবে। দখলদার প্রশাসনের ঘোষণায় ইরাকের অসামরিক প্রশাসন থেকে সাদ্দাম হোসেনের নেতৃত্বাধীন বাথ পার্টির সকল কর্মকর্তার চাকরি বাতিল করে দেয়া হয়েছে।

গত ২৩ মে'র ঘোষণা অনুযায়ী, ইরাকের রিপাবলিকান গার্ড বাহিনীসহ সামরিক ও আধাসামরিক বাহিনী এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের চার লক্ষাধিক চাকরিজীবী তাদের জীবিকা হারালেন। এছাড়াও পূর্ববর্তী প্রশাসনের আরও অনেক সংস্থার অসংখ্য কর্মজীবীর ভবিষ্যতও চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে নিপতিত হয়েছে।

ইরানে সামরিক হামলার মার্কিন পরিকল্পনা চূড়ান্ত

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক হামলার পরিকল্পনা তৈরী করেছে। এ উদ্দেশ্যে মূলতঃ ইরাকের ঘাঁটি সমূহ ব্যবহারের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এছাড়া জর্জিয়া ও আজারবাইজানের ঘাঁটিও ব্যবহার করা হবে। এসব দেশের ঘাঁটি ব্যবহারের পরিকল্পনাও চূড়ান্ত করা হয়েছে বলে রাশিয়ার একটি পত্রিকার খবরে বলা হয়েছে।

রাশিয়ার 'নেজাভিসিমায়া গেজেটা' পত্রিকার খবরে বলা হয়, ইরানে একটি গণঅভ্যুত্থানকে চূড়ান্ত রূপ দেয়ার এই সামরিক হামলার পরিকল্পনা করা হয়েছে, মার্কিন প্রতিরক্ষা দফতর পেন্টাগন এখন এ উদ্দেশ্যে সময় গণনা করে চলেছে। যুক্তরাষ্ট্র গোপন পারমাণবিক অস্ত্র কর্মসূচী পরিচালনা ও 'আল-ক্বায়েদা' সংগঠনের সদস্যদের আশ্রয় দেয়ার জন্য ইরানকে অভিযুক্ত করছে এবং বলছে যে, 'আল-ক্বায়েদা' সদস্যসহ সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে তেহরান তেমন ব্যবস্থা নিচ্ছে না।

সম্প্রতি 'ওয়াশিংটন পোষ্ট' পত্রিকার খবরে বলা হয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরানে সরকার পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে গণঅভ্যুত্থান ঘটাতে উস্কানি দিচ্ছে। মার্কিন পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা দফতর পেন্টাগনের কর্মকর্তারা এবিসি নিউজকে বলেছে, পেন্টাগন ইরানের ক্ষমতাসীন আয়াতুল্লাহদের উৎখাতের এক ব্যাপক গোপন অভিযান কর্মসূচী নিয়ে কাজ করছে। যুক্তরাষ্ট্র মনে করছে যে, দেশটির পারমাণবিক অস্ত্রের উচ্চাভিলাষ বন্ধ করার এটাই একমাত্র পথ। এ উদ্দেশ্যে ইরাক ভিত্তিক মুজাহেদীন-ই-খালকের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র একটি কর্ম সম্পর্ক গড়ে তুলছে। মার্কিন নিষিদ্ধ তালিকার এ সংগঠনটি ইরানের ভেতরে বেশ কিছু হামলা পরিচালনার জন্য দায়ী। মার্কিন সৈন্যরা ইরাক দখল করার পর এ সংগঠনটি মার্কিন বাহিনীর সঙ্গে একটি অস্ত্রবিরতি চুক্তি করেছে। মার্কিন কর্মকর্তারা অত্যন্ত সুশৃংখল ও সুপ্রশিক্ষিত মুজাহেদীন-ই-খালকের নাম পরিবর্তন করিয়ে সংগঠনটিকে মার্কিন গোপন নির্দেশনায় ইরানের অভ্যন্তরে অভিযান চালানোর জন্য নিয়োজিত করার পক্ষে ওকালতি করছে।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

মাছেরও ব্যথা আছে!

মাছেরও ব্যথা আছে। আঘাত পেলে প্রাণীটি ব্যথা অনুভব করে। দীর্ঘ গবেষণা ও বিতর্কের পর বিজ্ঞানীরা এ ব্যাপারে নিশ্চিত প্রমাণ পেয়েছেন। বিজ্ঞানীরা দেখেন, মাছের মস্তিষ্কে এক ধরনের অনুভূতিগ্রাহক কোষ রয়েছে। বিরূপ আচরণ ও মানসিক পরিবর্তনের কারণ ঘটে এমন ক্ষতিকর বস্তুর প্রতি এগুলি সাড়া দেয়। বৃটেনের ন্যাশনাল একাডেমী অব সায়েন্স প্রকাশিত গবেষণাপত্রে গবেষক দলের প্রধান ডঃ লীন্ট সেনডন বলেন, প্রাণীরা যেসব কারণে ব্যথা অনুভব করে সেসব শর্ত মাছের ক্ষেত্রেও পূরণ হয়।

বিজ্ঞানীরা রেইনবো ট্রাউট মাছের উপর গবেষণা চালান। বিজ্ঞানীরা কিছু মাছের মুখে মৌমাছির বিষ বা এসিটিক এসিড এবং পাশাপাশি কিছু মাছের মুখে স্যালাইন দিয়ে এদের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করেন। এদিকে এই গবেষণা ফলাফল প্রকাশের পর থেকেই প্রাণী অধিকার আন্দোলনকারীরা বড়শি দিয়ে মাছ ধরার বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমেছেন।

সাগরের মাঝে পৃথিবীর মানচিত্র!

দেখলে মনে হবে মহাকাশ থেকে তোলা পৃথিবীর মানচিত্র। আসলে তা নয়। দুবাই উপকূলে পারস্য উপসাগরে পৃথিবীর মানচিত্রের আদলে গড়ে তোলা হচ্ছে এই কৃত্রিম দ্বীপপুঞ্জ। 'পৃথিবী' নামক এই দ্বীপপুঞ্জে ২শ' দ্বীপের সমাহার হবে। উপকূল থেকে ৫ মাইল দূরে সাগরের মাঝে কয়েকশ' কোটি ডলার ব্যয়ে এই অভূতপূর্ব স্থাপত্য গড়ে তোলা হচ্ছে।

যে গাড়ী উড়ে চলে

ইঞ্জিন চালিত গাড়ী আবিষ্কারের পূর্বে মানুষ কল্পনাও করতে পারত না এত দ্রুত মানুষকে এক স্থান হ'তে অন্য স্থানে পৌঁছে দিতে পারে একটি যান। অথচ বর্তমানে মানুষ চড়তে যাচ্ছে উড়ন্ত গাড়ীতে। অবাক করা এই গাড়ী আবিষ্কার করেছেন ডাচ সরকার। 'জাইবোকপটার' নামক ছোট ডিজেল ইঞ্জিন চালিত এই গাড়ী স্থলপথে ঘন্টায় ৭৪ মাইল ও আকাশপথে এর দ্বিগুণ গতিতে চলতে পারে। উড্ডয়নের জন্য ৫০ মিটার জায়গা হ'লেই চলে। খাড়াভাবে ল্যাণ্ড করতে পারে বলে ল্যাণ্ড করার জন্য আরো কম জায়গার প্রয়োজন হয়। যন্ত্রী প্রয়োজনে এবং যানজট এড়াতে এই উড়ন্ত গাড়ীর প্রয়োজন আজ বিজ্ঞান-বিশ্ব অনুভব করছিল, যার শুভবার্তা এই 'জাইবোকপটার' গাড়ী।

তারের মধ্য দিয়ে কিভাবে বিদ্যুৎ সঞ্চারিত হয়

যে সমস্ত বস্তুর মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হ'তে পারে তাদেরকে বিদ্যুৎ পরিবাহী বলে। কোন পরিবাহীর অর্থাৎ তারের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ প্রক্রিয়াটি দৃশ্যত খুব সহজে ঘটে। কিন্তু পর্যবেক্ষণ দৃষ্টি দিয়ে দেখলে দেখা যায় যখন কোন ব্যাটারী বা অন্য বিদ্যুৎ উৎসের সঙ্গে ধাতব তারটির প্রান্ত যুক্ত করা হয় তখন ধণাত্মক আবেসিত যুক্ত ইলেকট্রন প্রান্ত থেকে চালিত হয়ে ধণাত্মক গন্তব্যের দিকে ধাবিত হয়। এই ইলেকট্রনের প্রবাহকে বিদ্যুৎ প্রবাহ বলা হয়। বস্তুতঃ প্রবাহমান ইলেকট্রনই বিদ্যুৎকে প্রবাহিত করে।

অতিরিক্ত চিনি যে জন্য ক্ষতিকর

খালি পেটে ফলের রস অথবা চকলেটবার খাবেন না। এতে রক্তে চিনির পরিমাণ বাড়ে। রক্তে সেই চিনি যত দীর্ঘস্থায়ী হয়, ক্ষতিগ্রস্ত হয় আপনার শরীরের প্রোটিন। এর ফলে নানা রকম রোগের শিকার হ'তে পারেন। যেগুলির মধ্যে অন্যতম রক্তচাপ, হৃদরোগ এবং চোখের ছানি। অতিরিক্ত চিনি অকাল বার্ধক্যও ঘটায়। অতিরিক্ত চিনি ত্বকেরও রঙ পাল্টায়। শুধু ডায়াবেটিসে যারা ভোগে তাদের নয়, সবার জন্যই অতিরিক্ত চিনি ক্ষতিকর। সমস্যাটি এড়ানোর জন্য যতদূর সম্ভব চিনি মিশ্রিত সামগ্রী যেমন ফলের রস, স্যাক্স ইত্যাদি যত কম খাওয়া যায় ততই ভাল।

হৃদরোগী যা খাবেন না

খাওয়ার সময় প্লেটে কাঁচা লবণ এবং লবণ দিয়ে সংরক্ষিত খাবার যেমন- চিপস, আচার, চানাচুর, লোনামাছ ইত্যাদি খাবেন না। টেবিল থেকে লবণদানি সরিয়ে ফেলুন। তাছাড়া রান্নায়ও অতিরিক্ত লবণ ব্যবহার করবেন না। মাখন, ঘি, বাটার অয়েল বর্জন করুন। দুগ্ধ, দুগ্ধজাত খাবার, মিষ্টি, পেষ্ট্রি, কেক, পায়েশ ইত্যাদি না খাওয়া ভাল। গরু, খাসি, হাঁস এবং প্রাণীজ চর্বি ও চর্বিযুক্ত গোশত পরিহার করতে হবে। যে কোন প্রাণীরই হোক কলিজা, মগজ, গিলা, হাড়ের ভিতরের মজ্জা, চামড়া, ভুড়ি ইত্যাদি ত্যাগ করতে হবে। ডিমের কুসুমটুকু খাবেন না। নারিকেল, মিঠা পানির তৈলাক্ত মাছ, যেমন- ইলিশ, পাঙ্গাস, বোয়াল, রুই, কাতলা এগুলি এড়িয়ে চলাই ভাল। খোলসযুক্ত জলজ প্রাণী, যেমন- চিংড়ি, ঝিনুক, কাঁকড়া, কচ্ছপ, শামুক কখনই খাওয়া উচিত হবে না। কখনও খাবার পেটপুরে খাবেন না। হৃদরোগীর জন্য ভরপেট ভোজন ভাল নয়। কারণ এগুলি হৃদরোগীর জন্য ঝুঁকিপূর্ণ।

চোখের ছানি পড়া রোধে ভিটামিন 'সি'

স্বাস্থ্য সমস্যা ও তার প্রতিকার নিয়ে গবেষকদের চলছে নিরন্তর গবেষণা। ফলে প্রতিনিয়ত আবিষ্কৃত হচ্ছে নতুন নতুন তথ্য। সম্প্রতি ভিটামিন 'সি'-এর চোখের ছানিরোধ ক্ষমতা জানা গেছে। ছানি সমস্যায় চোখের লেন্সের উপর কালো কালো দাগ পড়ে, ধীরে ধীরে দৃষ্টিশক্তি হ্রাস করে দেয়। এটা সাধারণত বৃদ্ধদের ক্ষেত্রেই দেখা যায়। পঞ্চাশ, ষাট ও সত্তর বছর বয়স্ক ২৫০ জন মহিলার উপর গবেষণায় দেখা গেছে, যারা ১০ বছর যাবৎ ভিটামিন 'সি' সাপ্লিমেন্ট গ্রহণ করেছেন তাদের মধ্যে চোখে ছানি পড়ার সংখ্যা প্রায় নেই বললেই চলে। অথচ অন্যদের ক্ষেত্রে ফলাফল একদম উল্টো।

আমরা জানি ভিটামিন 'সি' একটি 'এন্টিঅক্সিডেন্ট', যা শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর অক্সিজেন পরমাণুকে নিষ্ক্রিয় করে দেয়। এটা চোখের লেন্সের প্রোটিনগুলিকে রক্ষা করে অর্থাৎ নষ্ট হ'তে দেয় না। আর লেন্স টিস্যুতে শরীরের অন্যান্য টিস্যুর চেয়ে ভিটামিন 'সি'-এর পরিমাণ অনেক বেশী থাকে এবং প্রাণীবিদ্যার গবেষণায় এটা আগেই প্রমাণিত হয়েছে যে, অতিরিক্ত ভিটামিন 'সি' লেন্স টিস্যুকে আঘাত থেকে রক্ষা করে। অবশ্য ছানিরোধে কি পরিমাণ ভিটামিন 'সি' প্রয়োজন তা এখনো জানা যায়নি। তবে পূর্ববর্তী গবেষণার মত লেন্স টিস্যু প্রতিদিন ১৫০-২৫০ মিলিগ্রাম ভিটামিন 'সি' ধারণ করতে সক্ষম যা আমরা প্রচুর ফল ও সবজি বিশেষ করে আমলকি, সবুজ শাক, লেবু, কমলা, পেয়ারা প্রতিদিন গ্রহণ করে পেতে পারি।

জনমত কলাম

এরা যুদ্ধাপরাধী

*ডাঃ ফারূক বিন আবদুল্লাহ**

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ পতনের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর অন্যতম সাম্রাজ্যবাদী শক্তিতে পরিণত হয় একথা সর্বজনবিদিত। এছাড়াও গত শতাব্দীর নব্বই দশকের শুরুতে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে যাবার পর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ হয়ে উঠে বিশ্বের এক নম্বর মোড়ল। বিশ্বকর্তৃত্ব আর মোড়লীপনা করতে যেয়ে যুক্তরাষ্ট্র হয়ে উঠে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসী ও আগ্রাসী শক্তি। বিশ্ব লুণ্ঠনে সদা তৎপর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার সকল কুকর্মের সহযোগী প্রাক্তন বৃটিশ উপনিবেশবাদ হচ্ছে বর্তমান সময়ে বিশ্ব মানবতার সবচেয়ে বড় শত্রু এবং বিশ্ব মানব জীবনের প্রতি প্রত্যক্ষ হুমকি। প্রকাশ্য দিবালোকে লুণ্ঠন আর ডাকাতি করা এদের নিয়মিত অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। এরা দুষ্কৃতিকারী, অন্যের সম্পদ লুণ্ঠনকারী, এরা সাধারণ মানুষের প্রাণ হরণকারী, নিজের স্বার্থে এরা বধির আর অন্ধ, এরা অন্যের সভ্যতা বিধ্বংসকারী, এরা বন্যপশুর চেয়েও হিংস্র। মানবতা আর সভ্যতার মুখোশের আড়ালে এরা অমানুষ। বিশ্ব মানবতা ধ্বংসকারী সকল অপরাধ বিরোধী আইনের চোখে এরা 'Most wanted criminal.'

চলমান বিশ্ব পরিস্থিতি প্রমাণ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আজ বিশ্বের এক নম্বর 'ঘৃণিত সন্ত্রাসী দেশ'। মানবাধিকার এবং আন্তর্জাতিক আইন লংঘনে এদের জুড়ি নেই। ২০০২ সালের শেষ দিকে আমেরিকার বিশপ রবার্ট বোয়ান প্রেসিডেন্ট বুশকে একটা চিঠি লিখেছিলেন। চিঠির শিরোনাম ছিল 'বিশ্ব কেন আমেরিকাকে ঘৃণা করে?' চিঠিতে বিশপ লিখেছিলেন, 'আপনি দাবী করেছিলেন গণতন্ত্র, মুক্তি ও মানবাধিকারের ধারক হওয়ায় যুক্তরাষ্ট্র সন্ত্রাসের শিকার। কি বাজে কথা মিঃ প্রেসিডেন্ট! আমরা সন্ত্রাসের শিকার। কারণ যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের বহু দেশের স্বৈরশাসন, দাসত্বপ্রথা ও শোষণ-বঞ্চনাকে সমর্থন দিয়েছে। আমরা টার্গেট কারণ আমরা মানুষের ঘৃণার পাত্র। আমরা ঘৃণিত। কারণ আমাদের সরকার বহু জঘন্য কাজ করেছে। কতগুলি দেশে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত নেতৃবৃন্দকে উৎখাত করে সামরিক স্বৈরাচারদের ক্ষমতায় বসানোর জন্য আমাদের গোপন এজেন্টদের কাজে লাগানো হয়েছে। এর মাধ্যমে সেসব স্বৈরশাসকদের ক্ষমতায় বসানো হয়েছে; যারা মার্কিন বহুজাতিক কোম্পানীগুলির কাছে তাদের জনগণের স্বার্থ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত ছিল'।

আমেরিকান বুদ্ধিজীবী নয়মি চমস্কি ১১ সেপ্টেম্বর ২০০১-এর বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র ধ্বংস হওয়া প্রসঙ্গে বলেছিলেন, '১৮১২ সালের পর থেকে মাঝের এই বছরগুলিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্থানীয় লাখ লাখ মানুষকে নির্মূল করে দিয়েছে, মেক্সিকোর অর্ধেকটা দখল করে নিয়েছে, আশপাশের অঞ্চলগুলিতে সহিংস হস্তক্ষেপ করেছে, হাওয়াই দ্বীপ ও ফিলিপিনস প্রায় দখল করে নিয়েছে কয়েক লাখ ফিলিপিনবাসীকে হত্যা করে, আর বিশেষ করে গত পঞ্চাশ বছরে পৃথিবীর অনেকখানি জায়গা জুড়ে বলপ্রয়োগ করে বেড়িয়েছে। এর শিকার যারা হয়েছে তাদের সংখ্যাও ব্যাপক'।

যুক্তরাষ্ট্র নিজস্ব সুবিধামত মানবাধিকার প্রসঙ্গটি ব্যবহার করে থাকে। যেখানে মানবাধিকারের প্রশ্নটি তাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সুবিধা এনে দেয়, সেখানে তারা এ ব্যাপারে অতি উৎসাহী আর যেখানে কোন সুবিধা নেই, সেখানে তারা অন্যরকম। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজেই কেবল সন্ত্রাসী দেশ নয়; বিশ্বব্যাপী রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের প্রশ্নাতীত মদদদাতা দেশও বটে। বিখ্যাত বৃটিশ সাংবাদিক জন পিলগার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে 'শীর্ষ দুর্বৃত্ত' দেশ হিসাবে অভিহিত করেছেন। আফগানিস্তানে মার্কিন সামরিক হস্তক্ষেপের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য চিহ্নিত করেছিলেন তিনি এভাবে 'মূল্যবান তেলসম্পদে সমৃদ্ধ মধ্য এশিয়া গভীর সংকটে জর্জরিত মার্কিন অর্থনীতি ও বুশ-প্রশাসনের জন্য কারণ বুশ-পরিবার তেল ব্যবসার সাথে জড়িত। এই অঞ্চলে মার্কিন হামলার চিত্র থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এই হামলায় প্রায় সঠিকভাবে ভারত মহাসাগরমুখী পরিকল্পিত তেল পাইপ লাইনের রুটটি অনুসন্ধান করা হয়েছে'।

আমেরিকা একটি সন্ত্রাসী দেশ কি-না, এর জবাব বিখ্যাত দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেলের কণ্ঠে আগেই উচ্চারিত হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, 'শ্বেতাঙ্গ প্লাবিত আমেরিকায় এমন অনেক ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটে যেগুলির সাথে মানুষ যথেষ্টভাবে পরিচিত নয়। সাধারণ্যে খুব বেশী প্রচারিত নয় এমন এক ধরনের গোপন নিপীড়ন সেখানে চলে থাকে এবং এগুলি খুবই ফলপ্রসূ। কোন মানুষ সামান্য কিছু বিপ্লবী মতামত পোষণ করলেও, তাকে এমন সন্ত্রাসের মধ্যে বাস করতে হয় যে (ক) সে যে কোন সময় জীবিকার্জনের উপায় থেকে বঞ্চিত হ'তে পারে এবং (খ) আরও অধিক হ'লে তার জীবনধারায় ছেদ নেমে আসতে পারে। আমি মনে করি, আমেরিকায় এক ব্যাপক ধরনের সন্ত্রাস বিরাজমান। আমাদের সংবাদপত্রগুলি এর উপর পর্যাপ্ত গুরুত্ব আরোপ করে না'।[১]

তৃতীয় বিশ্বের মানুষের ধারণা মার্কিন মিডিয়া বোধ হয় খুবই মুক্ত ও বস্তুনিষ্ঠ। স্বাধীনতা, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব, গণতন্ত্র, মানবাধিকার বুঝি এদের রক্তের সাথে মিশে আছে। কথাগুলি একেবারেই বাজে। বাস্তব অবস্থা মোটেই সেরকম নয়। বাংলাদেশের মত একটি অনুন্নত, দরিদ্র দেশেও

* মেডিকেল অফিসার, সিভিল সার্জন অফিস, বগুড়া।

১. *Bertrand Russel, How Near is War, P. 20.*

আমরা বিবিসি, সিএনএন, ফক্স, পিটিভি, আল-জাযীরা বা অন্য যে কোন চ্যানেল সহজেই দেখতে পারি। পাঠক শুনে আশ্চর্যান্বিত হবেন যে, অবাধ তথ্য প্রবাহের দেশ বলে পরিচিত, গণতন্ত্রের ধারক-বাহক বলে গর্বিত দেশটিতে এসব চ্যানেল দেখার সহজ সুযোগ গণমানুষের নেই। আমেরিকায় কেউ বিবিসি দেখতে চাইলে তাকে কষ্ট করে খুঁজে নিতে হবে বিশেষ ক্যাবল, করতে হবে বাড়তি অর্থ ব্যয়। এভাবে বাড়তি পরিশ্রম শেষে হয়ত দেখা যেতে পারে বিবিসি।

মার্কিন প্রশাসনের কঠোর নিয়ন্ত্রণ থাকায় সেখানকার সংবাদ পাঠকরা বহির্জগতের সংবাদ থেকে আমেরিকানদের সযত্নে দূরে রাখে। ফিলিস্তীন কিংবা ইরাকে বর্তমানে কি ধরনের অমানবিক নৃশংস ধ্বংসযজ্ঞ চলছে আমেরিকার সাধারণ মানুষ তা জানে না। টাইমস, নিউজ উইক কিংবা সিএনএন এর মত গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ মাধ্যমগুলি বাহিরের দুনিয়াতে যে খবর পরিবেশন করে, নিজ দেশের মানুষকে সেই খবর থেকে বঞ্চিত করে। অতি সূক্ষ্ম কৌশলে মার্কিন প্রশাসন এই অপকর্মটি করে থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত এমন মিথ্যাচার ও ভণ্ডামীতে পারদর্শী মিডিয়া পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি আছে কি-না সন্দেহ।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এবং তার দোসর বৃটেন ইরাকে যে বর্বর হামলা ও আগ্রাসন চালিয়েছে সভ্যতা ও মানবতার কোন মাপকাঠিতেই তাকে ক্ষমা করা যায় না। বিশ্বের শান্তিপ্রিয় দেশগুলিকে ভয় দেখিয়ে, বিশ্ব জনমতকে উপেক্ষা করে, জাতিসংঘকে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে এবং বর্তমানে প্রচলিত আন্তর্জাতিক আইনের মাথায় কুঠারাঘাত করে একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশকে ভিত্তিহীন ইস্যুতে আলটিমেটাম দেয়া এবং সেখানে আক্রমণ চালানো কিভাবে সম্ভব? মানব জাতির ইতিহাসে এ ধনের অবৈধ, ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ, দাম্ভিকতা আর পশুশক্তি ব্যবহারের দৃষ্টান্ত খুব কমই খুঁজে পাওয়া যাবে। আর যাই হোক, প্রেসিডেন্ট বুশের মুখে স্বাধীনতা, মানবাধিকার, গণতন্ত্র, শান্তি ও নিরাপত্তার বুলি শোভা পায় না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তথা পশ্চিমী আগ্রাসন তাদের ক্ষুদ্র বৈষয়িক স্বার্থ কিংবা খেয়ালখুশী চরিতার্থ করার জন্য বিশ্ব সভ্যতা, মানবতা ও শান্তির কবর রচনা করতেও দ্বিধাবোধ করে না। মার্কিনীদের পূর্বসূরী এবং বর্তমানে তাদের পদলেহনকারী প্রাক্তন বৃটিশ উপনিবেশবাদও এক সময়ে পৃথিবীতে এ ধরনের আগ্রাসন, পররাজ্য দখল, অন্যের সম্পদ লুণ্ঠন ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করেছে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ এবং তাদের সমগোত্রীয়দের অর্থলিপ্সার এ প্রতিযোগিতা চলছে আসলে পনের শতকের পর থেকে। বৃটিশ-মার্কিনীদের লুণ্ঠনের কথা, অকথ্য নির্যাতনের কথা বৃটিশ ঐতিহাসিক আর্নল্ড টোয়েনবি 'The World and the west' গ্রন্থে স্বীকার করেছেন এভাবে যে,

'পশ্চিমের সঙ্গে অবশিষ্ট দুনিয়ার সংঘর্ষ আজ চার কিংবা পাঁচশ' বছর ধরে চলে আসছে। এ সংঘর্ষ থেকে দুনিয়া উল্লেখযোগ্য অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে। আর দুনিয়া পশ্চিমকে কোন আঘাত করেনি; বরং পশ্চিমই আঘাত করেছে কঠিন আঘাত হেনেছে অবশিষ্ট দুনিয়াকে। ... নগ্ন আগ্রাসনের নীতি অনুসরণ করছে আজকের পশ্চিমী দুনিয়া। পশ্চিমী দুনিয়া সম্পর্কে বিশ্ব মানুষের এ বক্তব্য খুবই যুক্তিযুক্ত। বিশেষ করে ১৯৫০ সালে চারশ' পঞ্চাশ বছরের যে এক কাল শেষ হ'ল, সেখানে পশ্চিমকে এই চেহারাতেই দেখা গেছে'।

এছাড়া বর্তমান পশ্চিমা আগ্রাসনের হিংস্রতা লক্ষ্য করে বিখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ উইল ডুরান্টি তাঁর 'Story of Civilization' গ্রন্থে বলেছেন,

'সিজার থেকে নেপোলিয়ন পর্যন্ত সময়কালে যত লোক নির্যাতন ভোগ করেছে এবং যুদ্ধে যত লোক প্রাণ দিয়েছে, পশ্চিমী আধিপত্যের বর্তমান এই যুগ তার চেয়ে অনেক বেশী নির্দোষ মানুষকে নির্যাতনের যাঁতাকলে পিষ্ট করেছে এবং সে যুগের চেয়ে অনেক বেশী লোককে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে। এ যুগের যুদ্ধ ও নির্যাতনের হিংস্রতা বন্য পশুর হিংস্রতাকেও হার মানিয়েছে। মানবেতিহাসের সবচেয়ে কলংকজনক অধ্যায় রচনা করেছে এই যুগ'।

ইরাকে সাম্প্রতিক মার্কিন হামলার পশ্চাতে কোন নৈতিক ভিত্তি নেই। মিথ্যা অজুহাত দাঁড় করে মার্কিন ও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ চক্র যে হত্যা ও ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা শুরু করেছে তা দেখে বিশ্ববাসী স্তম্ভিত! দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম নায়ক বৃটিশ ফিল্ড মার্শাল মন্টোগোমারী একবার বলেছিলেন, 'যুদ্ধে যাবার পূর্বে কয়েকটি শর্ত থাকতে হবে। তা হচ্ছে, যুদ্ধের পেছনে একটা সুনির্দিষ্ট সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য থাকতে হবে যা জনগণের আকাংখার সাথে সংগতিপূর্ণ, শক্তি প্রয়োগের আইনগত বৈধতা প্রমাণের সামর্থ্য থাকতে হবে এবং দেশ-বিদেশে যুদ্ধের নৈতিক ভিত্তি তুলে ধরার সামর্থ্য থাকতে হবে'। ইরাকের ক্ষেত্রে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী উপরোক্ত কোন্ শর্ত মেনে চলছে? বিশ্ব-বিবেককে উপেক্ষা করে তারা যে আগ্রাসন ও হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে নিঃসন্দেহে তারা যুদ্ধাপরাধী। চতুর্থ জেনেভা কনভেনশনের ১৪৭ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী যৌথ বাহিনী অবশ্যই যুদ্ধাপরাধী। কারণ উক্ত অনুচ্ছেদে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে-

"Wilful Killing, torture, inhuman treatment, rape, wilfully causing great suffering on severe injury to health and mind of individuals'-এর মত সকল কাজেই যুদ্ধাপরাধ।

নুরেমবার্গে বিচারের সনদ অনুসারেও তারা যুদ্ধাপরাধী।

"Murder, ill treatment, deportation of civilians murder or ill treatment of pows or pension on high seas, killing hostages, plunder of public or private property, devastation's-এর কোনটাই সামরিক প্রয়োজনের অজুহাতে নির্বিচারে করা যাবে না। করলে তা যুদ্ধাপরাধ বলে গণ্য হবে। এছাড়া জাতিসংঘ বেসামরিক লোকদের হত্যা, নির্যাতন, ধর্ষণ ও লুণ্ঠন করার মত কাজগুলিকেই মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ বলে চিহ্নিত করেছে। জাতিসংঘ এই সব অপরাধ ও বিচার করার জন্য তৈরী করেছে 'Convention of the prevention and punishment of crimes of genocide.' একটি জাতির সভ্যতাকে নির্মূল করা অবশ্য অবশ্যই মানবতার বিরুদ্ধে চরম অপরাধ।

১৯৪৫ সাল থেকে আজ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রই একমাত্র দেশ যে অন্য দেশের উপর আণবিক বোমা হামলা চালিয়েছে। তারা আগ্রাসন ও হামলা চালিয়েছে চীন, কোরিয়া, জাপান, ভিয়েতনাম, লাওস, কম্বোডিয়া, ইন্দোনেশিয়া, কুয়েত, ইরান, লেবানন, লিবিয়া, সুদান, সোমালিয়া, কংগো, কিউবা, পেরু, গুয়াতেমালা, এল-সালভেদর, পানামা, গ্রানাডা, নিকারাগুয়া, বসনিয়া, যুগোশ্লাভিয়া এবং সাম্প্রতিককালে আফগানিস্তান ও ইরাকে। এছাড়া তারা রাসায়নিক ও জীবাণু হামলা চালিয়েছে ভিয়েতনাম ও কিউবায়। 'ওয়ার্ল্ড স্ট্রীট জার্নালে'র এক রিপোর্টে জানা যায়, আমেরিকার রাসায়নিক সন্ত্রাসের কারণে শুধু ভিয়েতনামেই প্রায় পাঁচ লক্ষ শিশু জন্ম নেয় বিকলাঙ্গ হয়ে।

সন্ত্রাস দমনের ধোঁয়া তুলে আফগানিস্তানে এবং স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার শিরোনামের উপন্যাস রচনা করে ইরাকের নিরীহ জনগণের উপর অন্যায় ও একতরফা যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়ে অসংখ্য মানুষ হত্যা করা কোন ধরনের সততা, কোন ধরনের নৈতিকতা? শিশু, নারী ও নিরীহ জনগণ কি এদের চোখে মানুষ বলে বিবেচিত নয়? কোন্ আন্তর্জাতিক আইন ও অধিকার বলে সমস্ত বিশ্বজুড়ে তারা এসব অন্যায়, অত্যাচার, যুলুম, নির্যাতন করার সুযোগ পায়? নাকি বিশ্ববাসীই তাদের জন্য এসব বৈধ করে দিয়েছে যা যেকোন দেশের জন্য একান্তই অবৈধ।

তবে একথা দিবালোকের সূর্যের ন্যায় সত্য যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ প্রহরে জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে ইচ্ছাকৃত আণবিক বোমা হামলাকারীদের যদি বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হ'ত, তাহ'লে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী চক্র আর ভিয়েতনামের মাটিতে শত শত টন নাপাম বোমা ফেলতে পারত না, পারত না আফগানিস্তান ও ইরাকে হাযার হাযার টন বোমা বর্ষণ ও আধুনিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালাতে। আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালে যদি মার্কিনী অপশক্তির বিচার করা হ'ত, তাহ'লে আজ প্রাচীন সভ্যতার অধিকারী বাগদাদসহ ইরাকের উপর অন্যায়ভাবে আগ্রাসন চালিয়ে এ নিষ্ঠুর বর্বরতা ও হত্যাযজ্ঞ চালাতে তারা সাহসী হ'ত না।

ঝলক জুয়েলার্স

প্রোঃ মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান

আধুনিক রুচিসম্মত স্বর্ণ রৌপ্য অলঙ্কার প্রস্তুতকারক ও সরবরাহকারী।

সাহেব বাজার, রাজশাহী।

ফোনঃ দোকানঃ ৭৭৩৯৫৬
বাসাঃ ৭৭৩০৪২

ডঃ রেযাউল্লাহ মুবারকপুরী চলে গেলেন

ভারতের ঐতিহ্যবাহী মুবারকপুরী পরিবারের উজ্জ্বল নক্ষত্র, মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ হিন্দ-এর নায়েবে আমীর ও জামে'আ সালাফিইয়াহ বেনারস-এর শায়খুল জামে'আহ ডঃ রেযাউল্লাহ বিন মুহাম্মাদ ইদরীস মুবারকপুরী গত ৩০ শে মার্চ ২০০৩ রবিবার দুপুর আড়াইটার সময় বোম্বাই মহানগরীতে হঠাৎ করে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মাত্র ৪৯ বৎসর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন।

মাওলানা মওছূফ হিন্দুস্তানী সালাফী বিদ্বানগণের মধ্যে মুকুট সদৃশ ছিলেন। সত্যি বলতেকি তিনি তাঁর জগদ্বিখ্যাত দাদা 'তুহ্ফাতুল আহওয়াযী'র বিশ্ববিশ্রুত লেখক আল্লামা আব্দুর রহমান মুবারকপুরী (রহঃ)-এর যোগ্য উত্তরসুরী ছিলেন। দাদাজীর স্বনামধন্য ছাত্র ডঃ তাক্বীউদ্দীন হেলালীর আমন্ত্রণে তিনি ১৯৭৪ সালে মরক্কো চলে যান। সেখানে কয়েক বছর শিক্ষালাভের পর তিনি মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে গমন করেন। সেখানে ১৪ বৎসর লেখাপড়া করে 'হাদীছ' শাস্ত্রে এম,এ, ও পি-এইচ,ডি ডিগ্রী লাভ করেন। দেশে ফিরে তিনি ভারতের উত্তর প্রদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্মীয় শিক্ষাকেন্দ্র জামে'আ সালাফিইয়াহ বেনারস-এর উস্তাদ ও পরে শায়খুল জামে'আহ পদ অলংকৃত করেন। একই সময়ে তিনি সঊদী বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের ডিগ্রীপ্রাপ্ত ভারত ও নেপালী ছাত্র সমিতির সভাপতি এবং মাত্র পৌনে দু'বছর পূর্বে কেন্দ্রীয় জমঈয়তে আহলেহাদীছ হিন্দ-এর নায়েবে আমীর ও জেদ্দাভিত্তিক রাবেত্বায়ে আলমে ইসলামীর ফিক্বহ একাডেমীর সদস্য পদে বরিত হন। গবেষণা ও গ্রন্থ প্রণয়নেও তাঁর যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। প্রাদেশিক জমঈয়তে আহলেহাদীছ কর্তৃক আয়োজিত মুম্বাই শহরের বান্দ্রা করলা কমপ্লেক্সে ২৯ ও ৩০শে মার্চ ২০০৩ইং দু'দিন ব্যাপী 'দ্বীনে রহমত কনফারেন্স'-এর শেষ দিনে 'ক্বাযা ও ক্বদর' বিষয়ে ঘন্টাধিককাল সারগর্ভ বক্তৃতা শেষ করার বেশ পরে তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন ও অল্পক্ষণের মধ্যেই সেখানকার এক হাসপাতালে সবাইকে কাঁদিয়ে দুনিয়ার এ মুসাফিরখানা হ'তে চিরবিদায় গ্রহণ করেন।

[সৌজন্যেঃ মাসিক নওয়ায়ে ইসলাম দিল্লী মে ২০০৩ সংখ্যা; পাক্ষিক তারজুমান দিল্লী ১৫ই এপ্রিল সংখ্যা]

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

বক্তা ও ওলামা প্রশিক্ষণ

রাজশাহী ॥ ২৯ ও ৩০ মে, বৃহস্পতি ও শুক্রবারঃ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর উদ্যোগে দু'দিন ব্যাপী বক্তা ও ওলামা প্রশিক্ষণ দারুল ইমারত, নওদাপাড়া, রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ও চেয়ারম্যান **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ দেন 'আন্দোলন'-এর নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী।

উল্লেখ্য যে, দেশের ১৭টি যেলা হ'তে ৯৪ জন আলেম বক্তা ও সুধী উক্ত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে রাজশাহীর ৫২ জন, চাঁপাই নবাবগঞ্জের ১১ জন, গোপালগঞ্জের ১ জন, দিনাজপুর (পশ্চিম)-এর ৩ জন, পাবনার ১ জন, নাটোরের ৫ জন, গাইবান্ধা (পশ্চিম)-এর ৩ জন, সাতক্ষীরার ২ জন, কুড়িগ্রামের ২ জন, কুষ্টিয়া (পশ্চিম)-এর ৫ জন, যশোরের ২ জন, রংপুরের ১ জন, জামালপুরের ২ জন, নওগাঁর ২ জন, টাংগাইলের ১ জন ও খুলনার ১ জন।

প্রথম দিন সকাল ৮ ঘটিকায় প্রশিক্ষণ শুরু হয় এবং দ্বিতীয় দিন বাদ জুম'আ মুহতারাম আমীরে জামা'আতের হেদায়াতী ভাষণের মাধ্যমে শেষ হয়।

দেশব্যাপী যেলা ভিত্তিক সর্বস্তরের দায়িত্বশীল ও অগ্রসর প্রাথমিক সদস্যদের প্রশিক্ষণ

সিরাজগঞ্জ ॥ ১৫ ও ১৬ মে, বৃহস্পতি ও শুক্রবারঃ যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মুর্তাযা-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আলতাফ হোসাইন-এর পরিচালনায় তাওহীদ ট্রাষ্ট (রেজিঃ) কর্তৃক নির্মিত হালুয়াকান্দি আহলেহাদীছ জামে মসজিদে ২ দিনব্যাপী যেলা কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ এস,এম, আব্দুল লতীফ।

লালমণিরহাট ॥ ২০ ও ২১ মে, মঙ্গল ও বুধবারঃ যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম-এর সভাপতিত্বে তাওহীদ ট্রাষ্ট (রেজিঃ) কর্তৃক নির্মিত মহিষখোচা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে দু'দিনব্যাপী যেলা কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ এস,এম, আবদুল লতীফ ও কেন্দ্রীয় অফিস সহকারী মাওলানা মুহাম্মাদ আনোয়ারুল হক।

কুড়িগ্রাম ॥ ২১ ও ২২ মে, বুধ ও বৃহস্পতিবারঃ যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা সিরাজুল ইসলাম-এর সভাপতিত্বে এবং সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম-এর পরিচালনায় রাজারহাট থানাধীন হরিশ্বর তালুক আহলেহাদীছ জামে মসজিদে দু'দিন ব্যাপী যেলা কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ এস,এম আব্দুল লতীফ।

পাবনা ॥ ২৩ ও ২৪ মে, শুক্র ও শনিবারঃ যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ বেলালুদ্দীন-এর সভাপতিত্বে পাবনা সার্কিট হাউজ সংলগ্ন চাঁদমারী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে দু'দিন ব্যাপী যেলা কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ও রাজশাহী যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক মাওলানা ফারূক আহমাদ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাবেক কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ জনাব আব্দুর রাযযাক (নাটোর)।

রংপুর ॥ ২৩ মে, শুক্রবারঃ যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্‌হাব-এর সভাপতিত্বে ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ সিকান্দার আলীর পরিচালনায় পীরগাছা দারুস সালাম আহলেহাদীছ জামে মসজিদে দু'দিন ব্যাপী যেলা কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ এস,এম, আব্দুল লতীফ।

ঝিনাইদহ ॥ ২৩ মে, শুক্রবারঃ যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব ইয়াকূব হোসাইন মাষ্টার-এর সভাপতিত্বে স্থানীয় ডাকবাংলা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে দু'দিন ব্যাপী যেলা কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম।

চাঁপাই নবাবগঞ্জ ॥ ৫ ও ৬ জুন, বৃহস্পতি ও শুক্রবারঃ যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল্লাহ-এর সভাপতিত্বে পি,টি,আই মাষ্টারপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে দু'দিন ব্যাপী যেলা কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ও রাজশাহী যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক মাওলানা ফারূক আহমাদ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'দারুল ইফতা'র সম্মানিত সদস্য ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর শিক্ষক মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ।

মেহেরপুর ॥ ৬ ও ৭ জুন, শুক্র ও শনিবারঃ যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম-এর সভাপতিত্বে ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা মনছূরুর রহমান-এর পরিচালনায় তাওহীদ ট্রাষ্ট (রেজিঃ) কর্তৃক নির্মিত বামুন্দী বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে দু'দিন ব্যাপী যেলা কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে প্রশিক্ষণ দান করেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য অধ্যাপক হাবীবুর রহমান মীযান।

পঞ্চগড় ॥ ৭ জুন, শুক্রবারঃ যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল আহাদ-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুন নূর-এর পরিচালনায় ফুলতলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ এস,এম, আব্দুল লতীফ ও সাবেক কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ জনাব আবদুর রাযযাক (নাটোর)।

রাজশাহী ॥ ৬ ও ৭ জুন, শুক্র ও শনিবারঃ যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক মাওলানা ফারূক আহমাদ-এর সভাপতিত্বে 'দারুল ইমারত আহলেহাদীছ' সভাকক্ষে দু'দিন ব্যাপী যেলা কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ও চেয়ারম্যান ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক ও কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আল-কুরআন এণ্ড ইসলামিক ষ্টাডিজ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডঃ মুহাম্মাদ লোকমান হোসাইন।

যশোর ॥ ৬ জুন, শুক্রবারঃ যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক কাযী আতাউল হক-এর পরিচালনায় ষষ্টীতলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে দু'দিন ব্যাপী যেলা কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক জনাব গোলাম মোক্তাদির।

ঠাকুরগাঁ ॥ ৬ জুন, শুক্রবারঃ যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুযযাম্মিল হক-এর সভাপতিত্বে রাণীশংকৈল আল-ফুরক্বান ইসলামিক সেন্টার মিলনায়তনে দু'দিন ব্যাপী কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ এস,এম, আব্দুল লতীফ সাবেক কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ জনাব আব্দুর রাযযাক (নাটোর)।

তাবলীগী সভা

পাওটানাহাট, পীরগাছা, রংপুর ॥ ২২ মে, বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব রংপুর যেলার পীরগাছা থানার অন্তর্গত পাওটানাহাট বায়তুল মা'মূর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে শাখা সভাপতি মুহাম্মাদ মফীযুল হক-এর সভাপতিত্বে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ জনাব এস,এম, আব্দুল লতীফ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মুহাম্মাদ রেযাউল করীম, মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম প্রমুখ।

শালবাড়ী, রাণীশংকৈল, ঠাকুরগাঁ ॥ ৬ জুন শুক্রবারঃ অদ্য বাদ জুম'আ স্থানীয় শালবাড়ী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে অত্র শাখা সভাপতি জনাব ইসরাঈল হোসাইন-এর সভাপতিত্বে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ জনাব এস,এম, আব্দুল লতীফ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ঠাকুরগাঁ যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুযযাম্মিল হক প্রমুখ।

যুবসংঘ

দু'দিন ব্যাপী কর্মী প্রশিক্ষণ

কুমিল্লা ॥ ৬ ও ৭ জুন শুক্র ও শনিবারঃ 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কুমিল্লা সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে গত ৬ ও ৭ জুন বুড়িচং যেলা কার্যালয়ে দু'দিন ব্যাপী কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র সাবেক কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন। বিশেষ

অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ ও যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ আবু তাহের।

অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় প্রভাবশালী সুধী ও যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মাদ রুহুমত আলী, জগতপুর এডিএইস সিনিয়র মাদরাসার শিক্ষক মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল হান্নান ও মাওলানা শামসুল হক প্রমুখ।

প্রশিক্ষণে ও দরসে কুরআন পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ, দরসে হাদীছ পেশ করেন যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ আবু তাহের, পরিচিতি 'ক'-এর উপরে প্রশিক্ষণ দান করেন 'যুবসংঘে'র সাবেক কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন, 'নৈতিক ভিত্তি ও প্রস্তাবনা' বই-এর উপরে সামষ্টিক পাঠ পরিচালনা করেন কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ, ছালাতের গুরুত্ব, ছালাত তরককারীর পরিণাম এবং ছালাতের বাস্তব প্রশিক্ষণ প্রদান করেন কোরপাই কারিয়ারচর ফাযিল মাদরাসার শিক্ষক মাওলানা মুহাম্মাদ মুসলেমুদ্দীন ও মাওলানা মুহাম্মাদ শরাফত আলী।

আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা

মহিলা সমাবেশ

পাংশা, রাজবাড়ী॥ ১৮ মে, রবিবারঃ রাজবাড়ী যেলা 'আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা'র উদ্যোগে স্থানীয় মৈশালা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব আবুল কালাম আযাদ-এর সভাপতিত্বে এক মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় 'দারুল ইফতা'-র সম্মানিত সদস্য ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী' নওদাপাড়া-র শিক্ষক মাওলানা আবদুর রাযযাক বিন ইউসুফ। পর্দার অন্তরালে সমবেত মা-বোনদের উদ্দেশ্যে প্রধান অতিথি স্বীয় বক্তব্যে সকলকে অহি-র বিধান অনুযায়ী সার্বিক জীবন পরিচালনা করার উদাত্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, মহিলাদের জান্নাতে যাওয়া সহজ হওয়া সত্ত্বেও তারাই জাহান্নামে বেশী যাবে। সুতরাং জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন হাফেয আব্দুল্লাহ খান। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আলহাজ্জ আব্দুল মজীদ ও আলহাজ্জ আব্দুল গফুর প্রমুখ।

সমাবেশ পরিচালনা করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি জনাব আব্দুর রউফ এবং সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব আব্দুর রাযযাক ও অন্যান্যগণ।

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/৩৪৬)ঃ একজন বালেগা মেয়ের জন্য পিতা ও অন্যান্য মেয়েদের সামনে কতটুকু পর্দা করা ফরয? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-খালেদা
জেদ্দা, সঊদী আরব।

উত্তরঃ মহিলাদের পর্দার সীমারেখা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ... 'তারা যেন তাদের স্বামী ও তাদের পিতা ছাড়া অন্যের সম্মুখে তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে' *(নূর ৩১)*। পিতা ও অন্যান্য মাহরাম ব্যক্তিবর্গের সামনে কতটুকু পর্দা করতে হবে বা শরীরের কতটুকু প্রকাশ করা যায় এ সম্পর্কে সঠিক কথা এই যে, নারী দেহের গোপন ও বাহ্যিক সৌন্দর্য এমনভাবে প্রকাশ করা যাবে না, যা শালীনতা বিরোধী এবং যা অন্যকে আকৃষ্ট করে।

আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ফাতেমা (রাঃ)-কে দেওয়ার জন্য একটি গোলাম নিয়ে তার নিকট আগমন করেন। গোলামকে দেখে ফাতেমা (রাঃ) নিজেকে স্বীয় চাদরে আবৃত করতে থাকেন। কিন্তু চাদরটা ছোট হওয়ায় মাথা ঢাকলে পা খোলা থাকছিল এবং পা ঢাকলে মাথা খোলা থাকছিল। এ দেখে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বললেন, 'হে আমার প্রিয় কন্যা! তুমি এত কষ্ট করছ কেন? আমি তো তোমার আব্বা আর এতো তোমার গোলাম' *(ছহীহ আবুদাউদ ২/৫২১ পৃঃ, হা/৪১০৬; 'গোলাম স্বীয় মহিলা মনিবের চুল দেখতে পারে' অনুচ্ছেদ)*।

মেয়েরা অন্যান্য মহিলাদের সামনে কতটুকু খোলা রাখতে পারে সূরা নূরের ৩১ নং আয়াতে তা বর্ণিত হয়েছে। ঐ আয়াতের نِسَائِهِنَّ দ্বারা মুসলিম নারীদেরকে বুঝানো হয়েছে। সুতরাং তাদের সামনে ঐ আভরণ প্রকাশ করা যাবে, যা মাহরাম আত্মীয়দের সামনে প্রকাশ করা যায়। উল্লেখ্য যে, ইহুদী, নাছারা ও মুশরিক মহিলাদের সামনে স্বীয় সৌন্দর্য প্রকাশ করা যাবে না *(তাফসীর ইবনে কাছীর, ২/২৭৫ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (২/৩৪৭)ঃ আমরা জানি, আত্মহত্যাকারীর পরিণাম জাহান্নাম। বর্তমানে মুজাহিদ ভাইয়েরা ইহুদী-খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে গিয়ে নিজেকে মানববোমায় পরিণত করে মারা যাচ্ছেন। এভাবে আত্মঘাতি বোমায় নিহতদের আখেরাতে পরিণাম কি হবে?

-ইকবাল হুসাইন
হরিপুর, ভেণ্ডাবাড়ী, পীরগঞ্জ, রংপুর।

উত্তরঃ আল্লাহ তা'আলার দ্বীনকে সমুন্নত করার লক্ষ্যে মুজাহিদগণ যেকোন কৌশল অবলম্বন করতে পারেন। যদিও তারা নিশ্চিত হন যে, আমরা জিহাদের ময়দানে মৃত্যুবরণ করব। এরা শহীদের মর্যাদা পাবেন ইনশাআল্লাহ। কারণ- তাদের লক্ষ্য হ'ল আল্লাহ্‌র দ্বীনকে বিজয়ী করা। পক্ষান্তরে আত্মহত্যাকারীর ঐ ধরনের কোন প্রত্যাশা থাকে না। কাজেই দু'টির লক্ষ্য দু'ধরনের। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে যে, মূতার যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় গোলাম যায়েদ বিন হারেছা (রাঃ)-কে তিন হাযার সৈন্যের সেনাপতি নিযুক্ত করেন। অতঃপর বললেন, যায়েদ বিন হারেছাহ শহীদ হ'লে জা'ফর বিন আবু ত্বালেব সেনাদলের নেতৃত্ব দিবে। সেও যদি শহীদ হয়, তবে আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা নেতৃত্ব গ্রহণ করবে'। অপর বর্ণনায় আনাস (রাঃ) বলেন, উক্ত তিনজনের শহীদ হওয়ার খবর আসার আগেই আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) অশ্রুসিক্ত নয়নে তাদের মৃত্যুর খবর আমাদেরকে শুনান এবং বলেন, অতঃপর আল্লাহ্‌র তরবারি সমূহের মধ্যকার একটি তরবারি (খালেদ বিন ওয়ালীদ) ঝাণ্ডা হাতে নেন এবং তার হাতেই আল্লাহ বিজয় দান করেন। *(ছহীহ বুখারী ২/১০৪ পৃঃ, হা/৪২৬১, ৪২৬২ 'মাগাযী' অধ্যায় 'সিরিয়ায় সংঘটিত মূতার যুদ্ধ' অনুচ্ছেদ)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উক্ত ভাষণে সেনাপতিগণ অনুধাবন করেছিলেন যে, আমাদের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। কারণ রাসূলের কথা চির সত্য। উপরোক্ত হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে হ'লেও আল্লাহ্‌র দ্বীনকে সমুন্নত করার জন্য সশস্ত্র যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়া যায়। তবে সবকিছু নির্ভর করে ব্যক্তির নিয়তের উপরে। *(দ্রঃ মাসিক আত-তাহরীক, আগষ্ট ২০০২, প্রশ্নোত্তর নং ২৫/৩৫০)*।

প্রশ্নঃ (৩/৩৪৮)ঃ গত ২৮ ফেব্রুয়ারী ২০০৩ইং তারিখের দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় আযানের সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নামে বৃদ্ধাঙ্গুলি চুম্বন করার ফযীলত সম্পর্কে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যারা আযানের সময় আমার নাম শ্রবণ করে দু'হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলির নখকে চুম্বন করে চোখে মাসাহ করবে তারা কখনও অন্ধ হবে না' (তাফরীহু আজকিয়া)। আরো বলা হয়েছে, আযানের সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নাম প্রথমবার শুনবার পর 'ছাল্লাল্লাহু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ' বলে দুই হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি চুম্বন করা মুস্তাহাব এবং দ্বিতীয়বার শুনবার পর 'কুররাতু আইনি বিকা ইয়া রাসূলাল্লাহ' বলে দুই হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি পূর্বের ন্যায় চুম্বন করা ছওয়াবের কাজ (কানযুল ইবাদ ও শামী কিতাবের বাবুল আযান অধ্যায়)। বর্ণিত হাদীছ দু'টির বিশুদ্ধতা সম্পর্কে জানতে চাই।

-আব্দুল হালীম বিন ইলইয়াস
হরিপুর, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ উক্ত মর্মে যে সমস্ত হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তার সবগুলিই 'মওযূ' বা বানাওয়াট *(দ্রঃ মুহাম্মাদ ত্বাহের বিন আলী হিন্দী, তাযকিরাতুল মাওযূ'আত (বৈরুত ছাপা ১৪১৫/১৯৯৫) 'আযান এবং আযানের সময় চক্ষুদ্বয় মাসাহ করা' অনুচ্ছেদ, পৃঃ ৩৪)*।

প্রশ্নঃ (৪/৩৪৯)ঃ পৃথিবীতে কতজন নবী ও রাসূল আগমন করেছিলেন? তাঁদের মধ্যে রাসূল-এর সংখ্যা কত?

-মাহমূদুল হাসান
পোঃ ও থানাঃ পীরগাছা, রংপুর।

উত্তরঃ তাবে'ঈ আবু উমামা হ'তে বর্ণিত, আবু যার গিফারী (রাঃ) বলেন, আমি একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, নবীদের সংখ্যা কত? তিনি বললেন, 'এক লক্ষ চব্বিশ হাযার (১,২৪,০০০)। তন্মধ্যে রাসূল ছিলেন তিনশত পনের (৩১৫) জনের এক বিরাট জামা'আত' *(আহমাদ, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/৫৭৩৭ 'সৃষ্টির সূচনা ও নবীদের বর্ণনা' অনুচ্ছেদ)*। কোন কোন বর্ণনায় পাওয়া যায় রাসূলের সংখ্যা তিনশত তের জন *(তাহযীব, তাফসীর ইবনে কাছীর, সূরা নিসা ১৬৪ আয়াতের তাফসীর দ্রঃ আলবানী, সিলসিলা ছাহীহাহ হা/২৬৬৮)*।

প্রশ্নঃ (৫/৩৫০)ঃ ওহোদের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দাঁত ভেঙ্গে যাওয়ার সংবাদ পেয়ে নাকি ওয়াইস ক্বারানী তার নিজের দাঁত ভেঙ্গে ফেলেন। এ ঘটনা কি সত্য?

-আযীযুল হক
সিতাইকুণ্ড, কোটালীপাড়া
গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ কাহিনী উক্ত সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও বানাওয়াট। তবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ওয়াইস ক্বারানী প্রসঙ্গে ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, অবশ্যই তাবেঈদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি 'ওয়াইস'। সে ইয়ামন হ'তে মদীনায় আগমন করবে। তোমরা নিজ নিজ মাগফেরাতের জন্য তার থেকে দো'আ নিবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৬২৫৭; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/৬০০৬, ১১/২২৬ পৃঃ, 'ইয়ামন, শাম ও ওয়াইস ক্বারানীর বর্ণনা' অনুচ্ছেদ)*। উল্লেখ্য যে, 'ক্বারান' ইয়ামনের একটি শহরের নাম।

প্রশ্নঃ (৬/৩৫১)ঃ ১ তলা মসজিদকে ২/৩ তলা বানিয়ে সেখানে ছালাত আদায় করা হচ্ছে এবং নীচতলায় দোকানপাট করে ভাড়া দেওয়া হয়েছে। প্রশ্ন হ'লঃ এরূপভাবে মসজিদে দোকানপাট করা শরী'আত সম্মত কি?

-রশীদ আহমাদ
বারিধারা, ঢাকা।

উত্তরঃ মসজিদে বসবাস করার বিষয়টি একাধিক ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। কাজেই মসজিদের মানকে অক্ষুণ্ণ রেখে মসজিদের কল্যাণার্থে মসজিদের জায়গায় বা নীচতলায় দোকানপাট তৈরী করা বিধি সম্মত। ইমাম ইবনে

তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, মসজিদের নীচে দোকানপাট ও পানির হাউয তৈরী করা যায়। তাতে কোন দোষ নেই *(ফাতাওয়া ইবনে তায়মিয়াহ ৩১/২১৮ পৃঃ)*। মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভী (রহঃ) বলেন, মসজিদের কল্যাণার্থে জন্য নীচে ও উপরে দোকানপাট করা যায় *(ফাৎওয়া নাযীরিয়াহ ১/৩৬৭ পৃঃ)*। ক্বাযী খান বলেন, মসজিদের অধিবাসী মসজিদ দোতলা করে নীচতলায় দোকানপাট ও পানির হাউয তৈরি করতে পারে *(মুগনী ৬/১৬৮ পৃঃ; দ্রঃ আত-তাহরীক, ১ম বর্ষ ১০ম সংখ্যা, জুন '৯৮ প্রশ্নোত্তর ১/৯১)*।

প্রকাশ থাকে যে, মসজিদের ঐ সকল দোকানপাটে শরী'আত বিরোধী কোন প্রকার গান-বাজনা, অশ্লীল ছায়াছবি ও অবৈধ ব্যবসা-বাণিজ্য করা থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে।

প্রশ্নঃ (৭/৩৫২)ঃ নাবালিকা মেয়েদের বিবাহ দানের পদ্ধতি কি? তাদের বিবাহ কি শুধু পিতা দিতে পারেন, না মায়েরও অনুমতির প্রয়োজন আছে? তাদের বিবাহে কতজন সাক্ষী প্রয়োজন? সূরা নিসার ৬ ও বনী ইসরাঈলের ৩৪ নং আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, সাবালিকা না হওয়া পর্যন্ত মেয়েদের বিবাহ বৈধ নয়? বিষয়টির সঠিক সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

-বিলকিস বানু
নাচোল, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ পদ্ধতিগত দিক থেকে নাবালিকা, সাবালিকা বা বিধবা মহিলাদের বিবাহের ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য নেই। তবে সাবালিকা বা বিধবা মহিলার ক্ষেত্রে মৌখিক সম্মতি শর্ত। পক্ষান্তরে নাবালিকা মেয়েদের কোন অনুমতির প্রয়োজন নেই। তাদের পক্ষ থেকে পিতা বা দাদার অনুমতিই যথেষ্ট। পিতা বা দাদা ব্যতীত অন্যের দ্বারা তাদের বিবাহ শুদ্ধ হবে না। আবুবকর (রাঃ) স্বীয় কন্যা আয়েশা (রাঃ)-কে ৭ বছর বয়সে তার অনুমতি ছাড়াই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে বিবাহ দিয়েছিলেন *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/২০১ পৃঃ)*। বিবাহের মায়ের অনুমতির প্রয়োজন নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'মহিলা কোন মহিলাকে বিবাহ দিতে পারে না' *(দারাকুৎনী, ইবনু মাজাহ হা/৩১৩৭; হাদীছ ছহীহ, ইরওয়াউল গালীল ৬/২৪৮ পৃঃ, হা/১৮৪১)*। অতএব মা অলী হ'তে পারেন না। নাবালিকা হোক বা সাবালিকা হোক বিবাহে দু'জন ন্যায়নিষ্ঠ সাক্ষী প্রয়োজন *(ত্বাবারাণী, ইরওয়াউল গালীল হা/১৮৪৪, সনদ ছহীহ)*।

সূরা নিসার ৬নং আয়াতে 'নিকাহ' দ্বারা বিবাহ উদ্দেশ্য নয়; বরং উদ্দেশ্য হচ্ছে যৌবনে পদার্পণ করা *(তাফসীর ইবনে কাছীর ১/৪২৮ পৃঃ)*। উক্ত আয়াত ও বনী ইসরাঈলের ৩৪ নং আয়াতে যৌবনে পদার্পণ না করা পর্যন্ত ইয়াতীমের রক্ষণাবেক্ষণ ও মাল ফিরিয়ে না দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে, সাবালিকা না হওয়া পর্যন্ত তাদের বিবাহ দেওয়া যাবে না। কারণ বিবাহের সাথে মাল ফিরিয়ে দেওয়ার কোন সম্পর্ক নেই।

প্রশ্নঃ (৮/৩৫৩)ঃ কবরস্থানে গিয়ে ক্বিবলামুখী হয়ে কবরবাসীর জন্য হাত তুলে দো'আ করা কি বিদ'আত? কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মোতাবেক জানতে চাই।

-মুহাম্মাদ তাজুদ্দীন সালাফী
সম্পাদক
আহলেহাদীছ পাঠাগার
গাছবাড়ী বাজার, সিলেট।

উত্তরঃ এটি বিদ'আত নয়। নির্দিষ্ট কোন দিন/রাত নির্ধারণ না করে একাকী কবরস্থানে গিয়ে কবরবাসীর জন্য হাত তুলে দো'আ করা যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) 'বাক্বীউল গারক্বাদ' কবরস্থানে গিয়ে কবরবাসীর উদ্দেশ্যে একাকী হাত তুলে দো'আ করেছিলেন *(মুসলিম ১/৩১৩ পৃঃ; 'জানাযা' অধ্যায়, 'কবরবাসীদের সালাম ও তাদের জন্য দো'আ' অনুচ্ছেদ)*।

তকে সম্মিলিতভাবে হাত উঠিয়ে দো'আ করার প্রচলিত নিয়মটি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয় বিধায় এটি পরিত্যাজ্য।

প্রশ্নঃ (৯/৩৫৪)ঃ তাবীয-কবয, শামুক, কোমরে সূতা, রাকশী (গিরা দেয়া সূতা গলায় পরা) এবং ছেলেদের জন্য সোনা-রূপার আংটি, কড়ি বা যেকোন ধরনের মালা ব্যবহার করা যায় কি? কবিরাজগণ জ্বিনদের মাধ্যমে যে সমস্ত কথা-বার্তা বলে থাকে, সেসব কথা বিশ্বাস করা যাবে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ উল্লিখিত সমস্ত কিছুই ইসলামী শরী'আতে নিষিদ্ধ। মুসনাদে আহমাদ-এ উক্ববা বিন আমের (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি তাবীয লটকাবে আল্লাহ যেন তার উদ্দেশ্য পূর্ণ না করেন এবং যে কড়ি লটকাবে আল্লাহ যেন তাকে আরোগ্য দান না করেন'। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, 'যে ব্যক্তি তাবীয লটকালো সে শিরক করল' *(আহমাদ, হাদীছ ছহীহ, সিলসিলা ছাহীহাহ হা/৪৯২)*। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, 'যে ব্যক্তি কোন কিছু লটকাবে তার দায়-দায়িত্ব তার উপরই অর্পিত হবে' অর্থাৎ আল্লাহ তার কোন দায়িত্ব নিবেন না' *(আবুদাউদ, সনদ হাসান, মিশকাত হা/৪৫৫৬ 'চিকিৎসা ও ঝাঁড়-ফুঁক' অধ্যায়)*। মানুষের ন্যায় জীব-জন্তুর গলাতেও তাবীয, সূতা, শঙ্খ ইত্যাদি লটকানো নিষিদ্ধ *(বুখারী, মুসলিম, ফাৎহুল মাজীদ ১১৯ পৃঃ)*।

যেকোন ধরনের মালা পুরুষের জন্য ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহর লা'নত সেই পুরুষদের উপর যারা নারীদের সাদৃশ্য অবলম্বন করে এবং সেই সকল নারীদের উপর যারা পুরুষদের সাদৃশ্য অবলম্বন করে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৪২৯ 'চুল আঁচড়ানো' অনুচ্ছেদ)*। তাছাড়া পুরুষদের জন্য রেশম ও স্বর্ণের তৈরী সবকিছুই হারাম *(আহমাদ, আবুদাউদ, নাসাঈ; মিশকাত হা/৪৩৯৪)*। তাদের জন্য শুধু রৌপ্যের আংটি ব্যবহার করা জায়েয *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৩৮৭)*।

মানুষের মধ্যে যেমন মুমিন-কাফির দু'টিই বিদ্যমান, তেমনি জ্বিনদের মাঝেও তেমনি মুমিন-কাফির বিদ্যমান। সুতরাং কবিরাজ যদি মুমিন জ্বিনদের মাধ্যমে কথা-বার্তা বলে থাকে, তাহ'লে তা গ্রহণযোগ্য *(ছহীহ বুখারী, মিশকাত হা/২১২৩ 'কুরআনের শিক্ষা ও তেলাওয়াতের মহিমা' অনুচ্ছেদ)*। তবে যদি গায়েবী কোন বিষয় সম্পর্কে বলে বা শরী'আত বিরোধী কিছু বলে তাহ'লে অবশ্যই তা প্রত্যাখ্যাত *(নামল ৬৫)*।

প্রশ্নঃ (১০/৩৫৫)ঃ তাশাহহুদ পাঠের সময় 'আসসালা-মু আলাইকা আইয়ুহান নাবিইয়ু' (হে নবী! আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হৌক)-এর স্থলে 'আসসালা-মু আলান্নাবী' (নবীর উপর শান্তি বর্ষিত হোক) পড়তে হবে বলে আব্দুশ শহীদ নাসিম অনুদিত শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানীর 'ছিফাতু ছালাতিন নাবী (সাঃ)' বইতে উল্লেখিত হয়েছে। ইবনে মাস'উদ (রাঃ) থেকে তা বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর আয়েশা (রাঃ) সহ ছাহাবীগণ নাকি অনুরূপ পড়তেন। কোন্ হাদীছে তা উল্লিখিত হয়েছে এবং তা ছহীহ কি-না জানতে চাই।

-আব্দুল আযীয
ধারাবারিষা
গুরুদাসপুর, নাটোর।

উত্তরঃ তাশাহহুদ সম্পর্কিত সকল ছহীহ-মরফূ হাদীছে রাসূল (ছাঃ)-কে সম্বোধন সূচক 'আইয়ুহান্নাবী' শব্দ বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পরে আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রাঃ) প্রমুখ কতিপয় ছাহাবী 'আইয়ুহান্নাবী'-এর পরিবর্তে 'আলান্নাবী' বলতে থাকেন। যেমন বুখারী 'ইস্তীযা-ন' অধ্যায়ে এবং অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। অথচ সকল ছাহাবী, তাবেঈন, মুহাদ্দেছীন ও ফুক্বাহা পূর্বের ন্যায় 'আইয়ুহান্নাবী' পড়েছেন। এই মতবিরোধের কারণ হ'ল, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় তাঁকে সম্বোধন করে 'আইয়ুহান্নাবী' বলা গেলেও তাঁর মৃত্যুর পরে তো আর তাঁকে ঐভাবে সম্বোধন করা যায় না। কেননা সরাসরি এরূপ গায়েবী সম্বোধন কেবল আল্লাহকেই করা যায়। সে কারণ কিছু সংখ্যক ছাহাবী 'আলান্নাবী' বলতে থাকেন। পক্ষান্তরে অন্য সকল ছাহাবী পূর্বের ন্যায় 'আইয়ুহান্নাবী' বলতে থাকেন।

আল্লামা ত্বীবী (রহঃ) বলেন, এটা এ জন্য যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁদেরকে উক্ত শব্দেই তাশাহহুদ শিক্ষা দিয়েছিলেন। তার কোন অংশ তাঁর মৃত্যুর পরে পরিবর্তন করতে বলে যাননি। অতএব ছাহাবায়ে কেরাম উক্ত শব্দ পরিবর্তনে রাযী হননি। ছাহেবে মির'আত বলেন, জীবিত-মৃত কিংবা উপস্থিত-অনুপস্থিতের বিষয়টি এখানে ধর্তব্য নয়। কেননা স্বীয় জীবদ্দশায়ও তিনি বহু সময় ছাহাবীদের থেকে দূরে সফরে বা জিহাদের ময়দানে থাকতেন। তবুও তারা তাশাহহুদে নবীকে সম্বোধন করে 'আইয়ুহান্নাবী' বলতেন। তাঁরা তাঁর উপস্থিতি বা অনুপস্থিতিতে উক্ত সম্বোধনে কোন পরিবর্তন করতেন না। তাছাড়া বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্য খাছ বিষয়াবলীর অন্তর্ভুক্ত। এটা স্রেফ তাশাহহুদের মধ্যেই পড়া যাবে, অন্য সময় নয় *(ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ৭৩ পৃঃ)*।

উল্লেখ্য যে, এই সম্বোধনের মধ্যে কবর পূজারীদের জন্য কোন দলীল নেই। তারা এই হাদীছের দ্বারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে সর্বত্র হাযির-নাযির প্রমাণ করতে চায় ও তাঁকে মনোবাসনা পূর্ণ করার জন্য 'অসীলা' হিসাবে গ্রহণ করতে চায়। এটা পরিষ্কারভাবে 'শিরকে আকবর' বা বড় শিরকের অন্তর্ভুক্ত *(ঐ)*।

প্রশ্নঃ (১১/৩৫৬)ঃ এক সরকারী প্রাইমারী স্কুলের প্রধান শিক্ষক ঈদগাহে ইমামতি করার সময় বক্তব্যে বলেন, আমার দু'টি আশা, যার একটি পূরণ হয়েছে। অপরটি আমি ঈদের ছালাতের শেষে আপনাদেরকে বলব। ঈদের ছালাত শেষে তিনি বলেন, আমি ২৩ শে রামাযান রাতে আমার মৃত পিতাকে অনেক লোকের মধ্যে দেখেছি। এই বলে তিনি হাউ-মাউ করে কেঁদে বলেন, আমি হজ্জে যাব এবং হজ্জে যাওয়ার খরচ আপনাদেরকে বহন করতে হবে। ঈদগাহের মুছল্লীগণ তাঁকে ৭৪,০০০/= (চুয়াত্তর হাযার) টাকা দিলে তিনি বলেন, অবশিষ্ট টাকাও আপনাদেরকেই দিতে হবে। কিন্তু আমার প্রশ্ন হ'ল- ইমাম ছাহেবের জমি-জমা ও ২টি পাকা বাড়ী আছে। এমতাবস্থায় লোকদের নিকট থেকে অর্থ নিয়ে হজ্জে যাওয়া জায়েয হবে কি?

-আব্দুল ওয়াহ্হাব
মহিষখোচা, আদিতমারী
লালমণিরহাট।

উত্তরঃ ইমাম ছাহেবের উক্ত স্বপ্নের কথা জনসমক্ষে প্রকাশ করা ঠিক হয়নি। কেননা স্বপ্নটি দুঃস্বপ্ন। যা অন্যের সম্মুখে প্রকাশ করতে রাসূল (ছাঃ) নিষেধ করেছেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬১২ 'স্বপ্ন' অধ্যায়)*। এক্ষণে উক্ত স্বপ্নের উপরে ভিত্তি করে হজ্জে যাওয়ার সংকল্প করা ও সেজন্য মুছল্লীদের নিকটে টাকা চাওয়া ও তাদের টাকা দেওয়া, সবটাই অন্যায় ও শরী'আত বিরোধী হয়েছে। এটা এক ধরনের প্রতারণা বৈ কিছুই নয়। অতঃপর ইমাম ছাহেবের সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও মুছল্লীদের নিকট থেকে অর্থ নিয়ে হজ্জে যাওয়া ঠিক হবে না। কারণ হজ্জ শুধুমাত্র সামর্থ্যবান ব্যক্তির উপরেই ফরয *(আলে ইমরান ৯৭)*।

প্রশ্নঃ (১২/৩৫৭)ঃ দ্বিতীয় আদম কে এবং কেন? ছহীহ হাদীছের আলোকে উত্তরদানে বাধিত করবেন।

-হাবীবুর রহমান
সাতরশিয়া, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ আদম (আঃ) প্রথম যেমন জনমানবহীন পৃথিবীকে আবাদ করেছিলেন, তেমনি নূহ (আঃ) মহাপ্লাবনের পর পৃথিবীকে পুনরায় আবাদ করেছিলেন। সেকারণ তাঁকে দ্বিতীয় আদম বলার যে কথা জনসমাজে প্রচলিত আছে তা

Contents

ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়। বরং প্রচলিত কথা মাত্র।

উল্লেখ্য যে, ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নূহ (আঃ) ছিলেন 'প্রথম রাসূল'। ক্বিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে লোকেরা নূহ (আঃ)-এর নিকটে সুপারিশের আবেদন জানিয়ে বলবে يَا نُوْحُ أَنْتَ أَوَّلُ الرَّسُوْلِ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ। 'হে নূহ! আপনি জগদ্বাসীর নিকটে প্রথম প্রেরিত রাসূল' *(তিরমিযী ২/৬৯ পৃঃ, হাদীছ হাসান ছহীহ; 'ক্বিয়ামতের বর্ণনা' অধ্যায় 'শাফা'আত' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১৩/৩৫৮)ঃ যোহরের ছালাত ৪ রাক'আত ফরয। কিন্তু জুম'আর দিনে তদস্থলে ২ রাক'আত কমিয়ে দেয়ার কারণ কি? এর কোন ফযীলত আছে কি? সুন্নাত ও নফলসহ জুম'আর ছালাত কত রাক'আত?

-হাসানুয্যামান
আদর্শ দাখিল মাদরাসা
গাংণী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ খুৎবার জন্য যোহরের ৪ রাক'আত কমিয়ে জুম'আর ছালাত ২ রাক'আত করা হয়েছে- এ মর্মে ওমর (রাঃ) আয়েশা (রাঃ), আমর ইবনে শু'আইব প্রমুখাৎ যে সমস্ত বর্ণনা এসেছে, তার সবগুলিই যঈফ *(ইরওয়াউল গালীল ৩/৭২ পৃঃ, হা/৬০৫-এর আলোচনা দ্রঃ)*। সুতরাং খুৎবার কারণে জুম'আর ছালাত দু'রাক'আত কমানো হয়েছে- এ কথা সঠিক নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের নিয়মিত আমল দ্বারা জুম'আর ফরয ছালাত দু'রাক'আত প্রমাণিত হয়েছে। সেকারণ কোন ব্যক্তি খুৎবা পাক বা না পাক, তাকে মাত্র দু'রাক'আতই ফরয হিসাবে আদায় করতে হয়। তার বেশী নয়।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি জুম'আর ১ রাক'আত পেল, সে যেন তার সাথে আর এক রাক'আত মিলিয়ে নেয়' *(ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৯২৭ 'যে ব্যক্তি জুম'আর এক রাক'আত পেল তার হুকুম' অনুচ্ছেদ; ইরওয়াউল গালীল ৩/৮৪ পৃঃ, হা /৬২২)*।

জুম'আর পূর্বে নির্দিষ্ট কোন সুন্নাত ছালাত নেই। মুছল্লী কেবল 'তাহিইয়াতুল মাসজিদ' দু'রাক'আত পড়ে বসবে। সময় পেলে খুৎবার আগ পর্যন্ত যত খুশি নফল ছালাত আদায় করবে। জুম'আর ছালাতের পর মসজিদে চার রাক'আত অথবা বাড়ীতে দু'রাক'আত সুন্নাত আদায় করবে। তবে মসজিদেও চার বা দুই কিংবা চার ও দুই মোট ছয় রাক'আত সুন্নাত ও নফল পড়া যায় *(মুসলিম, মিশকাত হা/১১৬৬ 'সুন্নাত ও তার ফযীলত সমূহ' অনুচ্ছেদ; মির'আত ২/১৪৮; ছালাতুর রাসূল পৃঃ ১১০)*।

প্রশ্নঃ (১৪/৩৫৯)ঃ আম, কাঁঠাল, বাঁশ এবং অন্যান্য গাছের বিক্রয়লব্ধ টাকায় যাকাত প্রদান করতে হবে কি?

-আব্দুল বাসেত
দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ প্রশ্নে উল্লিখিত বস্তুর উপর যাকাত নেই। তবে উক্ত বস্তু বিক্রয়ের পর বিক্রয়লব্ধ অর্থ যদি নেছাব পরিমাণ হয় এবং তা পূর্ণ এক বৎসর অতিবাহিত হয়, তাহ'লে তার উপর যাকাত ফরয *(শায়খ বিন বায, মাজমু'আ ফাতাওয়া ৫/৮৬ পৃঃ; মুওয়াত্ত্বা মালেক পৃঃ ১৯১ 'যে সব ফল ও তরি-তরকারিতে যাকাত নেই' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১৫/৩৬০)ঃ ওযন ও মাপে কম দেওয়ার পরিণতি সম্পর্কে শরী'আতের বিধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

-হেমায়াতুল্লাহ
শালবাগান, রাজশাহী।

উত্তরঃ ওযন ও মাপে কম দেওয়া একটি মারাত্মক সামাজিক অপরাধ। এদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'ধ্বংস তাদের জন্য, যারা ওযন ও মাপে কম-বেশী করে। যারা নেওয়ার সময় পুরোপুরি নেয় ও দেওয়ার সময় কম করে দেয়' *(মুত্বাফফেফীন ১-৩)*। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, যখন কোন কওমের মধ্যে (রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক) আমানতের খেয়ানত ব্যাপ্তি লাভ করে, তখন আল্লাহ তাদের অন্তর সমূহে ভীতি ও ত্রাসের সঞ্চার করেন। যখন কোন জনপদে যেনা-ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়ে, তখন সেই সমাজে মৃত্যুর হার বৃদ্ধি পায়। যখন কোন সমাজে মাপ ও ওযনে কম দেওয়ার প্রবণতা দেখা দেয়, সেই সমাজে রূযীর স্বচ্ছলতা বন্ধ করে দেওয়া হয়। যখন কোন সমাজে অবিচার শুরু হয়, তখন সেই সমাজে খুন-খারাবী সস্তা হয়ে যায়। যখন কোন কওম চুক্তি ভঙ্গ করে, তখন তাদের উপরে শত্রু জয়লাভ করে' *(মুওয়াত্ত্বা মালেক, মিশকাত হা/৫৩৭০ 'রিক্বাক্ব' অধ্যায়, হাদীছটি মওকূফ)*।

একদা ইবনু আব্বাস (রাঃ) মাপ ও ওযনকারীদের লক্ষ্য করে বলেন, 'হে মাওয়ালীগণ! তোমরা দু'টি বিষয়ে প্রতিনিধিত্ব লাভ করেছ। যে দু'টির মাধ্যমে তোমাদের পূর্বেকার লোকেরা ধ্বংস হয়েছে। সে দু'টি হল মাপ ও ওযন *(তিরমিযী, ইবনু কাছীর ২/১৯৭; সনদ ছহীহ; বিস্তারিত দেখুনঃ দরসে কুরআন 'দশটি হারাম থেকে বেঁচে থাকুন' মে '৯৯)*।

প্রশ্নঃ (১৬/৩৬১)ঃ মৃত ব্যক্তির গোসলের পূর্বে দাঁতে সাতবার খিলাল করা এবং ঢিলা দ্বারা গুপ্তাঙ্গে সাতবার কুলুপ করা শরী'আতের দৃষ্টিতে জায়েয কি?

-শওকত আলী
জগন্নাথপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ উল্লিখিত পদ্ধতিগুলি গ্রাম্য প্রথা, যা দ্বীনের মধ্যে নতুন সৃষ্টি অর্থাৎ বিদ'আত। এগুলি থেকে বিরত থাকা অবশ্য কর্তব্য। অতঃপর মৃত ব্যক্তির গোসলের সুন্নাতী পদ্ধতি নিম্নরূপঃ

'বিসমিল্লাহ' বলে ডান দিক থেকে ওযূর অঙ্গ সমূহ প্রথমে ধৌত করবে। ধোয়ানোর সময় হাতে ভিজা ন্যাকড়া রাখবে। পূর্ণ পর্দার সাথে মাইয়েতের দেহ থেকে পরনের কাপড় খুলে নেবে। গোসলের সময় লজ্জাস্থানের দিকে তাকাবে না বা খালি হাতে স্পর্শ করবে না। তিনবার বা

তিনের অধিক বেজোড় সংখ্যায় সমস্ত দেহে পানি ঢালবে। গোসল শেষে সুগন্ধি বা কর্পূর লাগাবে। মাইয়েত মহিলা হ'লে চুল খুলে দিবে। অতঃপর তিনটি ভাগে ভাগ করে পিছনে ছড়িয়ে দেবে *(আলবানী, তালখীছ ২৮-৩০ পৃঃ)*। উল্লেখ্য যে, কুল পাতা দেওয়া পানি, সুগন্ধি ও সাবান দিয়ে সুন্দরভাবে গোসল করাবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৬৩৪-৩৫ 'জানাযা' অধ্যায়, 'মৃতকে গোসল করানো ও কাফন পরানো' অনুচ্ছেদ)*। এছাড়া যা কিছু করা হয় সবগুলিই বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত হবে *(বিস্তারিত দেখুনঃ 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ১২৬-২৭ পৃঃ, মৃত্যুর পরে প্রচলিত বিদ'আত সমূহ ও কবরে প্রচলিত শিরক সমূহ')*।

প্রশ্নঃ (১৭/৩৬২)ঃ দুপুর ১-টা বা সোয়া একটার সময় আমরা যোহরের ছালাত আদায় করে থাকি। জনৈক আলেম পৌনে একটায় ছালাত আদায় করেন এই যুক্তিতে যে, তিনি আউয়াল ওয়াক্তে পড়ছেন আর আমাদের ১-টা বা সোয়া একটা আউয়াল ওয়াক্তের মধ্যে পড়ে না। তাঁর এ কথা কি সঠিক?

-মুজীবুর রহমান বিশ্বাস
সারাংপুর, গোদাগাড়ী
রাজশাহী।

উত্তরঃ ছালাতের ওয়াক্ত আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত। জিবরীল (আঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে আউয়াল ও আখেরী ওয়াক্তে দু'দিন ছালাত আদায় করে বলেন, উক্ত দুই ওয়াক্তের মধ্যবর্তী সময়কালই হ'ল আপনার জন্য ছালাতের ওয়াক্ত (اَلْوَقْتُ مَا بَيْنَ هٰذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ) *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৮৩ 'ছালাতের সময়কাল' অনুচ্ছেদ)*। এক্ষণে ঐ দুই ওয়াক্তের প্রথমার্ধে ছালাত আদায় করলে সেটাই হবে আউয়াল ওয়াক্তে। যেমন ৪ঠা জুন ঢাকায় যোহর শুরু হচ্ছে ১১-৫৯ মিঃ ও আছর শুরু হচ্ছে ৩-১৪ মিঃ। এ দুই প্রান্তসীমার মধ্যবর্তী সময়ের প্রথমভাগে আউয়াল ওয়াক্ত ধরা হবে। তবে হাদীছে যেহেতু ছালাত আগেভাগে পড়ার ব্যাপারে তাকীদ এসেছে *(আহমাদ, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৬০৭)*, সেহেতু প্রথমার্ধের প্রথম দিকে পড়াই উত্তম। অবশ্য এশার ছালাত দেরীতে পড়া এবং যোহরের ছালাত গ্রীষ্মকালে একটু বিলম্বে পড়ার প্রতি হাদীছে তাকীদ এসেছে *(মুসলিম, মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বুলূগুল মারাম হা/১৫৫, ১৫৬)*। প্রশ্নোল্লিখিত বিষয়ে উভয়ের বক্তব্যই ঠিক আছে। তবে উক্ত আলেমের নিজ বক্তব্যের উপরে যিদ করা ঠিক নয়।

প্রশ্নঃ (১৮/৩৬৩)ঃ বাঘের চামড়ার তৈরী জ্যাকেট ব্যবহার করা যাবে কি?

-আকরামুযযামান
সাতদরগা বাজার, পীরগাছা, রংপুর।

উত্তরঃ বাঘের চামড়ার তৈরী গদি সহ কোনকিছু ব্যবহার করা যাবে না। মু'আবিয়া (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা রেশমী কাপড় এবং বাঘের চামড়ার তৈরী গদির উপর সওয়ার হয়ো না *(ছহীহ আবুদাঊদ হা/৪১২৯; নাসাঈ; মিশকাত হা/৪৩৫৭ 'পোশাক-পরিচ্ছদ' অধ্যায়, সনদ ছহীহ)*।

উক্ত হাদীছে বাঘের চামড়ার তৈরী গদিতে বসতে নিষেধ করা হয়েছে। সুতরাং পোষাক হিসাবে ব্যবহার করার জন্য জ্যাকেটও উক্ত নিষেধাজ্ঞার মধ্যে পড়বে।

প্রশ্নঃ (১৯/৩৬৪)ঃ যেকোন মীক্বাত হ'তে ৯ তারিখে সূর্য উদয়ের পূর্বে আরাফার ময়দানে রওয়ানা দিলে হজ্জ হবে কি?

-আরশাদ আলী
কালীগঞ্জ, দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়।

উত্তরঃ আরাফার দিনই মূলতঃ হজ্জ। সুতরাং ৯ তারিখ আরাফা ময়দানে সূর্যোদয়ের পূর্বে বা পরে পৌঁছলেও হজ্জ হয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'আরাফাই হচ্ছে হজ্জ। (১০ তারিখ) সূর্যোদয়ের পূর্বে যে ব্যক্তি আরাফায় পৌঁছেছে সে হজ্জ পেয়েছে'... *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, দারেমী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/২৭১৪ 'বাধা প্রাপ্ত এবং হজ্জ ফউত হওয়া' অনুচ্ছেদ; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/২৫৯৫)*। মোট কথা ৯ই যিলহাজ্জ পূর্বাহ্ন হ'তে ১০ই যিলহাজ্জ ফজরের পূর্ব পর্যন্ত সময়ের মধ্যে আরাফার ময়দানে হজ্জের নিয়তে কিছুক্ষণ অবস্থান করলেই উক্ত ফরয আদায় হয়ে যাবে। *(দ্রঃ হজ্জ ও ওমরাহ পৃঃ ৩৮-৩৯, হাফাবা ২০০১। ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক হজ্জের নিয়ম-পদ্ধতি জানতে হ'লে ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব প্রণীত অত্র বইটি পাঠ করুন। -সম্পাদক)*।

প্রশ্নঃ (২০/৩৬৫)ঃ ক্বাযা ছালাত আদায় করার পদ্ধতি কি? প্রত্যেক ছালাতের জন্য কি ভিন্ন ভিন্ন এক্বামত দিতে হবে?

-আহসান হাবীব
ছাতিয়ান, গাংনী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ ক্বাযা ছালাত আদায়ের নিয়মে স্পষ্ট কোন হাদীছ পাওয়া যায় না। তবে ধারাবাহিকভাবে আদায় করা বাঞ্ছনীয় এবং প্রত্যেক ছালাতের জন্য আলাদা আলাদাভাবে এক্বামত দিতে হবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬৮৩)*। ঘুমিয়ে গেলে বা ভুলে গেলে ঘুম ভাঙ্গলে অথবা স্মরণে আসার সাথে সাথে ক্বাযা ছালাত আদায় করতে হবে *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২০৫। বিস্তারিত দেখুনঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ৯৪ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (২১/৩৬৬)ঃ প্রত্যেক নবী কি ছাগল চরাতেন? আমাদের নবী নিজের ছাগল চরাতেন, না অন্যের ছাগল চরাতেন?

-ইশতিয়াক আহমাদ
মহেশ্বরপাশা বাজার, খুলনা।

উত্তরঃ আবু হুরায়রা (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা কোন নবী পাঠাননি যিনি ছাগল-ভেড়া চরাননি। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, আপনিও কি? তিনি বললেন হাঁ, আমি কয়েক ক্বীরাতের (কিছু দিরহামের) বিনিময়ে মক্কাবাসীদের

ছাগল-ভেড়া চরাতাম' *(বুখারী, মিশকাত হা/২৯৮৩ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়, 'ভাড়া ও শ্রম বিক্রি' অনুচ্ছেদ)।*

প্রশ্নঃ (২২/৩৬৭)ঃ যখন মানুষ আল্লাহকে স্মরণ করবে না, তার ইবাদত করবে না, তখনই নাকি ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে, এ কথা কি সঠিক?

-ছাব্বীর হুসাইন
মাষ্টারপাড়া, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ 'নিকৃষ্ট লোকদের উপরেই ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে। একজন তাওহীদবাদী লোক থাকা পর্যন্ত ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না। আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'ক্বিয়ামত তখনই সংঘটিত হবে, যখন যমীনের মধ্যে 'আল্লাহ' 'আল্লাহ' বলার মত কেউ থাকবে না'। অন্য বর্ণনায় আছে, তিনি বলেন, নিকৃষ্ট লোকদের উপরই ক্বিয়ামত কায়েম হবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৫১৬-১৭,'ফিৎনা' অধ্যায়, 'নিকৃষ্ট লোকদের উপরেই ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে' অনুচ্ছেদ)।*

উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত হাদীছে 'আল্লাহ' 'আল্লাহ' শব্দ দ্বারা 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু' বুঝানো হয়েছে। যেমন মুসনাদে আহমাদে ছহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে। এর দ্বারা বিদ'আতী, ছূফীদের 'আল্লাহ' 'আল্লাহ' যিকর বুঝানো হয়নি। বরং তাওহীদবাদী বুঝানো হয়েছে। কেননা শুধু 'আল্লাহ' শব্দ দ্বারা যিকর করা বিদ'আত। এটির কোন শারঈ ভিত্তি নেই *(আলবানী, মিশকাত; উক্ত হাদীছের টীকা নং ১)।*।

প্রশ্নঃ (২৩/৩৬৮)ঃ অন্ধ ব্যক্তি তার অন্ধত্বের উপর ছবর করলে নাকি আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাত দান করবেন। উক্তিটি কি সত্য?

-বকুল
মজীদপুর, কেশবপুর, যশোর।

উত্তরঃ উল্লিখিত কথাগুলি একটি ছহীহ হাদীছের অংশ বিশেষ। আনাস (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'আমি যখন আমার কোন বান্দাকে দু'টি প্রিয় বস্তু অর্থাৎ দু'টি চক্ষু অন্ধ করে দেই, আর সে যদি তাতে ছবর করে, তাহ'লে আমি তার বিনিময়ে তাকে জান্নাত দান করব' *(বুখারী, মিশকাত হা/১৫৪৯ 'জানাযা' অধ্যায়, 'রোগীকে দেখতে যাওয়া ও রোগের ছওয়াব' অনুচ্ছেদ)।*

প্রশ্নঃ (২৪/৩৬৯)ঃ বৃষ্টি প্রার্থনার দো'আ ছালাতের পূর্বে করতে হবে না পরে? ছহীহ হাদীছ মোতাবেক জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ মুর্তযা
রায়দৌলতপুর, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ ইস্তিসক্বার ছালাত দুই পদ্ধতিতেই জায়েয আছে। (১) ইমাম ছাহেব জনগণ সহ ময়দানে গিয়ে তাকবীর ও তাহমীদ শেষে লোকদেরকে ইস্তিসক্বার গুরুত্ব সম্পর্কে ঈমানবর্ধক খুৎবা দিবেন *(আবুদাউদ, বুলূগুল মারাম হা/৫০৩ সনদ জাইয়িদ বা উত্তম)*। অতঃপর দু'হাত উপুড় অবস্থায় সোজাভাবে খাড়া রেখে দো'আ করবেন। তারপর সবাইকে নিয়ে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করবেন *(ঐ; মিশকাত হা/১৫০৮)*।

২. খুৎবার পর মুছল্লীদের নিয়ে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করবেন। ছালাত শেষে ক্বিবলামুখী অবস্থায় দু'হাত তুলে সমবেতভাবে দো'আ করবেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪৯৭ 'ইস্তিসক্বা' অনুচ্ছেদ)*।

ইস্তিসক্বার ছালাত আদায়ের পদ্ধতিঃ

জীর্ণ ও পরিচ্ছন্ন কাপড় পরে চাদর গায়ে দিয়ে বিনয়-নম্র চিত্তে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে ময়দান অভিমুখে রওয়ানা হবে। সাথে ইমামের জন্য মিম্বর নিতে পারবে। ইমাম মিম্বরে বসে তাকবীর বলবেন ও আল্লাহর প্রশংসা করবেন এবং লোকদের ইস্তিসক্বার গুরুত্ব সম্পর্কে ঈমানবর্ধক কিছু উপদেশ দিবেন। অতঃপর ক্বিবলামুখী হয়ে চাদরের নীচের ডান কিনারা ধরে বাম কাঁধে ও নীচের বাম কিনারা ধরে ডান কাঁধে রাখবে। অতঃপর ইমাম মিম্বর থেকে অবতরণ করবেন ও সবাইকে নিয়ে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করবেন। অতঃপর দো'আর সময় দু'হাত উপুড় অবস্থায় সোজাভাবে মুখ বরাবর সামনে রাখবেন *(বুলূগুল মারাম হা/৫০৩; আবুদাউদ, মিশকাত হা/১৫০৮, সনদ হাসান, 'ইস্তিসক্বা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২৫/৩৭০)ঃ এক ওয়ায মাহফিলে জনৈক বক্তা বললেন, যখন কোন হাজী ছাহেবের সাথে সাক্ষাত হবে তখন তাকে সালাম করবে, তার সাথে মুছাফাহা করবে ও তিনি স্বীয় বাড়ীতে প্রবেশের পূর্বেই তার নিকট থেকে তোমরা মাগফেরাতের দো'আ নিবে। কেননা হাজী ছাহেব হ'লেন গোনাহ মাফকৃত ব্যক্তি। উল্লিখিত বক্তব্যের সত্যতা জানতে চাই।

-আলীমুদ্দীন দেওয়ান
ছালাভরা, কাযীপুর, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ প্রশ্নোল্লেখিত বক্তার পেশকৃত হাদীছটি যঈফ *(আহমাদ, আলবানী, মিশকাত হা/২৫৩৮ 'হজ্জ' অধ্যায়, উক্ত হাদীছের টীকা দ্রঃ)*। তবে হজ্জ ও ওমরাহ সম্পাদনকারীর মর্যাদা সম্পর্কে বহু ছহীহ হাদীছ রয়েছে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৫০৬-৯ 'হজ্জ' অধ্যায়)*। অতএব সাধারণভাবে যেকোন সময় তাঁদের নিকটে দো'আ চাওয়া যাবে।

প্রশ্নঃ (২৬/৩৭১)ঃ আমি একজন ব্যবসায়ী। প্রায়ই ঢাকা যেতে হয়। বাসস্ট্যাণ্ড হ'তে গন্তব্যস্থানে পৌঁছতে শত্রুর ক্ষতির আশংকা করি। ক্ষতির আশংকা হ'তে বাঁচার জন্য কোন ছহীহ দো'আ আছে কি?

-আব্দুস সুবহান
কলেজ বাজার, বিরামপুর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ ব্যবসা বা সফরের উদ্দেশ্যে ঘর হ'তে বের হ'লে প্রথমে এই দো'আটি পড়তে হয়ঃ بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى

اَللّٰهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ। **উচ্চারণঃ** বিসমিল্লা-হি তাওয়াক্কালতু 'আলাল্লা-হি ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ'। **অনুবাদঃ** আল্লাহ্‌র নামে (বের হচ্ছি), তাঁর উপরে ভরসা করছি। নেই কোন ক্ষমতা, নেই কোন শক্তি আল্লাহ ব্যতীত' *(ছহীহ আবুদাউদ হা/৫০৯৫; তিরমিযী, মিশকাত হা/২৪৪৩ 'বিভিন্ন সময়ের দো'আ' অনুচ্ছেদ)*।

নতুন গন্তব্যস্থল কিংবা অন্য কোন ভীতিকর স্থানে নামার পর নিম্নের দো'আটি পড়তে হয়-

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَاخَلَقَ

উচ্চারণঃ আ'উযু বিকালিমা-তিল্লা-হিত তা-ম্মা-তি মিন শার্রি মা খালাক্বা'। **অর্থঃ** আমি আল্লাহ্‌র পরিপূর্ণ কালেমা সমূহের মাধ্যমে তাঁর সৃষ্টির যাবতীয় অনিষ্টতা হ'তে পানাহ চাচ্ছি *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৪২২ 'বিভিন্ন সময়ের দো'আ' অনুচ্ছেদ)*। এছাড়াও শত্রুর ভয় থাকলে পড়বে-

اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِىْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা ইন্না নাজ'আলুকা ফী নুহূরিহিম ওয়া না'উযুবিকা মিন শুরূরিহিম'। **অর্থঃ** হে আল্লাহ! আমরা আপনাকে শত্রুদের মুকাবেলায় পেশ করছি এবং তাদের অনিষ্টসমূহ হ'তে আপনার নিকটে পানাহ চাচ্ছি *(আহমাদ, আবুদাউদ, মিশকাত হা/২৪৪১ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ১৪১-৪২ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (২৭/৩৭২)ঃ জনৈক বক্তার মুখে শুনলাম যে, আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) নাকি বাদ ফজর হ'তে মাগরিব পর্যন্ত মসজিদে মিম্বরে বসে খুৎবা দিয়েছিলেন। এ ধরনের বক্তব্য কুরআন-হাদীছে আছে কি?

-মুসাম্মাৎ মারইয়াম
হোসনাবাদ, সরিষাবাড়ী
জামালপুর।

উত্তরঃ উল্লিখিত বক্তব্য সঠিক। এটা ছিল তাঁর মু'জেযার অন্তর্ভুক্ত। 'আমর ইবনে আখত্বাব আনছারী (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে ফজর ছালাত আদায় করিয়ে মিম্বরে উঠলেন এবং আমাদের সম্মুখে ভাষণ দিলেন। ভাষণ একটানা যোহর পর্যন্ত চলে। অতঃপর মিম্বর হ'তে তিনি নামলেন এবং যোহরের ছালাত আদায় করলেন। ছালাত শেষ করে আবার মিম্বরে উঠে ভাষণ দিলেন, এমনকি আছরের ওয়াক্ত হয়ে গেল। তখন মিম্বর হ'তে নেমে আছরের ছালাত আদায় করলেন। আছরের ছালাত শেষ করে পুনরায় মিম্বরে উঠে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ভাষণ দিলেন। ভাষণে তিনি সেই সমস্ত বিষয়গুলি আমাদেরকে অবহিত করলেন, যা কিছু ক্বিয়ামত পর্যন্ত সংঘটিত হবে। বর্ণনাকারী বলেন, আমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী, যে সেইদিনের কথাগুলি বেশী বেশী স্মরণ রেখেছে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৯৩৬ 'মু'জেযাহ' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২৮/৩৭৩)ঃ আমি হাদীছ শোনার পর সোমবার ও বৃহস্পতিবার সপ্তাহে দু'দিন ছিয়াম পালন করে থাকি। এখন শুনছি উক্ত দু'দিন মানুষের আমল সমূহ নাকি আল্লাহ্‌র নিকটে পেশ করা হয় এবং মুমিন বান্দাকে মাফ করা হয়। আমার প্রশ্নঃ উক্ত দুই দিন ছিয়াম পালন করার ফলে মাফ করা হবে, না অন্য কোন কারণে?

-নাজমুল হুদা
রঘুনাথপুর, পাংশা, রাজবাড়ী।

উত্তরঃ বান্দাকে মাফ করার সাথে ছিয়াম পালন শর্তযুক্ত নয়; বরং প্রত্যেক মুমিন বান্দা যারা আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কাউকে শরীক করে না তাদের ক্ষমা করা হয়।

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার জান্নাতের দরজা সমূহ খোলা হয় এবং এমন সব বান্দাকে মাফ করে দেওয়া হয়, যারা আল্লাহ্‌র সাথে কোন কিছুকে শরীক করে না। তবে ঐ ব্যক্তিকে ক্ষমা করা হয় না, যার মধ্যে ও তার কোন ভাইয়ের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ বিদ্যমান। তখন ফেরেশতাগণকে বলা হয়, এদেরকে পরস্পরে মীমাংসা করার জন্য সুযোগ দাও' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫০২৯ 'সম্পর্ক ত্যাগ, বিচ্ছিন্নতা ও দোষান্বেষণে নিষেধাজ্ঞা' অনুচ্ছেদ)*। অন্য হাদীছে আছে, 'সপ্তাহে দু'দিন সোম ও বৃহস্পতিবার মানুষের কার্যাবলী আল্লাহ তা'আলার দরবারে পেশ করা হয় এবং প্রত্যেক মুমিন বান্দাকে ক্ষমা করা হয়। কিন্তু সেই ব্যক্তিকে ক্ষমা করা হয় না, যে কোন মুসলমান ভাইয়ের সাথে শত্রুতা পোষণ করে। তাদের সম্পর্কে বলা হয়, যাতে তারা আপোষ হ'তে পারে সেই পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দাও' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫০৩০)*। প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবারে নফল ছিয়াম পালন করা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত ছওয়াবের কাজ। উক্ত ছিয়ামের কারণেও আল্লাহ মাফ করতে পারেন। তাছাড়া রাসূল (ছাঃ) উক্ত দু'দিন ছিয়াম পালন করা পসন্দ করতেন এই জন্য যে, ছিয়াম অবস্থায় তাঁর আমলগুলি যেন আল্লাহ্‌র সমীপে পেশ করা হয় *(তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত হা/২০৫৬, ২০০৫ 'নফল ছিয়াম' অনুচ্ছেদ, সনদ হাসান)*। যদি সে কবীরা গোনাহ থেকে তওবা করে থাকে।

প্রশ্নঃ (২৯/৩৭৪)ঃ আমাদের দেশে দেখা যায় যে, অধিকাংশ বিধবা মহিলা অন্য অলংকার পরলেও নাকফুল পরেন না। এটা পরাকে তারা অশুভ মনে করেন। এটা কি ঠিক? জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-সানজিদা বেগম
তাহেরপুর পৌরসভা, বাগমারা
রাজশাহী।

উত্তরঃ এটি কুসংস্কার মাত্র। শরী'আতের বিধান অনুযায়ী বিধবা মহিলাগণ ৪ মাস ১০ দিন গহনা পরা থেকে বিরত থাকবে। ইদ্দত পার হয়ে গেলে নাকফুল সহ সব ধরনের গহনা পরতে পারে। উম্মে সালামা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'বিধবা নারী (স্বামীর মৃত্যুর ৪ মাস ১০ দিন পর্যন্ত। লাল রঙ্গের কাপড়, লাল মাটি দ্বারা রঞ্জিত

কাপড় পরিধান করবে না, চুলে বা হাতে-পায়ে মেহেদী ও চোখে সুরমা লাগাবে না এবং গয়না পরবে না' *(তিরমিযী, আবুদাউদ, মিশকাত হা/৩৩৩২ 'বিবাহ' অধ্যায়, 'ইদ্দত' অনুচ্ছেদ; নাসাঈ, ছহীহ আবুদাউদ হা/২৩০৪, মিশকাত হা/৩৩৩৪, হাদীছ ছহীহ)*।

উক্ত হাদীছের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বিধবা মহিলাগণ স্বামীর মৃত্যুর ৪ মাস ১০ দিন পর সাধারণ মহিলাগণের ন্যায় অলংকার সহ সব ধরনের কাপড় পরিধান করতে পারে। *(দ্রঃ সেপ্টেম্বর ২০০১ প্রশ্নোত্তর নং ১২/৩৯৭)*।

প্রশ্নঃ (৩০/৩৭৫)ঃ একটি বইয়ে দেখলাম, স্ত্রী মিলনের নিষিদ্ধ সময় হ'ল, চান্দ্র মাসের প্রথম ও শেষ তারিখ, পূর্ণিমা রাত, অমাবস্যার রাত, চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণের সময়, মঙ্গলবার দিবাগত রাতে, ভরা পেটে, রাতের প্রথম অংশে, পশ্চিম দিকে শয়ন করে, ঈদুল ফিৎর ও ঈদুল আযহার রাতে। এসব কথাগুলি কি ঠিক?

-ডাবলু মিয়া
কদমতলা, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ এসব কথাগুলির ধর্মীয় কোন ভিত্তি নেই। বরং আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমাদের স্ত্রীরা হ'ল তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্র। তোমরা যেভাবে ইচ্ছা তাদেরকে ব্যবহার কর' *(বাক্বারাহ ২২৩)*। অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা নারী-পুরুষকে যেকোন সময়ে মিলনের পূর্ণ স্বাধীনতা দান করেছেন। শরী'আতে মাত্র দু'টি নিষিদ্ধ সময় নির্ধারিত আছে (১) স্ত্রীর হায়েযের সময় *(বাক্বারাহ ২২২)*। (২) তার সন্তান প্রসবের পর *(আবুদাউদ; নায়লুল আওত্বার ১/৩০৬)*।

প্রশ্নঃ (৩১/৩৭৬)ঃ আমি মাগরিবের ছালাত দু'রাক'আত পেয়েছি। বাকী এক রাক'আত পড়ার সময় ক্বিরাআত জোরে পড়তে হবে কি এবং ফাতেহা সহ অন্য সূরা মিলাতে হবে কি?

-ওবায়দুল্লাহ
লালবাগ, দিনাজপুর।

উত্তরঃ মাসবূক্ব তার ইমামের সাথে ছালাতের যে অংশটুকু পায় সে অংশটুকু তার জন্য ছালাতের প্রথম অংশ হয়। কাজেই এ অবস্থায় মাগরিবের বাকী এক রাক'আত পড়ার সময় ক্বিরাআত জোরে পড়তে হবে না এবং অন্য সূরা মিলাতে হবে না। কারণ এটি তার শেষ রাক'আত। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যখন তোমরা ছালাত আদায়ের জন্য আসবে তখন ধীরস্থিরভাবে আস এবং (ইমামের সাথে) যা পাবে তা আদায় কর, আর যা ছুটে যাবে তা পূর্ণ কর' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬৮৬ 'আযান' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৩২/৩৭৭)ঃ কোন ব্যক্তির বা ছেলে-মেয়ের জন্ম দিবস পালন করা ও তার দাওয়াত কবুল করা যায় কি?

-ঈমান আলী
শাহাগোলা, আত্রাই, নওগাঁ।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের যুগে কারো জন্ম ও মৃত্যু দিবস কিংবা অন্য কোনরূপ দিবস পালনের কোন নযীর নেই। এটি অমুসলিমদের অনুকরণে পালিত রেওয়াজ। ইসলামের অনুসারীদেরকে এসব থেকে অবশ্যই দূরে থাকতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য অবলম্বন করবে, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে' *(আবূদাউদ, সনদ হাসান, মিশকাত হা/৪৩৪৭ 'পোষাক' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৩৩/৩৭৮)ঃ ছালাতের মাঝে দীর্ঘ সময় আল্লাহর ভয়ে কাঁদলে ছালাত বাতিল হবে কি?

-আব্দুল ওয়াহ্হাব
রাণীরবন্দর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ ছালাতের মাঝে দীর্ঘ সময় কাঁদলে ছালাত বাতিল হবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তারা ক্রন্দন করতে করতে নতমস্তকে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে এবং তাদের বিনয়ভাব আরো বৃদ্ধি পায়' *(বনী ইসরাঈল ১০৯)*। মুত্বাররিফ ইবনে শিখখীর স্বীয় পিতা হ'তে বর্ণনা করেন, আমি একদা নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট আসলাম। এমতাবস্থায় তিনি ছালাত আদায় করছিলেন এবং ফুটন্ত পানির ডেগের শব্দের ন্যায় কাঁদছিলেন। অন্য বর্ণনায় আছে, চাক্কীর শব্দের ন্যায় শব্দ করে কাঁদছিলেন *(আহমাদ, আবুদাউদ, নাসাঈ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১০০০)*। উক্ত দলীলসমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ছালাতে দীর্ঘ সময় কাঁদলে ছালাত বাতিল হয় না।

প্রশ্নঃ (৩৪/৩৭৯)ঃ কোন ব্যক্তি ছালাত আদায় করার পর জানতে পারল যে, তার কাপড় অপবিত্র। তাকে পুনরায় ছালাত আদায় করতে হবে কি?

-আমীনুল ইসলাম
সেতাবগঞ্জ ষ্টেশন
আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, ঠাকুরগাঁ।

উত্তরঃ অপবিত্র কাপড়ে ছালাত আদায় করার পর জানতে পারলে পুনরায় ছালাত আদায় করতে হবে না। অনুরূপ কাপড় অপবিত্র একথা জানা আছে, কিন্তু ছালাত আদায়ের সময় স্মরণ ছিল না। এ অবস্থাতেও পুনরায় ছালাত আদায় করতে হবে না। রাসূল (ছাঃ) অপবিত্র জুতা নিয়ে ছালাতের কিছু অংশ আদায় করেন। পরে জিবরীল (আঃ)-এর মাধ্যমে জানতে পারলে জুতা খুলে ফেলেন কিন্তু আদায়কৃত ছালাত পুনরায় আদায় করেননি *(আবুদাউদ, দারেমী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৭৬৬; ঐ বঙ্গানুবাদ হা/৭১০, 'ছালাত' অধ্যায়, 'সাতর' বা আচ্ছাদন অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৩৫/৩৮০)ঃ কাপড়ে ছেলে-মেয়ের পেশাব লেগে কাপড় যদি শুকিয়ে যায়, তাহ'লে ঐ কাপড়ে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-মুজীবুর রহমান
পাংশা, রাজবাড়ী।

উত্তরঃ যেসব ছেলে বাচ্চা মায়ের দুধ ব্যতীত অন্য কিছু খাদ্য খেতে শিখেছে তাদের পেশাব ধোয়া ব্যতীত ঐ কাপড়ে ছালাত আদায় করা যাবে না। আর মেয়ে বাচ্চা খাদ্য গ্রহণ করুক আর না করুক সর্বাবস্থায় তার পেশাব নাপাক এবং ঐ কাপড় ধোয়া ব্যতীত তাতে ছালাত আদায়

করা যাবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'মেয়েদের পেশাব ধৌত করতে হবে এবং ছেলেদের পেশাবে পানি ছিটাতে হবে' *(আহমাদ, মিশকাত হা/৫০১; নাসাঈ, ঐ, হা/৫০২ উভয়ের সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্নঃ (৩৬/৩৮১)ঃ চার মাযহাবের কোন এক মাযহাব মান্য করা কি যরূরী?

-রফীকুল ইসলাম
টেংরা, দিনাজপুর।

উত্তরঃ চার মাযহাবের কোন একটি মাযহাবকে নির্দিষ্টভাবে মান্য করা যরূরী নয়। বরং সর্বাবস্থায় নিরপেক্ষভাবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী আমল করতে হবে। কেননা প্রত্যেক মানুষের জন্য যরূরী হ'ল, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (ছাঃ)-কে মান্য করা, যদি তিনি নিজে শরী'আত বুঝতে সক্ষম হন। অন্যথায় বিদ্বানগণের নিকট থেকে প্রমাণ সহকারে জেনে নিয়ে তদনুযায়ী আমল করবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা জ্ঞানী ব্যক্তিদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ সহকারে জিজ্ঞেস কর' *(নাহল ৪৩-৪৪)*। কাজেই কোন মাযহাব বা কোন সম্প্রদায়ের দলীলবিহীন আনুগত্য করা যাবে না।

প্রশ্নঃ (৩৭/৩৮২)ঃ যাকাত-ফিৎরা-ওশর ইত্যাদি নিকটাত্মীয়কে দেওয়া যাবে কি?

- বেবী
উত্তর নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ যাকাত-ফিৎরা, ওশর ইত্যাদি নিজ নিকটাত্মীয়কে দেওয়া যাবে, যদি তিনি শারঈভাবে ছাদাক্বার হকদার হন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, اَلصَّدَقَةُ عَلَي الْمِسْكِيْنِ صَدَقَةٌ وَ هِيَ عَلَى ذِى الرَّحْمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَّ صِلَةٌ- 'মিসকীনকে ছাদাক্বা দিলে একটি ছাদাক্বা হয়। কিন্তু সে যদি রক্ত সম্পর্কীয় নিকটাত্মীয় হয়, তবে নেকী দ্বিগুণ হয়। এক- ছাদাক্বা এবং দুই- আত্মীয়তা'। *(আহমাদ, তিরমিযী প্রভৃতি, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১৯৩৯ 'যাকাত' অধ্যায়, 'শ্রেষ্ঠতম ছাদাক্বা' অনুচ্ছেদ)*।

হকদার হওয়ার কারণে ইবনু মাসঊদ (রাঃ)-এর স্ত্রী যায়নাবকে ও অন্য একজন আনছারী ছাহাবীর স্ত্রী যায়নাবকে তাদের প্রশ্নের উত্তরে নিজ নিজ স্বামীকে ছাদাক্বা প্রদানের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) বলেছিলেন, لَهُمَا أَجْرَانِ: أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ- 'তাদেরজন্য দু'টির পুরস্কার রয়েছেঃ (১) আত্মীয়তার পুরস্কার (২) ছাদাক্বার পুরস্কার'। *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৩৪)*।

প্রশ্নঃ (৩৮/৩৮৩)ঃ হিন্দুদের পূজা উপলক্ষে দ্বীনী প্রতিষ্ঠানগুলি বন্ধ রাখা এবং তাদের পূজার দাওয়াত গ্রহণ করা যায় কি?

-আব্দুল্লাহ
মাঝাডাঙ্গা, দিনাজপুর।

উত্তরঃ দ্বীন ইসলামের প্রতীকগুলি প্রকাশ করা এবং ইসলাম বিরোধী প্রতীকগুলি বর্জন করা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা আমার এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত গ্রহণ কর' *(আহমাদ, আবুদাঊদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১৬৫)*। মুসলমানদের জন্য কাফেরদের উৎসব-অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা এবং ঐ উপলক্ষে মুসলমানদের দ্বীনী অথবা দুনিয়াবী প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখা জায়েয হবে না। কারণ এতে আল্লাহ্র শত্রুদের সাদৃশ্য অবলম্বন করা হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম কখনো এরূপ করেননি। তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য গ্রহণ করবে, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে' *(আবূদাঊদ, সনদ হাসান মিশকাত হা/৪৩৪৭ 'পোষাক' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৩৯/৩৮৪)ঃ মি'রাজের রাতে ইবাদত করা এবং ঐ রাতের মর্যাদা বর্ণনা করার জন্য অনুষ্ঠান করা কি শরী'আত সম্মত?

-মুজীবুর রহমান
বাঁশদহা বাজার, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ মি'রাজের রাতে ইবাদত করা এবং তার মর্যাদা বর্ণনা করার জন্য অনুষ্ঠান করা অবশ্যই ভিত্তিহীন। যেমন ২৭ শে রজব মি'রাজ হওয়ার প্রমাণে কোন দলীল নেই, তেমনি কোন্ মাসে মি'রাজ হয়েছে তারও কোন জোরালো প্রমাণ নেই এবং মি'রাজ উপলক্ষ্যে বিশেষ কোন ইবাদত করা বা কোন অনুষ্ঠান করা রাসূল (ছাঃ) এবং তাঁর ছাহাবায়ে কেরাম থেকে প্রমাণিত নয়। কাজেই এ বিদ'আতী আমল অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

প্রশ্নঃ (৪০/৩৮৫)ঃ ছালাতের পর মুছাফাহা করা যায় কি?

-আমীনুদ্দীন
হাজীটোলা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ ছালাত শেষে ইমামের সাথে বা মুছল্লীদের সাথে পরস্পরে সালাম বিনিময় ও মুছাফাহা করার যে রেওয়াজ বর্তমানে কোন কোন মসজিদে চালু আছে, সেটির কোন শারঈ ভিত্তি নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম থেকে এরূপ কোন আমল প্রমাণিত নয়। তবে যদি কোন নতুন মেহমান বা আগন্তুকের সাথে ছালাতের পরে সাক্ষাত হয়, তাহ'লে তার সাথে সালাম ও মুছাফাহা দু'টিই জায়েয আছে। *(তিরমিযী, সনদ হাসান, মিশকাত হা/৪১৮০ 'মুছাফাহা ও মু'আনাকা' অনুচ্ছেদ)*। অনুরূপভাবে সাক্ষাৎকারী হিসাবে সাধারণভাবে পরস্পরে সালাম বিনিময় করা জায়েয আছে *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৪৬৩০ 'শিষ্টাচার' অধ্যায়, 'সালাম' অনুচ্ছেদ)*।

সংশোধনী

গত মে'০৩ সংখ্যা ২/২৬৭ নং প্রশ্নোত্তরে 'মৃত ব্যক্তির সমস্ত সম্পত্তিকে ৬ ভাগ করে দু'ভাগ ভাতিজা ও চার ভাগ চার ভাতিজী' পাবে বলা হয়েছে। সঠিক উত্তর হবে এই যে, কেবলমাত্র ভাতিজাই সমস্ত সম্পত্তির ওয়ারিছ হবে, ভাতিজীরা নয়। *-দারুল ইফতা।*